করিলেন যে বিকার শাস্তারদিগের হইতে বুঝি এ বিকারের তিরস্কার হইবেক না কেননা যখন এ বিকার বিজ্ঞ বৈদ্যেরদিগের তন্বারক ঔষধ আহার করিয়া দিনদিন প্রবল হইয়া আকারের বলাকর্ষণপূর্ব্বক বলহরণ করিতে লাগিল তখন ইহার শক্ত্যাধিক্যপ্রযুক্ত প্রয়োজিত ঔষধ পরাজিত হইবে অতএব সুরধনী তীরে ত্বরায় গমন করিলেন পরে গত ৬ কার্ত্তিকে পরলোকে গমন করিয়াছেন ইহার বিদ্যাব্রাহ্মণ্যসৌজন্য শাস্ত্র নৈপুণ্য শাস্ত্রজ্ঞের নিকটে প্রকট আছে নবীন ও প্রাচীন স্মৃতি সকল স্মরণেই ছিল এক্ষণে ইনি নবদ্বীপ সমাজে প্রধানস্বরূপে বিখ্যাত হইয়াছিলেন এ মহাশয় শাস্ত্রাশয় ব্যাখ্যায় প্রাচীন ছিলেন কিন্তু বয়ঃক্রমে নহেন বয়ঃক্রম অনুমান বনপ্রস্থানের পূর্ব্বেই ছিল পরলোক যাওনে জ্ঞানত ব্যক্তিরা খেদিত হইয়া প্রার্থনা করিতেছেন যে এ ব্যক্তির নিমিত্ত বিধাতা যদি আমারদিগের পক্ষস্থ প্রার্থিত হইতেন তদ্দানে আমরা স্বীকৃত ছিলাম অস্মদাদিরও অতিশয় খেদ হইয়াছে যেহেতুক ধার্ম্মিক ধর্ম্মোপদেশকের অত্যন্ত অল্পতা দৃষ্টা হইতেছে ইনি সামান্য ধার্ম্মিক ধর্ম্মোপদেশক অধ্যাপক ছিলেন না এক্ষণে ইহার ব্যবস্থায় সন্দেহ ভঞ্জন হইত।

(১০ জানুয়ারি ১৮২৯। ২৮ পৌষ ১২৩৫)

পণ্ডিতের মৃত্যু।—রামতনু বিদ্যাবাগীশনামক সদর দেওয়ানী আদালতের পণ্ডিত গত ২১ পৌষ শনিবার রাত্রিতে আমাশয়াদি রোগোপলক্ষে সুরধনী তীর-নীরে তনুত্যাগ করিয়াছেন ইহার বয়ঃক্রম ৭৫ পঁচাত্তর বৎসরের ন্যূন নহে বরং অধিক হইবেক এ মহাশয়ের সৌজন্য সুবিদ্যা ব্রাহ্মণ্য পাণ্ডিত্য কর্ম্ম নৈপুণ্যে বাধিত হইয়া আমরা দুঃখিত হইতেছি মনে করি যে আরো অনেকে দুঃখিত হইবেন যেহেতুক ইহার পরোপকারিতা শক্তি ও দয়ার্দ্রচিত্ততা ছিল।

(১৭ জানুয়ারি ১৮২৯। ৬ মাঘ ১২৩৫)

পণ্ডিতের মৃত্যু।—আমরা অতিশয় খেদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে পূর্ব্বস্থলীনিবাসি সদর দেওয়ানী আদালতের বাঙ্গলা আইন তর্জমাকারক পণ্ডিত রামকুমার রায় বিকার রোগোপলক্ষে গত ১৩ জানুআরি মঙ্গলবার দিবা চারি ঘণ্টার সময় লোকান্তরগত হইয়াছেন ইহার বয়ঃক্রম অনুমান ৫০ বৎসর হইয়াছিল ইনি পারসী ও সংস্কৃত ও বাঙ্গলাভাষায় অতিবিজ্ঞ ছিলেন এবং ইহার বক্তৃতা ও পরোপকারিতা ও দয়ালুতা ও দাতৃত্ব শক্তি ছিল এবং তাঁহার শিষ্টতাতে প্রায় শ্রীরামপুরস্থ তাবৎ লোক তাঁহার বশতাপন্ন হইয়াছিল বিশেষতঃ সদর দেওয়ানী আদালতের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াবধি এমন উত্তমরূপে কর্ম্মনির্ব্বাহ করিয়াছেন যে তাহাতে সেখানে অতিশয় প্রতিপন্ন এবং বহুকালাবধি এই কর্ম্মে নিযুক্ত হওয়াতে এমত একর্ম্মের পারদর্শী হইয়াছিলেন যে তত্তুল্য অন্য লোক পাওয়া দুর্লভ।

(৯ মে ১৮২৯। ২৮ বৈশাখ ১২৩৬)

পণ্ডিত।—সদর দেওয়ানী আদালতের পণ্ডিত রামতনু বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্যের মৃত্যু হইলে তৎপদাভিষিক্ত হইবার প্রার্থনায় অনেক বুধগণ মহাশয়েরা আকাঙ্ক্ষিত ছিলেন তাহা বিফল হইল কারণ এই যে শ্রীলশ্রীযুত নবাব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর সভায় বিচারপূর্ব্বক স্থির করিয়াছেন যে বর্ত্তমান পণ্ডিত শ্রীযুত বৈদ্যনাথ মৈত্র মহাশয় অতিবিদ্বান বিচক্ষণ সদ্বিবেচক সুপণ্ডিত নাগর দ্রাবিড় উড্ডিয় বঙ্গদেশীয়ইত্যাদি তাবৎ অক্ষর পাঠকরণের ক্ষমতা রাখেন এবং হিন্দুস্থান ও বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থার ঐ পণ্ডিত মহাশয় দ্বারা নিষ্পত্তি হইবেক।

সাহিত্য

সাহিত্য ও ভাষার সংস্কার

(২২ ফেব্রুয়ারি ১৮২৩। ১২ ফাল্গুন ১২২৯)

সমাচারদর্পণপ্রকাশক মহাশয়েষু।—আমার এই পত্রখানি কৃপাবলোকনে নিজ দর্পণে অর্পণ করিয়া প্রার্থনা সিদ্ধি করিবেন।

৫১ সংখ্যক সমাচারচন্দ্রিকা পাঠ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলাম তাহাতে এক প্রেরিত পত্র ছাপাইয়াছেন যে পূর্ব্বে মুসলমানেরদের অধিকার কালে ও বর্ত্তমান ইংলণ্ডীয় মহাশয়েরদিগের অধিকার কালে তত্তদ্ভাষা ও তত্তদ্ব্যবহার ক্রমেং হিন্দুস্থানীয় ভাষা ও ব্যবহারমধ্যে মিশ্রিত হইয়াছে এ যথার্থ বটে। কিন্তু সকলে সর্ব্বদা সেরূপ ব্যবহার করেন না যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহারা বিষয়কর্ম্মে নানাজাতীয় ও নানাদেশীয় লোকের সহিত আলাপ করিতে হইলে সুতরাং তাহারদিগের বোধজনক ভাষা কহিতেই হয় কিন্তু স্নানাদি সময়ে ও স্বদেশীয় লোকের সহিত আলাপে সংস্কৃত কিম্বা তদনুযায়ী ভাষা কহেন এবং পূর্ব্ব পুরুষ রীত্যনুসারে ব্যবহার করেন। যাঁহারা অজ্ঞানী তাঁহারা স্বদেশীয় ও পরদেশীয় ভাষা ও ব্যবহারের ভেদ জ্ঞাত নহেন সুতরাং অভীষ্টমত ব্যবহার করেন। তদ্বিষয়ক এক গ্রন্থ করণের কারণ যে প্রার্থনা করিয়াছেন সে অনর্থক। যেহেতুক জ্ঞানের মূল বুদ্ধি ও তৎসহকারিণী চেষ্টা এই দৃষ্ট কারণদ্বয় ইহা ভিন্ন অদৃষ্ট কারণও অপেক্ষা করে যে হউক সে দূরে থাকুক দৃষ্ট কারণদ্বয় একত্র নহিলে ফলসিদ্ধি কদাচ হয় না অতএব নূতন গ্রন্থের কিছু প্রয়োজন নাই মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি মহাপুরুষ প্রণীত নানাগ্রন্থ আছে এবং তদনুযায়ী মহাপণ্ডিতকৃত নানা সংগ্রহ আছে এবং অজ্ঞানের বোধার্থ এই সকল গ্রন্থের যথার্থ ভাষাতে ও সংস্কৃতে সংক্ষেপে ছাপা হইয়া সর্ব্বত্র প্রকাশ হইয়াছে যাঁহারদিগের বুদ্ধি ও চেষ্টা আছে তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন যাহারা তদভাববিশিষ্ট তাহারা তাহাতে দৃষ্টিপাতও করেন না। যথা লোচনেন বিহীনস্য দর্পণঃ কিং করিষ্যতীত্যাদি। সংপ্রতি এই কলিকাতা মহানগরে বিদ্যাস্থন্দর ও রতিমঞ্জরী ও রসমঞ্জরী প্রভৃতি আদিরসঘটিত যেং গ্রন্থ ছাপা হইয়াছে তাহা বাবুরদিগের নিকটে আগতমাত্র সমাদর পুরঃসরে মূল্য প্রদানপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া দিবা রাত্রি তদামোদে আমোদিত হইয়া থাকেন কিন্তু এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তিথিতত্ত্বের অন্তর্ভূত কর্ম্মলোচন নামক এক গ্রন্থ অতিযত্নে ভাষাতে পয়ার করিয়া সংস্কৃত সমেত ৫০০ শত গ্রন্থ ছাপাইয়াছেন অনেক চেষ্টাতে শতাবধি গ্রন্থ শিষ্টবিশিষ্ট লোকদ্বারা আদৃত হওয়াতে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ঋণ শোধমাত্র হইয়াছে সে গ্রন্থের মূল্য ৷৷০ আধ টাকার উর্দ্ধ নহে। এই গ্রন্থ আধুনিক বাবুজী মহাশয়েরদিগের নিকটে লইয়া গেলে প্রথমত আদিরস জ্ঞানে হস্তে করেন পরে কিঞ্চিৎ দর্শনে রজ্জুজ্ঞানে সর্পধারণ জ্ঞান করিয়া দূরে নিক্ষেপ করেন তাঁহার ব্যস্ততা দেখিয়া নিকটস্থ লোকেরা জিজ্ঞাসা করিলে কহেন

যে বাহাত্তরে বেটারদিগের অন্য কোন কর্ম্ম নাই যে গ্রন্থ করিয়াছে ইহা পড়া ভাল নহে যেহেতুক না জানিয়া কর্ম্ম করা ভাল জানিয়া করিলে দোষ হয় অতএব এ গ্রন্থ ভাল মানুষে পড়ে না। অতএব অন্য গ্রন্থ করণের কি আবশ্যক যে সকল প্রাচীন গ্রন্থ আছে সে সকলেরি এইরূপ দুর্দ্দশা হইতেছে।—শ্রীযথার্থবাদিনঃ সাং নিশ্চিন্তপুর।

(১৮ জুলাই ১৮২৯। ৪ শ্রাবণ ১২৩৬)

চিহ্নবিষয়ক পত্রের উত্তর।—শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু। গত ১৭ আষাঢ়ীয় চন্দ্রিকায় কস্যচিৎ বিদেশি পাঠকের লিখিত এক পত্র পাঠে তুষ্ট হইলাম যেহেতুক তিনি লেখেন যে বাঙ্গালা লেখার শেষাদি নির্ণায়ক চিহ্নাভাবে অনেক ব্যাঘাত হয়। এ কথা আমি স্বীকার করি কিন্তু চিহ্নভিন্ন পাঠে ভিন্নদেশীয়দিগের যে প্রকার ব্যাঘাত এতদ্দেশীয়দিগের তাদৃশ নহে যেহেতুক বালককালে অর্থাৎ পাঠদশায় যে সংস্কার জন্মে তাহার অন্যথা হয় না। ঐ ভিন্নদেশীয় মহাশয়ই তাহার প্রমাণ কেননা তাঁহার বালককালে ইংগ্লণ্ডাদি দেশের ভাষা অভ্যাস হইয়া থাকিবে তত্তৎ পুস্তকাদিতে যে সকল ছেদ ভেদ চিহ্ন আছে তাহাতেই সংস্কার হইয়াছে অন্য ভাষায় তাদৃশ চিহ্ন না থাকিলে ক্লেশকর হয় যাহা হউক তিনি যেপ্রকার চিহ্ন দিতে পরামর্শ দেন তাহা চলিত হইলে ভাল হয় কিন্তু ব্যবহার হওয়া সুকঠিন যেহেতুক অস্মদ্দেশীয় ভাষা ও অক্ষর আধুনিক নহে ইহার মূল সংস্কৃত তাহার লিখন পঠনের যে ধারা ও ছেদ ও ভেদের যে চিহ্ন এক দাড়ি আছে তাহাই তাবদ্দেশ অর্থাৎ সংস্কৃত শাস্ত্র ও তন্মূলক ভাষা ব্যবসায়িদিগের চলিত আছে এক্ষণে নূতন কোন বিষয় কি প্রকার চলিত হইতে পারে যদ্যপি ইংগ্লণ্ডীয় অক্ষরের সহিত ব্যবহৃত চিহ্ন বাঙ্গলা অক্ষরে ব্যবহার করা যায় তবে তত্তৎ চিহ্নানভিজ্ঞ ব্যক্তিরা ঐ চিহ্নসকল কোন অক্ষর জ্ঞান করিয়া যথার্থে সন্দিগ্ধ হইতে পারেন যদ্যপি লেখক মহাশয় ইহার এক ব্যাকরণ সৃষ্টি করিতে পারেন ও তাহা পাঠশালায় ব্যবহার করান তবে কালে চলিত হইবেক আমার বোধ হয় পত্রলেখক বিজ্ঞ ইহাকর্ত্তৃক চিহ্ননিমিত্তে এক ব্যাকরণ প্রস্তুত হওয়া অসম্ভব নহে অলমিতিবিস্তরেণ ২১ আষাঢ়।—কস্যচিৎ হিন্দুপাঠকস্য

(৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০। ২৫ মাঘ ১২৩৬)

বাঙ্গলা গ্রন্থ ও গ্রন্থকারক।—লিটিরেরি গেজেটনামক সম্বাদপত্রের সংপ্রতি প্রকাশিত সংখ্যক পত্রে শ্রীযুত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ বাঙ্গলা গ্রন্থ ও গ্রন্থকারকের বিষয়ে এক প্রকরণ মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন পাঠকবর্গের উপকারার্থে তাহার স্থূল বিবরণ আমরা তর্জ্জমা করিয়াছি এবং শ্রীরামপুরের বিষয়ে তাহাতে যাহা প্রস্তাব করিয়াছেন তদ্বিষয়ে আমরা দুই এক বিবেচ্য কথা প্রকাশ করিতেছি।

বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ ঐ প্রকরণের আরম্ভে কহেন যে পদ্যাপেক্ষা গদ্যরচনায় এতদ্দেশীয় লোকেরদের মনোযোগের অল্পতা ছিল এবং কেবল গত ত্রিশ বৎসরাবধি বাঙ্গলা ভাষায় গদ্যরচনায় গ্রন্থ প্রকাশ হইতেছে। কিন্তু তিনি লেখেন যে শ্রীরামপুরের মিসিনরি সাহেবেরা ইহার পূর্ব্বে গদ্যরূপে ধর্ম্মপুস্তক তরজমা করিয়াছিলেন কিন্তু ঐ তরজমা ইংগ্লণ্ডীয় ভাষার রীত্যনুযায়ি হওয়াতে এতদ্দেশীয় লোকেরদের বোধ গম্য হইত না। অপর মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার রাজাবলিনামক গ্রন্থ অর্থাৎ ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রকাশ করিয়াছিলেন ঐ গ্রন্থ পাঠকবর্গেরা উত্তমরূপে অবগত থাকিবেন এতএব তদ্বিষয়ক আমারদের কিছু লেখার প্রয়োজন নাই। বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ ঐ গ্রন্থের শব্দবিন্যাসের নিন্দা করিয়া কহেন যে তাহা নিরাবিল বাঙ্গলা নহে এবং গ্রন্থের বিবরণের বিষয়ে কহেন যে তাহাতে অনেক অমূলক বিষয় লিখিয়াছেন কিন্তু ইহাও কহেন যে এ সকল দোষ সত্ত্বেও ঐ গ্রন্থ অতিশয় উপকারক ও আবশ্যক।

পরে পুরুষপরীক্ষানামক এক পুস্তক মুদ্রিত হয় তাহার অভিপ্রায় এই যে ইতিহাসের দ্বারা নীতি ও সদাচারের বিষয় বিস্তারিত হয়। ১৮১৫ সালে তন্নামে বিখ্যাত সংস্কৃত পুস্তক হইতে তরজমা করিয়া হরপ্রসাদ রায়নামক পণ্ডিত তাহা প্রকাশ করেন। বাবু কাশীপ্রসাদ ঐ পুস্তকেরও নিন্দাপূর্ব্বক কহেন যে রাজাবলি হইতেও ইহার কথার বিন্যাস অপকৃষ্ট।

অপর কহেন যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও হরপ্রসাদ রায়ের পুস্তক প্রকাশহওনের পর যে প্রথম বাঙ্গলা ভাষায় নিরাবিল পুস্তক প্রকাশ হয় তাহা রামমোহন রায়কর্তৃক রচিত অনেক ক্ষুদ্রগ্রন্থ দেখা যায়। অনন্তর ফিলিক্স কেরি সাহেব ইংগ্লণ্ড দেশের বিবরণ তরজমা করিয়া প্রকাশ করেন তাহাতে কাশীপ্রসাদ ঘোষ বিস্তর দোষোল্লেখ করিয়াছেন। ঐ পুস্তক যে দোষরহিত নহে উহা আমরা স্বচ্ছন্দে স্বীকার করি। তাহাতে ইংগ্লণ্ডীয় নাম ও ইংগ্লণ্ডীয় উপাধির তরজমা করা এক প্রধান দোষ বটে এবং সমাসযুক্ত দারুণ সংস্কৃত বাক্য রচনা করাতে সেই গ্রন্থ সুতরাং অনেকের অগ্রাহ্য হইল কিন্তু ফিলিক্স কেরি সাহেব যেরূপ বাঙ্গলা ভাষার মর্ম্ম জানিতেন এবং ব্যবহারিক বাঙ্গলা কথা ও এতদ্দেশীয় লোকেরদের আচার ব্যবহার যেরূপ অবগত ছিলেন তদ্রূপ তৎকালে অন্য কোন ইউরোপীয় লোক জানিতেন না এবং নিরাবিল বাঙ্গলা ভাষা রচনায় ক্ষমতাপন্ন ঐ সাহেবের তুল্য তৎকালে অন্য কোন সাহেব ছিলেন না অবিকল সংস্কৃতানুযায়ি ভাষায় ইংগ্লণ্ড দেশীয় উপাখ্যান গ্রন্থ রচনা করাতে তাঁহার ঐ গ্রন্থ নিষ্ফল হইল। সেই পুস্তক যদি সংশোধিত হয় এবং যদি দারুণ সংস্কৃত কথা চলিত ভাষায় রচিত হয় তবে ঐ গ্রন্থ সর্ব্বপ্রকারে সকলের উপকার্য্য হইতে পারে।

অপর বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ কহেন যে শ্রীরামপুরে বাঙ্গলা ভাষায় যত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে তাহা সকলি দোষযুক্ত এবং এতদ্দেশীয় লোকেরা তাহা শ্রীরামপুরের বাঙ্গলা বলিয়া দোষোল্লেখ করেন। ইহার যে প্রকৃত উত্তর তাহা কাশীপ্রসাদ ঘোষ আপনিই তাহার

নিম্নভাগে লিখিয়াছেন যেহেতুক মিল সাহেবের ভারতবর্ষীয় ইতিহাস বাঙ্গলা ভাষায় যে তর্জমা হইয়াছে তাহার তিনি অতিশয় প্রশংসা করিয়া কহেন যে তাহার অনেক গুণ আছে এবং এতদ্দেশীয় লোকেরা তাহা উত্তমরূপে বুঝিতে পারেন এবং বাঙ্গলা ভাষায় রীতি ও কথার বিন্যাসাদিতে অবিকল মিল আছে এবং বাঙ্গলা ভাষায় রচিত পুস্তকের মধ্যে তাহা অগ্রগণ্য। ঐ পুস্তক শ্রীরামপুরে তরজমা হইয়া ঐ শ্রীরামপুরে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থ সমাপ্ত না হওয়াপ্রযুক্ত তাহার টাইটল পেজ অর্থাৎ ভূমিকাব্যতিরেকে প্রকাশ হইয়াছে। অনুমান হয় যে এই প্রযুক্ত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষের ভ্রম হইয়াছে।

অপর তিনি বাঙ্গলা পদ্যগ্রন্থের বিষয়ে প্রস্তাব করেন যে তিন শত বৎসর হইল কৃত্তিবাসনামক এক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ বাঙ্গলা পদ্যরচনায় রামায়ণ প্রকাশ করেন ও এতদ্দেশীয় পদ্যরচকের মধ্যে প্রথম তিনিই প্রসিদ্ধ। বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ কহেন যে তাঁহার রামায়ণ অপভাষায় পরিপূর্ণ কিন্তু ঐ রামায়ণের প্রকাশ কালে ইহা হইতে উত্তমরূপ পদ্যরচনা করিতে কেহ সমর্থ ছিলেন না। বাঙ্গলা কাব্যে পুস্তকের মধ্যে কৃত্তিবাসের ঐ গ্রন্থ সকলের গ্রাহ্য বিশেষতঃ মধ্যম লোক এবং দোকানদার লোকের মধ্যে। তাহারদের দিবসের কার্য্য সমাপ্ত হইলে তাহারা মণ্ডলাকারে বসিয়া ঐ রামায়ণের কোন এক অংশ পাঠ করে। বঙ্গদেশ মধ্যে এমত কোন দোকানদার নাই যে তাহারদের স্থানে ঐ কবিকৃত রামায়ণের কোন এক অংশ না পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে যে নানা অপভাষা আছে তাহার দোষ বরং লিপিকরের কিন্তু গ্রন্থরচকের নহে এমত বোধ হয়। সেই গ্রন্থ গত তিন শত বৎসরের মধ্যে কোন পণ্ডিতকর্তৃক সংশোধিত না হইয়া বারম্বার নকল হইয়াছে অতএব মূর্খেরা আপনং ইচ্ছানুসারে নানা প্রকার তাহাতে ভাষার অন্যথা করিয়াছে এমত বোধ করা অসম্ভব নহে। কিন্তু ঐ তরজমা অতিরসাল এবং তাহার যদি অপভাষা সকল বহিষ্কৃত হয় তবে ঐ পুস্তক অতি গ্রাহ্য হয়। অতিশয় খ্যাতাপন্ন এক সুপণ্ডিতকর্তৃক সংশোধন পূর্ব্বক সংপ্রতি শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে তাহার প্রথম কাণ্ড দ্বিতীয় বার প্রকাশিত হইয়াছে।

তাহার পর পদ্যরচকের মধ্যে কাশীদাসনামক এক শূদ্র পদ্যরচক হইল এবং তিনি মহাভারতের কএক পর্ব্ব বাঙ্গলা ভাষায় পদ্যেতে রচনা করিয়া পাণ্ডব বিজয় নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাহার পর কবিকঙ্কণ উপাধিতে খ্যাত গোবিন্দানন্দনামক এক ব্রাহ্মণ ঐ রূপ চণ্ডীর স্তবাদি বিস্তারকরণপূর্ব্বক চণ্ডীনামে গ্রন্থ প্রকাশ করেন। কিন্তু এই দুই পুস্তকও অপভাষা রহিত নহে। চণ্ডীর প্রশংসা ঘটিত অন্নদামঙ্গলনামক এক গ্রন্থ ভারতচন্দ্র নামে ব্রাহ্মণকর্তৃক ঐরূপ রচিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল তিনি ঐ কবিকঙ্কণের সমকালীন ব্যক্তি এবং উভয়ই রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের প্রসাদলব্ধ ছিলেন। ঐ রাজা মহারাজা বিক্রমাদিত্যের তুল্য খ্যাতির আকাঙ্ক্ষী ছিলেন। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়কর্তৃক রচিত পূর্ব্বোক্ত রাজার চরিত্র শ্রীরামপুরে তিন বার মুদ্রিত হয় তদ্বিষয়ে বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ কিছু কহেন নাই। পণ্ডিত লোকেরদের

সমাগমেতে তৎকালীন বঙ্গদেশের মধ্যে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভা অদ্বিতীয়রূপে
সুশোভিত ছিল ঐ পণ্ডিতেরদিগকে তিনি অনেক২ ভূমি বৃত্তিদান করিলেন এবং
অদ্যপর্য্যন্ত তাঁহারদের সন্তানেরা ঐ বৃত্তি ভোগ করিতেছেন কিন্তু তাঁহার বংশের
রাজকীয় অধিকার দুই তিন শত ধনবান লোকের মধ্যে খণ্ড২ হইয়া গিয়াছে।
তাঁহার সভার ভাঁড় অন্য২ ভাঁড়ের ন্যায় পাণ্ডিত্য ও রসিকতা বিষয়ে অতিশয় শ্রেষ্ঠ
ছিল তাহার অনেক২ রহস্য কথা অদ্যপর্য্যন্ত এতদ্দেশে প্রচররূপ চলিত আছে তাহা
সকল যদি সংগ্রহ করা যায় তবে আমোদপ্রমোদের অত্যুত্তম এক পুস্তক হয়।

অপর কাশীপ্রসাদ ঘোষ বিদ্যাসুন্দরনামক এক পুস্তকের কথা উল্লেখ করিয়াছেন
তাহা ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের এক অংশ। তিনি যথার্থরূপে তাহার অনেক
প্রশংসা করিয়াছেন। তাহার কএক পয়ারে তিনি ইঙ্গরেজী ভাষায় তরজমা করিয়াছেন এবং
তাহাতে অনেক কাব্যরস দৃষ্ট হইতেছে। বাঙ্গলা ভাষার মধ্যে এই ক্ষুদ্র পুস্তকের সংস্কৃতানুযায়ি
ভাষায় রচিত উৎকৃষ্ট অন্য তুল্য এমত পুস্তক নাই কেবল মধ্যে২ অনেক আদিরসঘটিত
কথার দ্বারা তাহাতে কলঙ্ক আছে।

অপর তিনি কহেন যে কলিকাতার যোড়াসাঁকোর শ্রীযুত রাধামোহন সেন
বাঙ্গলা ভাষায় কাব্যরচনার বিষয়ে স্বদেশীয় লোকের মধ্যে অতিপ্রসিদ্ধ।

শ্রীকাশীপ্রসাদ ঘোষের এই এক উত্তম লিখিতপত্র আমরা স্থানাভাবপ্রযুক্ত
প্রকাশ করিতে না পারিয়া কেবল তাহার সংক্ষেপ প্রকাশ করিলাম, কিন্তু আমারদের
পাঠকবর্গের মধ্যে যাঁহারা ইঙ্গরেজী বুঝেন তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে তাহা পাঠ করুন ইহা
আমারদের পরামর্শ।...

(২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০। ১০ ফাল্গুন ১২৩৬)

পূর্ব্ব সপ্তাহের দর্পণে চক্ষু অর্পণ করাতে কবিকাব্য রসাস্বাদনে সরসচিত্ত শ্রীযুত
বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষজকর্তৃক লিটেররি গেজেটে প্রকাশিত পত্রের সংক্ষেপে সংগ্রহ
সংদর্শনে বঙ্গভাষায় গ্রন্থ ও গ্রন্থকার এবং গদ্য পদ্যরচনায় এক প্রকার সারোদ্ধার
বোধ হইল যাহা পাঠকগণের বিজ্ঞাপন ও মনোরঞ্জনার্থে এতৎপত্রে পুনরর্পিত
করিলাম।

পূর্ব্বোক্ত ঘোষজ মূলপত্রে লিখেন যে পদ্যাপেক্ষা গদ্যরচনায় এতদ্দেশীয়
লোকের মনোযোগের অল্পতা ছিল ইহাতেই নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে এপর্য্যন্ত
বঙ্গভাষার শোধন হয় নাই এ অনুমান অসম্ভব নহে কিন্তু ইদানী তদ্ভাষাভাষিত
কোষাদি নানা গ্রন্থ প্রচলিতহওয়াতে বিশেষতঃ তদ্ভাষোক্ত সমাচারপত্র দেশ দেশান্তরে
ব্যাপ্তহওয়াতে যে অনুশীলন হইতেছে ইহাতে সংশোধিত হওনের আশ্বাসে সম্পূর্ণ
বিশ্বাস নির্ভায় করা যাইতে পারে যেহেতুক কএক বৎসর পূর্ব্বে অনেকেই বর্ণশুদ্ধিক্রমে

পত্র লিখিতে পারিতেন না এক্ষণে অনেক পত্রে সাধুভাষায় সবিন্যাস সানুপ্রাস রচন রচনা দৃষ্ট হইতেছে কিন্তু এখনো ব্যাকরণবোধাভাবে অনেকের বক্তব্যে বৈয়র্থ্যাহওনে ব্যাঘাত নাই সুতরাং বাক্যের শুদ্ধির নিমিত্ত সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অলঙ্কার সাহিত্য দর্শন অবশ্যই কর্ত্তব্য কেননা সংস্কৃতানুযায়ি ভাষাকেই সাধুভাষা কহিয়াছেন এমতে তদ্ব্যাকরণে দৃষ্টি থাকিলেই বঙ্গভাষায় পারিপাট্য সহজেই হইতে পারে। কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণ অধ্যয়ন সাধারণের দুঃসাধ্য অথচ এ বঙ্গভাষা সাধারণে সিদ্ধ অতএব কোন সাধারণ উপায়দ্বারা সাধারণ ভাষাবগতির সঙ্গতি হইলে সুলভেই দুর্লভ লব্ধ হইতে পারে সে উপায় অস্মাদাদির বোধে এই অনুভব হয় যে যেপ্রকার সকল ভাষার ব্যাকরণ আছে সেইপ্রকার এ ভাষারো সংস্কৃত বৈয়াকরণদ্বারা সৃষ্ট হইয়া সর্ব্বত্র চলিত হয় এবং এ ভাষারো অলঙ্কার শাস্ত্রবৎ নির্ম্মিত হয় যদ্যপি বিদেশজ বর্ণান্তরীয় মহাশয়েরদিগের শিক্ষোপযোগি বঙ্গভাষায় ব্যাকরণ বর্ণান্তরীয় ভাষায় সঙ্কলিত আছে কিন্তু তাহা স্বদেশীয় লোক শিক্ষার্থে উপকারি নহে এতদ্দেশীয় ভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণের রীত্যনুসারে এক ব্যাকরণ এবং ঐরূপে এক অলঙ্কার শাস্ত্রও সংগ্রহ করা উচিত। পূর্ব্বে পারসী ভাষায় ব্যাকরণ ছিল না কেবল আরবী ভাষার বৈয়াকরণ যাহারা তাঁহারাই শুদ্ধ কহিতেন ও লিখিতেন কিন্তু কালক্রমে পারস্যেতেও আরবীর রীতিক্রমে ব্যাকরণ রচিত হয় যাহা অদ্যাপি চলিত আছে এবং অল্পকাল হইল ঐপ্রকারে জবান উর্দ্দর অর্থাৎ হিন্দীভাষার ব্যাকরণ হইয়াছে এবং ইংলণ্ডীয় ভাষারো ব্যাকরণ লাতিন ভাষোক্ত ব্যাকরণানুযায়ি দৃষ্ট হইতেছে তবে যদি কেহ সন্দেহ করেন যে বঙ্গভাষাতে পারস্য ও আরবী ও হিন্দি ও ইদানী ইঙ্গরাজীপ্রভৃতি নানাভাষা মিশ্রিত হইয়াছে এমতে এভাষার শোধন কিপ্রকারে সম্ভব এসন্দেহ অমূলক কেননা এই বঙ্গভাষা যে সংস্কৃতমূলক সে সংস্কৃতের দৈন্য নাই অথচ কোন ভাষা ভাষান্তর রহিত দেখা যায় না পারস্য ও আরবী সংযোগব্যতীত সুশ্রাব্য হয় না এবং তাহাতে অন্যান্য ভাষারো সংস্রব আছে কেবল শাহনামানামক এক গ্রন্থ শুদ্ধ পারস্য ভাষায় রচিত হইয়াছিল এবং জবান উর্দ্দূ সংস্কৃত ঠেঠ ও আরবী ও পারস্যপ্রভৃতি মিশ্রিত ও ডাক্তর জানসন ইঙ্গরেজী ভাষার অভিধান প্রথমেই কহেন যে ইঙ্গরেজী ভাষাও পূর্ব্বকালে অনিয়মরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল পরে বহুকষ্টে নিয়মিত হইল তথাপি লাতিন ও ফ্রেঞ্চ ও ডচপ্রভৃতি ভাষা মিলিত আছে সুতরাং বঙ্গভাষাও এইরূপে ভাষান্তর সংসৃষ্ট থাকাতে দুষ্ট হইতে পারে না। তবে পারস্য যেমন আরবীর সংযোগে সাধুত্বপ্রাপ্ত এইরূপ বঙ্গভাষাও সংস্কৃতাধিক্যদ্বারা সাধুভাষারূপে খ্যাত হয়। কেননা ভারতবর্ষমধ্যে যে সকল ভাষা ব্যবহৃত প্রায় তাবতি সংস্কৃতমূলক।

অতএব যে সকল বিজ্ঞ পাঠক বঙ্গভাষায় সংশোধনরূপ উন্নতির বাঞ্ছা করেন তাঁহারদিগের নিকট আমারদিগের প্রার্থনা যে এই ভাষায় ব্যাকরণ ও কাব্যালঙ্কার সৃষ্টিনিমিত্তে কৃপাদৃষ্টিপূর্ব্বক কোন উপায় স্থির করেন যে তদ্দ্বারা আপামর সাধারণের উপকার দর্শে।

তাহাতে ব্যাকরণ রচনার সাহায্য নিমিত্ত শ্রীযুত হালহেড সাহেব ও শ্রীযুত কেরী সাহেব ও শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়প্রভৃতির কৃত ব্যাকরণ সহায়ক এবং পূর্ব্ব২ কবির উক্তি কাব্যালঙ্কারের বিধায়ক হইতে পারিবেক তাহাতে কৃত্তিবাসী ও কাশীদাসী ও কবিকঙ্কণ ও ভারতচন্দ্রইত্যাদির দোষগুণ বিচার করিলেই অনুপ্রাস ও যমক ও শ্লেষ ও বক্রোক্তি ও উপমা ও রূপক ও নিদর্শনপ্রভৃতি অলঙ্কারের উদ্ধার করা অসাধ্য হইবেক না এবিষয়ে ইংগ্লণ্ডীয় মহাশয়েরদিগের স্বাভাবিক চেষ্টার আতিশয্য প্রতীত আছে স্বজাতীয়েরদিগের স্বজাতীয় ভাষার উপকার পক্ষে চেষ্টা বিজাতীয় নহে।...বং দূং [বঙ্গদূত]

(২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০। ১৭ ফাল্গুন ১২৩৬)

বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ।—হরকরা নামক সম্বাদপত্রদ্বারা আমরা অবগত হইলাম যে শ্রীযুত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ ইংগ্লণ্ডীয় কাব্যের স্বকপোল রচিত এক গ্রন্থ প্রকাশ করিতে মনঃস্থ করিয়াছেন। ইংগ্লণ্ডীয় কাব্যক্ষেত্রে এতদ্দেশীয় লোকের প্রথম অধিকার এই। তৎকাব্যান্তর্গত প্রকরণের যে কিয়ৎসংগ্রহ হরকরা কাগজে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে তদ্দৃষ্টে যদি সমুদায় কাব্যের বিবেচনা করি তবে বোধ হয় যে তাহাতে তৎকাব্য কর্ত্তার অনুপম যশোলাভ হইবেক। তৎ পুস্তকহইতে সংগৃহীত যে কিয়ৎ প্রকরণ আমারদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে তাহাতে তৎকবির কাব্যীয় গুণ এবং ইঙ্গরেজী ভাষায় নিপুণতমতা প্রকাশ হইতেছে। ইঙ্গরেজী ভাষার মধ্যে যাহা দুঃসাধ্য তাহাতে এতদ্দেশীয় লোকেরদের অধিকারকরণ ক্ষমতাতে যদি আমারদের মনে কিছু সন্দেহ থাকিত তবে এই কাব্যের দ্বারা তাহা দূরীকৃত হইত।

পূর্ব্বোক্ত কাব্যের প্রস্তাবেতে সুযোগ বুঝিয়া আমারদের এই বক্তব্য যে গত দশ বৎসরের মধ্যে এতদ্দেশীয় লোকেরদের ইঙ্গরেজী বিদ্যার অনুশীলনেতে তাঁহারা যেরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহা অতিবিস্ময়নীয়। ইহার পূর্ব্বে কএক জন মধ্যমরূপে তদ্ভাষাভ্যাস করিয়া-ছিলেন এবং তাঁহারদের মধ্যে দুই এক জনও তদ্ভাষায় যশঃপ্রাপক দুই এক পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন এইমাত্র প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু তৎকালে যাঁহারা ইঙ্গরেজী ভাষাভ্যাস করিতেন তাঁহারা কেবল পল্লবগ্রাহি পাণ্ডিত্যে তৃপ্ত হইতেন এবং লিখন পঠনকরণে যৎকিঞ্চিৎ নৈপুণ্য-প্রাপ্তহওন এবং তদ্ভাষায় যে কোনরূপে বাকপ্রয়োগাদিকরণ হইতে অন্য কিছু মাত্র তাঁহারদের আকাংক্ষা ছিল না। কিন্তু গত দশ বৎসরের মধ্যে এমত আশ্চর্য্য তদ্ভাষানুশীলন হইয়াছে যে এক্ষণে কলিকাতা নগরে স্বীয় ভাষার তুল্য ইঙ্গরেজী ভাষাভিজ্ঞ শতাবধি দুই শত যুবা মহাশয়েরদিগকে দর্শায়ন যায়। তাঁহারদের মধ্যে কএক জন বিশেষতঃ উপরে প্রস্তাবিত কাব্যরচক এক ইঙ্গরেজী ভাষাধ্যয়নে এমত দৃঢ়তরাভিনিবেশ করিয়াছেন যে ইংগ্লণ্ডীয় লোকের অধিকাংশেরা যে পুস্তক রচনায় উৎসাহ রহিত সেই পুস্তক প্রস্তুতকরণে সক্ষম হইয়াছেন।

কাশীপ্রসাদ ঘোষ হিন্দু কলেজের একজন কৃতী ছাত্র। ১৮২৭ সনের জানুয়ারি মাসে তিনি প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছিলেন। এই বৎসরের ২৭এ জানুয়ারি হিন্দু কলেজে পুরস্কার-বিতরণ উপলক্ষ্যে ২৯এ জানুয়ারি 'গবর্ন্মেণ্ট গেজেট' লিখিয়াছিলেন :—

"The prize-given to the first class, as calculated to convey an idea of the studies, and acquirements of those to whom they were presented.

Casi Prasad Ghose.—Case of Mathematical Instrument, Hutton's Mathematics, Lee's Persian Grammar..."

কাশীপ্রসাদের গদ্য ও পদ্য রচনা সে-যুগে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল।

১৮৪৬ সনের ১৬ই নভেম্বর তারিখে প্রকাশিত সুবিখ্যাত ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্র—'হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সার' তিনিই সম্পাদন করিতেন (*Friend of India*, Nov. 19, 1846)। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় (১৮৫৭ সন) লর্ড ক্যানিং মুদ্রাযন্ত্রবিষয়ক আইন করিলে কাশীপ্রসাদ ঘোষ তাঁহার পত্রের প্রচার রহিত করিয়াছিলেন। ১৮৭৩ সনের নভেম্বর মাসে তাঁহার মৃত্যু হইলে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ১৭ই নভেম্বর তারিখে তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করিয়াছিলেন।

(৬ মার্চ্চ ১৮৩০। ২৪ ফাল্গুন ১২৩৬)

এ সপ্তাহে কোন বঙ্গভাষা সংশোধনেচ্ছুক দূত পাঠককর্তৃক প্রেরিত এক পত্র প্রাপ্ত হইলাম যদ্যপি নামধাম লিখিত না থাকায় অনুমানদ্বারা লেখকের তথ্য জানিতে অশক্ত কিন্তু যাহা লিখিয়াছেন সকলি সত্য লিখিয়াছেন এমতে লেখক অপ্রকাশ থাকিলেও তাঁহার নানা বিদ্যায় বিজ্ঞতা প্রকাশহেতুক আমরা পরমোল্লাসে তৎপত্র প্রকাশ করিলাম প্রথমতঃ লিখেন যে পারস ও হিন্দুস্থান অতিব্যাপক দেশজন্য স্থানস্থানের বাক্যের এবং উচ্চারণের তারতম্যহেতুক বিজ্ঞকর্তৃক পারসের মধ্যে কেবল ইরান ও তুরানের এবং হিন্দুস্থান মধ্যে কেবল দিল্লীর মোগলপুরার উর্দ্দু ভাষাই প্রশংস্য ইহা অতি সত্য এবং কেবল আরবী ও পারসীর আধিক্যে উর্দ্দুর মাধুর্য্য স্বীকার করা যায় না ইহাও যথার্থ এমতে কেবল সংস্কৃতাধিক্যে বঙ্গভাষার কাঠিন্য বৃদ্ধি সম্ভাবনায় সংশোধন সিদ্ধি হইতে পারে না এ কথাও আমারদিগের সম্মতা অতএব ভাষার মাধুর্য্য বিধায় অস্মদাদির অনুমানে ইহাই অনুমেয় যে সংস্কৃতানুযায়িকা ভাষা যাহা সাধু পরম্পরায় ব্যবহার হওয়াতে সাধুভাষারূপে খ্যাতা তাহাই শুশ্রাব্যা বিশেষতঃ এ বঙ্গদেশ যাহার প্রাচীন নাম গৌড়দেশ ইহা অতিব্যাপক এতন্মধ্যে যোজনান্তর ভাষা প্রসিদ্ধা আছে কিন্তু ইতর বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক পূর্ব্বে বিবিধ ভাষানুশীলন শীলসুশীল শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব মহাশয় স্কুলবুক সোসৈটির উপকারার্থে বাঙ্গলা শিক্ষক নামে যে এক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন তদুল্লেখিত ভূমিকার কিঞ্চিৎ লিখিতেছি ইহাতেই ব্যাপক দেশের মধ্যে কোন দেশে সদ্ভাষা তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এই বঙ্গভাষা সংস্কৃতা এবং প্রাকৃতা উদীচী মহারাষ্ট্রী মাগধী মিশ্রার্দ্ধ মাগধী শকা

আভীরী শ্রবন্তী দ্রাবিড়ী ঔড্রীয়া পাশ্চাত্যা প্রাচ্যা বাহ্লিক্যারন্তিকা দাক্ষিণাত্যা পৈশাচী আবন্তী শৌরসেনী এই শাস্ত্রীয় অষ্টাদশ ভাষাহইতে নির্গতা হইয়াছে। কিন্তু ইদানীং নানাদেশীয় কথা বাঙ্গলা ভাষাতে মিলিতা হইয়াছে। বিশেষতঃ ব্যবহার কাণ্ডের তাবৎ শব্দ লুপ্ত হইয়া বহুকাল জবন ও ম্লেচ্ছাধিকারপ্রযুক্ত তজ্জাতীয় ভাষা প্রচলিতা হইয়াছে। এই বঙ্গদেশের মধ্যে স্থানে২ ভাষার প্রভেদ ও শ্রুতি কটুতা আছে কিন্তু গঙ্গার উভয়তীরস্থ লোকের বাক্য উত্তম ও সুশ্রাব্য। অপরঞ্চ ঐ পূর্ব্বোক্ত বাবুকর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে যে শুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষা সংস্কৃত ও প্রাকৃত হইতে জন্মিয়াছে এবং অনেক সংস্কৃত শব্দ ভাষায় চলিত আছে এবং লোকে কহে যে সাধুভাষা সে সংস্কৃতানুযায়িনী।

অতএব সুশ্রাব্য যে সাধুভাষা তাহাই প্রশংসনীয় তদিতরকে ইতর জ্ঞান করিতেই হয় কিন্তু গঙ্গার উভয় তীরেরও সর্ব্বত্র সমান ভাষা নহে সুতরাং ইহার মধ্যেও বিশেষ সুশ্রাব্য এবং সভ্য শৌভ্যভব্যসকলের বক্তব্য যাহা তাহাকেই সুন্দর বচন নিরাকরণপূর্ব্বক তাহারি রচনার নিয়ম সংস্কৃত ব্যাকরণানুকরণপূর্ব্বক সৃষ্টিকরণ কর্ত্তব্য। ইহাতে পূর্ব্বোক্ত সভ্য লেখক মহাশয় সংস্কৃতাধিক্যে শ্রুতিকটুতা ও দুর্জ্ঞেয়তা শঙ্কায় যে উদাহরণ দিয়াছেন "যথা লূলাপ দধ্যগ্রভাগ কিঞ্চিজ্জলপানার্থানয়ন কর" এপ্রকার সন্ধি সঙ্কট ঘটনার বিকট রচনায় প্রকট ভাবাও অপ্রকট হয় কেননা সামান্য কথায় বলে পাচির প্রাকৃতে ও ভট্টাচার্য্যের সংস্কৃতে ঘর পুড়িয়া নির্ধূম। অতএব সে আশঙ্কায় আমরাও নিঃশঙ্ক নহি এজন্য সকোমলা অথচ সংস্কৃতানুযায়িকা ভাষার প্রশংসা বোধে তাহারি রচনার নিয়ম নির্বন্ধনের প্রত্যাশা করি এমতে প্রার্থনা যে বঙ্গভাষাক্রমে এরূপ সংশোধনরূপ বারিসিঞ্চন কারণ যে কোন প্রস্তাব যে কেহ লিখিয়া অনুগ্রহ প্রকাশ করিবেন তাহা আমরা তদ্ভাষা ভিজ্ঞ বিজ্ঞসকলের বিজ্ঞাপনার্থে পরমাহ্লাদে প্রকাশ করিব যেহেতুক অভিপ্রেত ব্যাকরণ ও কাব্যালঙ্কার সংগ্রহে অনেকের অনুগ্রহ সংগ্রহ আবশ্যক ইহা পরিগ্রহ হওয়াতেই পূর্ব্বে অনুগ্রহার্থী হইয়াছি। বং দুং [বঙ্গদূত]

নূতন পুস্তক

(২৫ জুলাই ১৮১৮। ১১ শ্রাবণ ১২২৫)

ইস্তাহার। শ্রীপীতাম্বর শর্ম্মণঃ।—এতদ্দেশীয় অনেক২ বিশিষ্ট ব্যক্তি ব্যাকরণাদি শাস্ত্র অপাঠ হেতু পত্রাদি লিখনকালীন শুদ্ধাশুদ্ধ বিবেচনা করিয়া লিখিতে অশক্ত এ কারন এ অকিঞ্চন ভগবান অমর সিংহকৃত অভিধান অকারাদি ক্রমে অর্থাৎ ইংরাজী ডেক্সিয়াননারীর ন্যায় ভাষায় বিবরিয়া দন্ত্য ওষ্ঠ্য বকারের প্রভেদ করিয়া মেদিনী রভসাদি নানা অভিধানের অনেক অর্থ দিয়া নানার্থ স্বরূপ ৪৯২ পৃষ্ঠ এক গ্রন্থ কেতাব করিয়া উত্তম অক্ষরে ছাপাইয়াছে চারি শত বিক্রয় হইয়াছে শেষ এক শত আছে ছয় তঙ্কা মূল্যে

যাহার লইবার বাঞ্ছা হয় তবে মোং উত্তরপাড়ার শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে অথবা মোং কলিকাতার শ্রীযুত দেওয়ান রামমোহন রায় মহাশয়ের সৈসোয়িটী অর্থাৎ আত্মীয় সভাতে চেষ্টা করিলে পাইবেন নিবেদন মিতি।

১২২৪ সালে প্রকাশিত 'শব্দসিন্ধু' গ্রন্থের কথাই উপরে বলা হইয়াছে।

(৩ অক্টোবর ১৮১৮। ১৮ আশ্বিন ১২২৫)

নূতন কেতাব।—ইংরেজী বর্ণমালা অর্থ উচ্চারণ সমেত প্রথম বর্ণাবধি সাত বর্ণপর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় তর্জমা হইয়া মোং কলিকাতায় ছাপা হইয়াছে তাহাতে পড়িবার কারণ পাঠ ও গণিত ও নামতা ও ব্যাকরণ ও লিখিবার আদর্শ ও পত্রধারা ও আর্জি ও খত ও টর্ণিনামা ও হিতোপদেশ প্রভৃতি আছে এই কেতাব পড়িলে ইংরেজী বিদ্যা সহজে হইতে পারে এই কেতাব চামড়া বন্ধ জেল্দ করা ইহার মূল্য কি কেতাব ৩ টাকা। যে মহাশয়ের লইবার বাসনা হইবে তিনি মোং কলিকাতায় শ্রীগঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যের আপীসে কিম্বা মোং শ্রীরামপুরের কাছারি বাটীর নিকটে শ্রীজান দেরোজারু সাহেবের বাটীতে তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন।

অনেকে পুস্তকখানিকে বাঙালীর লেখা প্রথম বাংলা ব্যাকরণ মনে করিয়া ভুল করেন।

(২৬ ডিসেম্বর ১৮১৮। ১৩ পৌষ ১২২৫)

সহমরণ।—কলিকাতার শ্রীযুত রামমোহন রায় সহমরণের বিষয়ে এক কেতাব করিয়া সর্ব্বত্র প্রকাশ করিয়াছে। তাহাতে অনেক লিখিয়াছে কিন্তু স্থূল এই লিখিয়াছে যে সহমরণের বিষয় যথার্থ বিচার করিলে শাস্ত্রে কিছু পাওয়া যায় না।

(২০ ফেব্রুয়ারি ১৮১৯। ১০ ফাল্গুন ১২২৫)

পুস্তক ছাপান।…যে দেশে ছাপার কর্ম্ম চলিত না হইয়াছে সে দেশকে প্রকৃতরূপে সভ্য বলা যায় না এই দেশে পূর্ব্বকালে কতক২ লোকের ঘরে পুস্তক ছিল এবং অল্প লোক বিদ্যাভ্যাস করিত অন্য২ সকল লোক অন্ধকারে থাকিত এখন এই দেশে ক্রমে২ ছাপার পুস্তক প্রায় ছোট বড় ঘর সকল ব্যাপ্ত হইতেছে।

গত দশ বৎসরের মধ্যে আন্দাজ দশ হাজার পুস্তক ছাপা হইয়াছে কিন্তু সকল পুস্তক এক স্থানে নাই নানা লোকের ঘরে বিলি হইয়াছে এবং যে ব্যক্তি এক পুস্তক লইয়াছে তাহার অন্য পুস্তক লওনের চেষ্টা জন্মে এই রূপে এ দেশে বিদ্যা প্রচলিতা হইতেছে।

(২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮১৯। ১৭ ফাল্গুন ১২২৫)

পঞ্জিকা।—এতদ্দেশে নবদ্বীপ ও মৌলা ও বারইখালি ও বাকলা ও খানাকুল ও বজরাপুর ও বালি ও গণপুর এই সকল গ্রামে পঞ্জিকা প্রস্তুত হয় ইহার মধ্যে কতক

আমারদের নিকটে পৌছিয়াছে সকল পঞ্জিকা আইলে আগামী বৎসরের গ্রহণাদি ছাপান যাইবেক।

(২৭ মার্চ্চ ১৮১৯। ১৫ চৈত্র ১২২৫)

নূতন পুস্তক।—শ্রীযুত রামমোহন রায় অথর্ব্ব বেদের মণ্ডূকোপনিষদ ও শঙ্করাচার্য্য কৃত তাহার টীকা বাঙ্গালা ভাষাতে তর্জমা করিয়া ছাপাইয়াছেন।

(৩ এপ্রিল ১৮১৯। ২২ চৈত্র ১২২৫)

পুস্তক ছাপান।—এ দেশের এই এক মঙ্গলের চিহ্ন যে নানা প্রকার পুস্তক ছাপা হইতেছে যেহেতুক এই ছাপা পুস্তকের গমন স্রোতের ন্যায় যেমন ক্ষুদ্র নদী নির্গতা হইয়া ক্রমে২ বৃদ্ধি পাইয়া সর্ব্ব দেশে ব্যাপ্তা হইয়া সেই দেশকে উর্ব্বরা করে সেই মত ছাপার পুস্তক ক্রমে২ সকল প্রদেশ ব্যাপ্ত হইয়া সকল লোকের বোধগম্য হওয়াতে তাহারদের মন উচ্চাভিলাষি করে পূর্ব্ব কালে বর্দ্ধিষ্ণু লোকের ঘরেতেও তাল পত্রে অক্ষর মিলা ভার ছিল ছাপার আরম্ভ হওয়া অবধি ক্ষুদ্র২ লোকের ঘরেতেও অধিক পুস্তক সঞ্চার হইয়াছে।

এই ক্ষণে মোং কলিকাতার শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব এক নূতন অভিধান করিয়া ছাপা করিতেছেন। আমরা শুনিয়াছি যে চারি বৎসর আরম্ভ হইয়াছে অদ্যাপি অর্দ্ধ হয় নাই। ইহাতে অনুমান করি যে এমত অভিধান পূর্ব্বে হয় নাই এ অভিধান প্রস্তুত হইলেই তাহার গুণ সকলে জানিতে পারিবেন।

এবং কবিকঙ্কণ চক্রবর্ত্তিকৃত ভাষা চণ্ডী গান পুস্তক নানাপ্রকার লিপি দোষেতে নষ্টপ্রায় হইয়াছিল তৎপ্রযুক্ত শ্রীযুত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার বহু দেশীয় বহুবিধ পুস্তক একত্র করিয়া বিবেচনাপূর্ব্বক গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া ছাপা করিতেছেন অনুমান হয় যে লাগাদ শ্রাবণ ভাদ্র সমাপ্ত হইতে পারে।

(৫ জুন ১৮১৯। ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১২২৬)

নূতন পুস্তক।—শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন হিন্দুস্থানী ছাপাখানাতে এক নূতন পুস্তক ছাপাইয়াছেন তাহার নাম ঔষধসারসংগ্রহ অথবা সচরাচর ব্যবহৃত ঔষধ নির্ণয় এ পুস্তক অতি উপকারক এবং ঐ পুস্তকের মধ্যে ছাপ্পান্ন প্রকার ঔষধের বিবরণ ও তাহা খাইবার ক্রম সকল লিখিত আছে এবং কোন পীড়ায় কোন ঔষধ সেবন করা উপযুক্ত তাহাও লিখিত আছে। ইউরোপীয় বৈদ্যক শাস্ত্র বাঙ্গালা ভাষায় কেহ তর্জমা করে নাই এখন এই এক পুস্তক প্রকাশ হওয়াতে আমারদের ভরোসা হইয়াছে যে ক্রমে তাবৎ ইউরোপীয় বৈদ্যক শাস্ত্র বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ হইতে পারিবে এবং যদি এই ভরোসা সফল হয় তবে এতদ্দেশীয় লোকেরদের যথেষ্ট উপকার হইবে।

(১২ জুন ১৮১৯। ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১২২৬)

নূতন পুস্তক।—শ্রীযুত ফিলিক্স কেরি সাহেব ইংলণ্ডীয় পুস্তকহইতে সংগ্রহ করিয়া বিদ্যাহারাবলী নামে এক নূতন পুস্তক বাঙ্গালি ভাষায় করিয়া মোং শ্রীরামপুরে ছাপা করিতেছেন ইহাতে নানা প্রকার বিদ্যার কথা আছে ঐ গ্রন্থের মধ্যে আটচল্লিশ কিম্বা ছাপ্পান্ন ফর্দ্দ একাকার কাগজেতে এবং অক্ষরেতে মাস২ ছাপা হইবেক। ঐ আটচল্লিশ কিম্বা ছাপ্পান্ন ফর্দ্দেতে এক নম্বর দেওয়া যাইবেক ঐ এক২ নম্বরের মূল্য দুই২ টাকা।

(১৯ জুন ১৮১৯। ৬ আষাঢ় ১২২৬)

জগন্নাথ মঙ্গল।—মোং কলিকাতাতে জগন্নাথ মঙ্গল নামে এক নূতন পাঁচালি গান সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে জগন্নাথ দেবের সকল বিবরণ আছে এবং রাগ ও রাগিণী ও তাল মানেতে পূর্ণ অদ্যাপি সর্ব্বত্র প্রকাশ হয় নাই।

(৪ সেপ্টেম্বর ১৮১৯। ২০ ভাদ্র ১২২৬)

সকল বিশিষ্ট লোকেরদিগকে সমাচার দেওয়া যাইতেছে।—শ্রীভগবদ্গীতা গ্রন্থ সংস্কৃত অষ্টাদশ অধ্যায় এবং তাহার প্রতিশ্লোকের যথার্থ অর্থ পয়ারে প্রতিসংস্কৃত শ্লোকের নীচে অত্যুত্তম রূপে মোং কলিকাতার বাঙ্গাল গেজেটি আপিসে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছাপা করিয়াছেন। সে পুস্তকের মূল্য ৪৷৷৹ সাড়ে চারি টাকা প্রতিপুস্তক বিক্রয় হইতেছে যে২ মহাশয়েরদিগের ঐ পুস্তক লইতে মানস হইবেক তাঁহারা মোং কলিকাতার জোড়াসাঁকোর পূর্ব্ব জোড়া পুখুরিয়ার নিকট শ্রীযুত জয়কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে উপস্থিত হইয়া লইবেন। প্রতিপুস্তকের মূল্য জেলেদ সমেত লইলে ৪৷৷৹ সাড়ে চারি টাকা দিতে হইবেক জেলেদ সমেত না লয়েন চারি টাকা দিলে পুস্তক পাইবেন। ইতি তারিখ ২০ ভাদ্র সন ১২২৬।

(১৮ সেপ্টেম্বর ১৮১৯। ৩ আশ্বিন ১২২৬)

নূতন পুস্তক।—সম্প্রতি দুই তিন বৎসর হইল মোং কলিকাতার হিন্দুরদের শাস্ত্রসিদ্ধ সহমরণের বিষয়ে কেহ২ প্রতিবাদী হইয়াছেন তন্নিমিত্ত কলিকাতার শ্রীযুত বাবু কালাচান্দ বসুজা এক নূতন পুস্তক রচনা করিয়া ছাপাইয়াছেন। সে পুস্তকে সহমরণনিষেধকের কথা ও স্বমতসিদ্ধ মুনি প্রণীত বচন ও তাহার প্রত্যুত্তর স্বরূপ সহমরণবিধায়কের বাক্য ও তাহারও স্বমতসিদ্ধ মুনি প্রণীত বচন আছে এবং বাঙ্গালা ভাষাতে তাহার তর্জমা আছে এবং সেই বিষয়ের ইংরাজী ভাষাতে পৃথক্ এক কেতাব অতি সুন্দররূপে তর্জমা। এই পুস্তক অত্যল্প দিন প্রকাশ হইয়াছে।

(৩০ অক্টোবর ১৮১৯। ১৫ কার্ত্তিক ১২২৬)

নূতন গ্রন্থ সমাপ্ত।—শ্রীযুত ডক্তর উলসন সাহেব এক দিকে সংস্কৃত ও আর এক দিকে ইংরাজী এই রূপ এক অভিধান গ্রন্থ অনেক গ্রন্থ পর্য্যালোচনা করিয়া বহু পরিশ্রম পূর্ব্বক বহু দিনের পর সমাপ্ত করিয়াছেন সে গ্রন্থে এগার শত ষোল পৃষ্ঠ সে অত্যুত্তম গ্রন্থ তাহাতে সংস্কৃত যাবৎ শব্দ ও তাহার ইংরাজী ভাষা ও এক২ শব্দের দুই তিন প্রকার অর্থ ও নানা কোষ প্রমাণ দিয়া সকল শব্দার্থ সপ্রমাণীকৃত সে গ্রন্থ লোকেরদের দৃষ্টি গোচর হইলেই তাহার গুণ প্রকাশ হইবেক লিখিয়া কত জানাইব। তাহার মূল্য ইংরাজী কাগজে এক শত টাকা ও পাটনাই কাগজে আশী টাকা।

(৪ ডিসেম্বর ১৮১৯। ২০ অগ্রহায়ণ ১২২৬)

নূতন পুস্তক।—সম্প্রতি মোং কলিকাতাতে শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায় পুনর্ব্বার সহমরণবিষয়ক বাঙ্গলা ভাষায় এক পুস্তক করিয়াছেন এখন তাহার ইংরাজী হইতেছে সেও শীঘ্র সমাপ্ত হইবেক।

(১১ মার্চ্চ ১৮২০। ২৯ ফাল্গুন ১২২৬)

নূতন পুস্তক ছাপা।—শ্রীযুত গৌরচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার সন ১২২৭ সালের নবদ্বীপ সম্মত পঞ্জিকা মোং সভাবাজারের শ্রীবিশ্বনাথ দেবের ছাপাখানাতে ছাপা করিয়াছেন তাহাতে অন্য২ পঞ্জিকার মত অঙ্কদ্বারা বার তিথি প্রভৃতি জানা যায় এবং বার তিথি নক্ষত্র যোগ করণ এই পঞ্চাঙ্গ বিশেষরূপে অক্ষরেতে পৃথক্২ লিখিত আছে যাহার অক্ষর মাত্র পরিচয় আছে সেও ঐ পঞ্জিকাতে দিন ক্ষণ ভাল মন্দ অনায়াসে জানিতে পারে।

এবং খড়দহের শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস পশ্চিম দেশীয় এক জন পণ্ডিতের দ্বারা নানা জ্যোতিষ গ্রন্থ বিবেচনা করিয়া ব্যবহারোপযুক্ত তাবৎ জ্যোতিষের ব্যবস্থা একত্র সংগ্রহ করিয়া নিরানব্বই পত্রে এক পুস্তক প্রস্তুত করিয়া ছাপা করিয়াছেন ও সে পুস্তক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরদিগকে বিনা মূল্যে দিয়াছেন সে পুস্তক অতি সপ্রয়োজনক।

(২৫ মার্চ্চ ১৮২০। ১৪ চৈত্র ১২২৬)

নূতন পুস্তক।—শ্রীযুত কাপ্তান ফেল সাহেব মেদিনী অভিধান ইংরেজী তর্জমা করিয়া সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষাতে এক পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছেন এবং তাহা ছাপা করিয়া সর্ব্বত্র প্রকাশ করিবেন। ঐ সাহেব সংস্কৃতে অতিবিদ্যাবান্ এবং যে ইংগ্লণ্ডীয় লোক সংস্কৃত শিক্ষা করিতে বাসনা করেন তাহার ঐ পুস্তকে অনেক উপকার হইবেক।

(৩১ মার্চ্চ ১৮২১ । ১৯ চৈত্র ১২২৭)

ইংরেজী বাঙ্গালী অভিধান।—শ্রীযুত ফিলিক্স কেরি সাহেব ও শ্রীযুত রামকমল সেন কর্তৃক ইংরেজী ও বাঙ্গলা ভাষাতে এক অভিধান তর্জ্জমা হইয়া শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে ছাপা হইতেছে সে পুস্তক ক্ষুদ্র অক্ষরে দুই বালামে কমবেশ হাজার পৃষ্ঠা হইবেক। যে ব্যক্তি সহী করিবেন তিনি পঞ্চাশ টাকাতে পাইবেন তদ্ভিন্ন লোকেরদিগের লইতে হইলে সত্তরি টাকা লাগিবেক যাহারদিগের সহী করিবার বাসনা থাকে তাহারা হিন্দুস্থানীয় প্রেসে শ্রীযুত পেরেরা সাহেবের নিকটে কিম্বা মোকাম লালবাজারে শ্রীযুত থ্যাকর সাহেবের নিকটে কিম্বা শ্রীরামপুরের শ্রীযুত ফিলিক্স কেরি সাহেবের নিকটে আপন নাম পাঠাইবেক।

(২ জুন ১৮২১। ২১ জ্যৈষ্ঠ ১২২৮)

ইস্তাহার।—মুগ্ধবোধ কৌমুদী অথবা সংস্কৃত ব্যাকরণ ও গণ। গৌড় দেশীয় সাধু ভাষায় অর্থ। শ্রীবোপদেব গোস্বামির কৃত এতদ্দেশে প্রচররূপে চলিত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ ও তৎকৃত কবিকল্পদ্রুমনামক গণের পশ্চাৎ বক্ষ্যমাণ রীতিক্রমে এতদ্দেশীয় সাধুভাষায় গদ্যেতে দুই খণ্ডে অর্থ প্রকাশ করা গিয়াছে।...

কোন বিজ্ঞ ভদ্রলোক স্বপ্রয়োজনার্থে...মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের ও গণের গৌড়দেশীয় সাধু ভাষায় গদ্যেতে অর্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন তেঁহ স্বয়ং বা স্বার্থ এ পুস্তক ছাপা করিয়া প্রকাশকরণে অনিচ্ছুক কিন্তু পরোপকারার্থ ঐ পুস্তক আমাকে দিয়াছেন তাহা আমি বহু পরিশ্রমে শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ রামতর্কবাগীশ প্রভৃতির টীকানুসারে মূল ও ভাষার্থ শুদ্ধ এবং বাহুল্য করিয়া প্রস্তুত করিয়াছি ইহাতে গুরূপদেশ ব্যতিরিক্ত অনায়াসে সংস্কৃত পদ পদার্থ বোধ হইতে পারিবেক সংস্কৃত জ্ঞানেচ্ছুক ব্যক্তির মহোপকার হইবে।

পুস্তকের পরিমাণ ছোট আড়ার পুস্তকের ৫০০ পাচ শত পৃষ্ঠা হইবেক...প্রতি-পুস্তকের মূল্য ছাপার ব্যয়ানুসারে প্রথম খণ্ড ব্যাকরণ ৫ পাচ টাকা দ্বিতীয় খণ্ড গণ ১ এক টাকা সর্ব্বশুদ্ধ ৬ ছয় টাকা। ছাপার ব্যয়ের সংস্থান হইলে ছাপা করিতে উদ্যুক্ত হইতে পারি।...শ্রীকাশীনাথ শর্ম্মণঃ। কলিকাতা শিমুল্যা।

(৩০ জুন ১৮২১। ১৮ আষাঢ় ১২২৮)

নূতন পুস্তক।—এই বঙ্গভূমিতে যে চলিত ভাষা আছে তাহাতে সংস্কৃতানুযায়িনী অনেক তাহার বাক্যার্থ ও ভাষা পুস্তক ও শুদ্ধ লিখনাদি লিখিবার শক্তি স্বত্ব পত্র জ্ঞান ও ব্যাকরণ জ্ঞান ব্যতিরেকে হয় না তৎপ্রযুক্ত অনায়াসে বিনা ব্যাকরণে এই সকল জ্ঞান জন্মাইবার কারণ মোং কলিকাতার শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব বাঙ্গালা ভাষাতে ২৮৮ দুই শত অষ্টাশী পৃষ্ঠা অপূর্ব্ব এক কেতাব করিয়া ছাপা করিয়াছেন। তাহাতে প্রথম স্বর ব্যঞ্জন-প্রভৃতি বর্ণমালা পরে যুক্তাক্ষর ও দ্ব্যক্ষরযুক্ত ও ত্র্যক্ষরযুক্ত ও চতুরক্ষর যুক্ত ও যথাস্থানে

বর্ণোচ্চারণ ও হ্রস্ব ও দীর্ঘ ও প্লুত ও ইহার উদাহরণ ও স্বরযুক্ত হ্যক্ষরাদি শব্দ এবং পড়িবার পাঠ ও জাতি ভেদে মনুষ্যেরদের ভিন্ন২ উপাধি ও পদ্ধতি এবং মিত্র লাভ ও সুহৃদ্ভেদ ও বিগ্রহ ও সন্ধি এই চারি প্রকার রাজারদের উপায়। এবং অঙ্কসংখ্যা ও সাঙ্কেতিক শব্দ ও জকার ও যকার ও ণকার ও বকার ভেদ ও তিথি বারাদি ও মাস ও রাশি ও ঋতু ও ভূগোল ও সন্ধি ও শব্দ ও ষট্ কারক ও তিন কাল ও অক্ষরের মূল ও তদ্ধিত ও কৃদন্ত ও ধাতুপ্রভৃতি তাবৎ নির্ণয় আছে এবং কলিযুগের আরম্ভাবধি বর্ত্তমান কালপর্য্যন্ত দিল্লীতে যিনি২ সাম্রাজ্য করিয়াছেন তাঁহারদের স্থূল বিবরণ ও শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের এতদ্দেশে প্রথমাধিকারাবধি বর্ত্তমান পর্য্যন্ত যিনি যে সনে বড় সাহেবী পাইয়াছেন তাঁহারদের স্থূল বিবরণ আছে। এই গ্রন্থ তাবৎ দেখিলে পূর্ব্বোক্ত সকল বিষয়ে অনেক জ্ঞান জন্মে।

রাধাকান্ত দেবের এই 'বর্ণমালা ব্যাকরণ ইতিহাস' পুস্তকের এক খণ্ড বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাগারে আছে।

(১১ আগষ্ট ১৮২১। ২৮ শ্রাবণ ১২২৮)

ইস্তাহার।—হিন্দুলোকেরদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কর্ম্মের বিধি নিষেধসূচক ১০৮ শ্লোক কর্ম্মলোচন নামে সংস্কৃত গ্রন্থ ছিল তাহা সকলের বোধগম্য নহে একারণ শ্রীযুত কালিদাস সভাপতি তাহার ভাষা পয়ার করিয়া সংস্কৃত সমেত মোকাম শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে ছাপাইয়াছেন কেতাব প্রস্তুত হইয়াছে তাহার ছাপা খরচ কারণ প্রত্যেক কেতাবের মূল্য ॥০ আট আনা স্থির হইয়াছে যাহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আইলে পাইতে পারিবেন ইতি।

(২২ সেপ্টেম্বর ১৮২১। ৮ আশ্বিন ১২২৮)

নূতন পুস্তক।—মহাভাগবতোক্ত শিবনারদ সম্বাদযুক্ত ভগবতীগীতা নামক গ্রন্থ ছিল সংপ্রতি শ্রীযুত রামরত্ন ন্যায়পঞ্চানন তাহার প্রতিশ্লোকের ভাষা পয়ার করিয়াছেন এবং তাহার সংস্কৃত সমেত ভাষা পয়ার ছাপা হইয়া জেলদ বন্দ হইয়াছে। তাহাতে বৃষযুক্ত বৃষধ্বজ নারদ গোস্বামিকে যোগ কহিতেছেন এই ছবি। এবং মেনকার ক্রোড়দেশাবস্থিতা ভগবতী রাজা হিমালয়কে যোগ কহিতেছেন এই ছবিও আছে। তাহাতে উনসত্তরি পৃষ্ঠা।

(১৭ নবেম্বর ১৮২১। ৩ অগ্রহায়ণ ১২২৮)

চিকিৎসা গ্রন্থ।—নানা প্রকার ইংরাজী ও বাঙ্গালী গ্রন্থ ছাপাইয়া প্রকাশ হইয়াছে কিন্তু অনুমান করি যে ভাষাতে চিকিৎসা গ্রন্থ ছাপা হইয়া প্রায় প্রকাশ হয় নাই তাহাতে অনেক লোক অশাস্ত্র চিকিৎসা করিয়া থাকে এবং এক রোগে অন্য ঔষধি প্রয়োগ করায়

এইহেতুক সকল লোকের উপকারার্থ শ্রীযুত রাবট ডগলেস সাহেব ইংরাজী চিকিৎসা গ্রন্থহইতে ও আর২ গ্রন্থহইতে সংগ্রহ করিয়া বাঙ্গালী ভাষায় এক চিকিৎসাগ্রন্থ তর্জমা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন কোন২ দ্রব্যেতে কোন ঔষধি প্রস্তুত হয় এবং কোন ঔষধিতে কোন ব্যাধি নাশ করে এ সকল তাহার মধ্যে থাকিবেক এ গ্রন্থে অনেক লোকের উপকার হইবেক কিছু দিনের মধ্যে গ্রন্থ ছাপা আরম্ভ হইলে ইহার বিশেষ সমাচার দর্পণে অর্পণ করা যাইবেক।

(৬ এপ্রিল ১৮২২ । ২৫ চৈত্র ১২২৮)

স্ত্রীশিক্ষা ॥—এতদ্দেশীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাবিধায়ক এক গ্রন্থ [গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার রচিত] পূর্ব্ব২ প্রমাণ সহকারে মোকাম কলিকাতায় ছাপা হইয়াছে…।

(১৮ মে ১৮২২ । ৬ জ্যৈষ্ঠ ১২২৯)

নূতন পুস্তক ॥—মোকাম খড়দহের শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস বহুবিধ জ্ঞানাপন্ন বহুদর্শী জনদ্বারা নানাবিধ অভিধানের শব্দ সংগ্রহ করিয়া প্রাণকৃষ্ণ শব্দাম্বুধি নামে এক গ্রন্থ প্রস্তুত ও ছাপা করিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরদিগকে এবং জ্ঞানাপন্ন ভাগ্যবানেরদিগকে বিনা মূল্যে দিয়াছেন ইহাতে অনেক২ অভিধানের প্রমাণ আছে তাহাতে পণ্ডিতগণের অধিক উপকার হইবেক।

(২৪ আগষ্ট ১৮২২ । ৯ ভাদ্র ১২২৯)

ইস্তাহার।—বাঙ্গালায় ইংরেজী বিদ্যার্থি সকলের প্রয়োজনার্হ প্রসিদ্ধ জানসন ডিক্স্যানেরি। শ্রীযুত জন মেন্দিস সাহেবকর্তৃক ইংরেজী ও বাঙ্গলায় সংগৃহীত হইল এবং কএক দিবস ছাপা সমাপ্ত হইয়া শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় বিক্রয় হইতেছে। মূল্য ৮ টাকা।

(১৭ আগষ্ট ১৮২২ । ২ ভাদ্র ১২২৯)

নূতন পুস্তক।—মহামহোপাধ্যায় তত্ত্বজ্ঞাননিধান শ্রীযুত কৃষ্ণমিশ্রপ্রণীতাধ্যাত্ম্য-বিদ্যোদ্বোধ প্রবোধচন্দ্রোদয়নামক যে নাটক প্রসিদ্ধ আছে ঐ গ্রন্থ শ্রীকাশীনাথ তর্কপঞ্চানন শ্রীগদাধর ন্যায়রত্ন শ্রীরামকিঙ্কর শিরোমণি বঙ্গদেশীয় সাধুভাষাতে তর্জমা করিয়া প্রস্তুত করিয়াছেন ও তাহার নাম আত্মতত্ত্ব কৌমুদী রাখিয়াছেন ঐ গ্রন্থে ছয় অঙ্ক অর্থাৎ পরিচ্ছেদ তাহার প্রথমাঙ্কের নাম পাষণ্ডবিড়ম্বন চতুর্থাঙ্কের নাম বিবেকোদ্যোগ পঞ্চমাঙ্কের নাম বৈরাগ্যোৎপত্তি ষষ্ঠাঙ্কের নাম প্রবোধোৎপত্তি। গ্রন্থের পরিমাণ এক শত পৃষ্ঠ।

এবং গঙ্গামাহাত্ম্যনামে এক নূতন পুস্তক হইয়াছে, তাহাতে গঙ্গার রূপ ধ্যান সহিত

বর্ণনা ও গঙ্গাস্তবের অর্থ এবং পদ্মপুরাণোক্ত ভেক সর্পের উপাখ্যান ও রাজা সত্যধরের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত এবং রাজাসত্যধরের মোক্ষলাভ ইত্যাদি বিষয় আছে ঐ পুস্তক অতি সুকোমল গৌড়ীয় এবং সংস্কৃত ভাষায়।

(১৪ ডিসেম্বর ১৮২২। ৩০ অগ্রহায়ণ ১২২৯)

ইশতেহার।—শ্রীযুত লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার সকলকে জ্ঞাত করিতেছেন যে তিনি শ্রীশ্রীযুত গবর্ণর জেনেরাল বাহাদরের সম্মতিতে কালেজ কৌসিলের অনুমতিদ্বারা মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি গ্রন্থের তাৎপর্য্যার্থ সংকলন করিয়া তত্তৎ ঋষিবাক্যসম্বলিত সংস্কৃত পদ্য প্রবন্ধে এতদ্দেশীয় সমস্ত বিষয়ি লোকেরদের ব্যবস্থাজ্ঞানার্থে বাঙ্গলা ভাষায় সুললিত পয়ার বন্ধে এক পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছেন সেই গ্রন্থের ফল সমস্ত দায়ভাগের ব্যবস্থা ও নানাবিধ দাস দাসী নিরূপণ এবং পোষ্য পুত্রের প্রকরণ সে পুস্তকের শ্লোকসংখ্যা ৩০০ তিন শত এবং তাহার পয়ার ৫০০ পাঁচ শত এবং উত্তম অক্ষরে পাটনাই কাগজে ছাপা হইয়াছে তাহার মূল্য প্রতিপুস্তক ৩ তিন টাকা। অতএব যাহার লওনের ইচ্ছা হয় তিনি লালদিঘীর নিকটে কালেজের ঘরে কালেজের কেরাণি শ্রীযুত জগন্মোহন চট্টোপাধ্যায়ের নিকট লোক পাঠাইলে পাইবেন।

(১৭ জানুয়ারি ১৮২৪। ৫ মাঘ ১২৩০)

ইশতেহার।—সকলকে জ্ঞানান যাইতেছে যে বক্তিয়ার নামে ফারসীয়ান ইতিহাস পুস্তক যাহা এতদ্দেশে প্রকাশ আছে ঐ পুস্তক কোন লোককর্ত্তৃক ইংরেজী ভাষাতে তর্জমা করা গিয়াছে কিন্তু তাহার বাঙ্গালা হয় নাই এ নিমিত্তে এতদ্দেশীয় ইংরেজী বিদ্যার্থীরা ঐ পুস্তক সুন্দর মত বুঝিতে পারেন না। অনুমান করি যদি ঐ পুস্তক ইংরেজী বাঙ্গালাতে ছাপা হইয়া প্রকাশ হয় তবে অনেকের উপকার হইতে পারে। এই বিবেচনা করিয়া শহর শ্রীরামপুরনিবাসি শ্রীযুত ডি ডিক্রুশ সাহেব ঐ পুস্তক বাঙ্গালাতে তর্জমা করিয়া এক পৃষ্ঠ ইংরেজী ও এক পৃষ্ঠ বাঙ্গালা করিয়া উত্তম ইংরেজী কাগজে শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় ছাপাইবেন। পুস্তকের সংখ্যা অনুমান আড়াই শত পৃষ্ঠ হইবেক। এবং ছাপার ব্যয়ের কারণ প্রত্যেক পুস্তকের মূল্য চারি টাকা নিরূপণ করিয়াছেন। কিন্তু ছাপার ব্যয়োপযুক্ত অর্থ সংস্থান না হইলে ছাপা আরম্ভ করিতে পারেন না। এ কারণ সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যাহার ঐ পুস্তক লইবার বাসনা হয় তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় কিম্বা শ্রীরামপুরে ঐ সাহেবের নিকটে আপন নাম ও নিবাস সম্বলিত পত্র লিখিবেন। পুস্তক প্রস্তুত হইলে তাঁহারদিগের নিকট প্রেরণ করিয়া টাকা লওয়া যাইবেক।

(১৩ নভেম্বর ১৮২৪ । ২৯ কার্ত্তিক ১২৩১)

প্রাণতোষণী নামধেয় লতা।—খড়দহ নিবাসি শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস রাম তোষণ বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুণ্ডমালা মৎস্যসূক্ত মহিষমর্দ্দিনী মায়াতন্ত্র ও মাতৃকাভেদ মাতৃকোদয় ও মহানির্ব্বাণ মালিনীবিজয় মহানীলতন্ত্র ও মহাকাল সংহিতা ও মেরুতন্ত্র ও ভৈরবী ভূতডামর বীরভদ্র বীজচিন্তামণি একজটা নির্ব্বাণতন্ত্র ও তারারহস্য শ্যামারহস্য-ইত্যাদি তন্ত্র ও নারদপঞ্চরাত্র ও শ্রুতিস্মৃতি সংগ্রহাদি সংগ্রহ করিয়া প্রাণতোষণী নামধেয় লতা নামে এক গ্রন্থ বহুকালে বহু পরিশ্রমে বহু ব্যয়ে প্রস্তুত করিয়া ছাপা করিয়া সর্ব্বত্র তদভিজ্ঞ জনকে প্রদানপূর্ব্বক আপ্যায়িত করিয়াছেন যেহেতুক এক গ্রন্থে বহু কার্য্য সাধন হয় না এই গ্রন্থে প্রায় কোন কার্য্য সাধনাবশিষ্ট থাকে না।

(২২ জানুয়ারি ১৮২৫ । ১১ মাঘ ১২৩১)

শন ১৮২৪ শালে যেং কেতাব শহর কলিকাতার নানা ছাপাখানায় ছাপা হইয়াছে তাহার বিবরণ।

মোং কলুটোলায় চন্দ্রিকা যন্ত্রালয়ে পীতাম্বর মুখোপাধ্যায়কর্ত্তৃক কৃত পদ্ম পুরাণান্তর্গত ক্রিয়াযোগসারের ভাষা পয়ার।

এবং ঐ ছাপাখানাতে শ্রীরামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কারকর্ত্তৃক কৃত আনন্দ লহরীর সংস্কৃত সমেত ভাষা।

এবং মোং বহুবাজারে শ্রীলেবেণ্ডর সাহেবের ছাপাখানায় শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার কৃত মিতাক্ষরাদর্পণ নামক মিতাক্ষরা গ্রন্থের তর্জমা সংস্কৃত সমেত ভাষা।

এবং ঐ ছাপাখানাতে শ্রীলেবেণ্ডর সাহেবকর্ত্তৃক সংগ্রহীত জানসেন ডিকস্যানরীর ইংরাজী সমেত বাঙ্গালা।

মোং মীরজাপুরে সম্বাদতিমিরনাশক ছাপাখানায় শ্রীকৃষ্ণমোহন দাস কৃত জ্যোতিষ দিন কৌমুদী।

রতিমঞ্জরী	২
তর্পণ এবং শূদ্র ও ব্রাহ্মণের প্রণাম শিক্ষা বিবরণ।	১
পদাঙ্ক দূত।	১
পঞ্চাঙ্গ সুন্দরী	১
আনন্দলহরীর পয়ার	২
রাধিকা মঙ্গল	২

মোং শাঁখারি টোলায় মহেন্দ্রলাল ছাপাখানাতে

শ্রীশিবচন্দ্র ঘোষকৃত বত্রিশ সিংহাসন	১
শ্রীবদনচন্দ্র পালিতকৃত নারদসম্বাদ	১

মোং মীরজাপুরে মুন্সী হেদাতুল্লার ছাপাখানায়
শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়কৃত লে ডিক্সল নামে পারসী
ইংরাজী ও বাঙ্গালাতে এক কেতাব হয়। ১
মোং আড়পুলির ছাপাখানায় শ্রীবারাণসী আচার্য্য কর্তৃক ছাপাকৃত
কালীর সহস্র নাম ১
বিষ্ণুর সহস্র নাম ১
রাধিকার সহস্র নাম ১
হনুমচ্চরিত্র ও কাকচরিত্র ও চক্ষুরাদি
স্পন্দনের ফলাফলসূচক এক গ্রন্থ ১
এবং ঐ ব্যক্তিকৃত ভাষাতে জ্যোতিষের তর্জমা এক গ্রন্থ ১
এবং শ্রীমন্ত রায়কর্তৃক ছাপাকৃত
ভগবতীগীতা এবং তাহার ভাষা ১
এবং কলিকাতার বাহিরে মোং বহেড়াতে
শ্রীগঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যকৃত দ্রব্য গুণ ভাষা ১

শ্রীযুত লক্ষিনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার কর্তৃক মিতাক্ষরা গ্রন্থের ব্যবহারকাণ্ড সংস্কৃত সমেত ভাষাতে উত্তম কাগজে ছাপা হইয়াছে। তাহার পত্র সংখ্যা পাঁচ শত পাঁচ পৃষ্ঠ; এই গ্রন্থ বড় উপকারী তাহার মূল্য ষোল টাকা যাহার গ্রহণেচ্ছা হয় তিনি কলুটোলায় চন্দ্রিকা-যন্ত্রালয়ে গেলে পাইতে পারিবেন।

অন্য পণ্ডিতকর্তৃক মনু গ্রন্থেরও ভাষা হইয়াছে কিন্তু গ্রাহকের অভাবে ভাষাকর্ত্তা ছাপাইতে পারেন নাই। মনু গ্রন্থ ব্রাহ্মণের অবশ্যই গ্রাহ্য ইহাতে যে এদেশে গ্রাহকের অভাবে মনু ছাপা না হয় এ বড় খেদের বিষয়। যদি মনু জীবৎ থাকিতেন তবে তিনি ইহা শুনিলে কি বলিতেন।

গত এক বৎসরের মধ্যে এতদ্দেশে যত পুস্তক ছাপা হইয়াছে তাহার বিশেষ লিখিতে আমরা অতিশয় আনন্দিত হইলাম যেহেতুক এত পুস্তক ছাপা হইয়া সর্ব্বত্র লোকেরদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা ক্রমে লোকেরদের জ্ঞান ও সভ্যতা বৃদ্ধি হইবেক। যে লোকেরা পুস্তক পাঠের রসাস্বাদন করিবেন তাহারা বুঝি বিস্মরণ হইতে পারিবেন না ইহাতে ক্রমে২ ছাপাকর্ম্মের বাহুল্য ও লোকেরদের জ্ঞানোদয় হইবেক।

(১৮ জুন ১৮২৫। ৬ আষাঢ় ১২৩২)

জন্‌সনস ডিকসিয়ানারি।—শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন ডাক্তর জানসন সাহেবকৃত ইংরাজী ডেকসিয়ানরির তাবৎ শব্দের যথার্থ অর্থ বাঙ্গালা ভাষাতে তর্জমা করিয়া

শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে ছাপাইতেছেন। ঐ পুস্তকের দুই নম্বর অর্থাৎ প্রায় দুই শত পৃষ্ঠা প্রস্তুত হইয়া গ্রাহকেরদের নিকট প্রেরিত হইতেছে এবং ইহার পর এক এক নম্বর যেমন ছাপা হইবেক তেমন গ্রাহকেরদের নিকট প্রেরণ করা যাইবেক। ঐ পুস্তকের প্রত্যেক নম্বরের মূল্য ছয় টাকা নিরূপিত হইয়াছে…।

আমরা এতদ্বিষয়ে অবগত হইয়া লিখিতেছি যে ঐ গ্রন্থ উত্তম হইয়াছে যেহেতুক প্রত্যেক শব্দের বাহুল্যরূপে যথার্থ অর্থ হইয়াছে।

ডেকসিয়ানরি প্রস্তুত করা অপেক্ষায় সহিষ্ণুতার কর্ম্ম আর নাই পৃথিবীর মধ্যে নানা লোকেরা নানাবিষয়ে পরম সুখ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন কেহ২ এক মুদ্রার উপর অন্য মুদ্রা রাখিয়া রাশী করণে পরমসুখ জ্ঞান করেন কেহবা বৃক্ষ মূলে বসিয়া নূতন২ কাব্য পাঠ করিতে পরমসুখ জ্ঞান করেন কেহবা আপন জ্যেষ্ঠ সন্তানের প্রথম বাক্যেতে পরম সুখ জ্ঞান করেন কেহবা সমুদ্রতীরে বসিয়া তরঙ্গ দেখিতে পরমাপ্যায়িত হন আরো কেহ বালক্রীড়ার স্থান পুনর্দর্শনে পরমতুষ্ট হন কিন্তু ইহার কোন সুখ ডেকসিয়ানরি করার তুল্য সুখ নয়।

কিন্তু রহস্য ছাড়িয়া যথার্থ কহিতে হইলে ডেকসিয়ানরি প্রস্তুত করার তুল্য পরিশ্রম পৃথিবীর মধ্যে আর কোন কর্ম্মে নাই। ডেকসিয়ানরিকর্ত্তারা বিদ্যার মজুর তাঁহারা মাল মশালা প্রস্তুত করিয়া দেন অন্যেরা ঘর গাঁথে। যদি আমারদের কোন শত্রু থাকিত এবং তাহাকে কোন দণ্ড দেওয়া কর্ত্তব্য হইত তবে আমরা তাহাকে পোনর বৎসরপর্য্যন্ত কেবল ডেকসিয়ানরি প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত করিতাম। কিন্তু অন্য পক্ষে দৃষ্টি করিলে এইরূপ ডেকসিয়ানরি করাতে যত পরিশ্রম ততোধিক সংভ্রম। উত্তম কোষকর্ত্তারা সত্য অমর হন যত কালপর্য্যন্ত ভাষা থাকে ততকালপর্য্যন্ত তাঁহারা স্মরণীয় থাকেন।

(১৮ জুন ১৮২৫। ৬ আষাঢ় ১২৩২)

বাঙ্গালা ডেকসিয়ানরি।—আমরা অতিশয় আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে শহর শ্রীরামপুরনিবাসি শ্রীযুত ডাক্তর কেরি সাহেব পোনর বৎসরপর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়া যে বাঙ্গালা ও ইংরাজি ডেকসিয়ানরি প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা শহর শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় ছাপা হইয়া গত সপ্তাহে সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং গ্রাহকেরদের নিকট প্রেরিতও হইতেছে। এই পুস্তক তিন বালামে সংপূর্ণ হইয়াছে ইহার পত্রসংখ্যা কাটো পেজের অর্থাৎ বড় পৃষ্ঠার ২০৬০ দুই সহস্র ষষ্টি পৃষ্ঠা হইয়াছে এবং অতিক্ষুদ্র অক্ষরে ও উত্তম কাগজে ছাপা হইয়াছে। ইহার মূল্য চামড়া বাইণ্ড সমেত ১১০ একশত দশ টাকা নিরূপিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে যত শব্দ চলিত আছে সে তাবৎ শব্দ প্রায় ঐ অভিধানের মধ্যে পাওয়া যায়। প্রথম ইংরাজী অর্থের সহিত বোপদেবকৃত গণ আছে তৎপরে অকারাদিক্রমে তাবৎ শব্দ সংগৃহীত হইয়াছে।

(২৩ জুলাই ১৮২৫। ৯ শ্রাবণ ১২৩২)

সম্প্রতি প্রাচীন জ্যোতিষ যামল ও কেরলী ও স্বরোদয় ও সর্ব্বার্কচিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থের সারোদ্ধার পূর্ব্বক জ্যোতিষের ফল ঐক্যের নিমিত্তে শ্রীযুত বাবু নীলরত্ন হালদার মহাশয় এক গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন ঐ গ্রন্থ অতি আশ্চর্য্য ও অনেক লোকোপকারি হইয়াছে যেহেতুক এই সকল প্রাচীন গ্রন্থ ও তাহার সন্দর্ভ এদেশে প্রায় লুপ্ত হইয়াছিল।

(৬ আগষ্ট ১৮২৫। ২৩ শ্রাবণ ১২৩২)

শ্রীযুত ডাক্তর ব্রিটন সাহেব শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের চিকিৎসালয়ের নিমিত্ত ইংরাজী ও হিন্দি ও ফারিস্ ও আরব্বি ও সংস্কৃত এই পাঁচ ভাষাতে শরীরের তাবৎ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নাম তর্জমা করিয়া এক পুস্তকপ্রস্তুত করিয়াছেন এবং ঐ পুস্তক এক্ষণে কলিকাতার পাথরীয় ছাপাখানায় ছাপা হইতেছে।

(২০ আগষ্ট ১৮২৫। ৬ ভাদ্র ১২৩২)

শ্রীযুত বাবু নীলরত্ন হালদার মহাশয় বহুদর্শন নামে এক নূতন পুস্তক করিয়া শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে ছাপাইতে আরম্ভ করিয়াছেন সে পুস্তকদ্বারা মূর্খ লোকও সভাসৎ হইতে পারিবেক। যেহেতুক ইঙ্গরাজী ও বাঙ্গালা ও সংস্কৃত এবং পারসি ও লাটিনপ্রভৃতি নানা ভাষাতে নানা দৃষ্টান্ত এক স্থানে সংগ্রহ করিয়াছেন।

(৫ নভেম্বর ১৮২৫। ২১ কার্ত্তিক ১২৩২)

স্মৃতিশাস্ত্রের ভাষা।—সকলের উপকারার্থ শ্রীযুত কুমার কাশীকান্ত ঘোষাল মহাশয় আপন সভাপণ্ডিত শ্রীযুত নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার ও শ্রীযুত রামমোহন বিদ্যাভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরদিগকে লইয়া স্মৃতি শাস্ত্রের অষ্টবিংশতি তত্ত্বের পরিষ্কার বাঙ্গালা ভাষায় তর্জমা প্রস্তুত করিতেছেন প্রস্তুত হইলে কৌমুদী প্রকাশকেরদিগকে প্রদান করিবেন ও তাঁহারা তাহা ছাপাইয়া পৃথক২ গ্রন্থ করিয়া বিক্রয় করিবেন। এ পুস্তকে সকলেরি উপকার আছে যেহেতুক ধর্ম্মকর্ম্ম পূজা প্রায়শ্চিত্ত দায়ভাগপ্রভৃতি সকলি তদধীন হয় এবং কি কর্ম্মে নিষেধ ও কি কর্ম্মে বিধি তাহা তদ্ভিন্ন জানিবার সম্ভাবনা নাই। এ গ্রন্থ ছাপা করা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য বিবেচনা পুরঃসর তাহার মূল্য এক শত টাকা স্থির করিয়াছেন।—সং চং।

(১৪ জানুয়ারি ১৮২৬। ২ মাঘ ১২৩২)

ইংরাজী ১৮২৫ শালে শহর কলিকাতার ও শ্রীরামপুরের নানা ছাপাখানাতে যে২ গ্রন্থ ছাপা হইয়াছে কিম্বা ছাপা আরম্ভ হইয়াছে তাহার জায়।

মোং কলুটোলা চন্দ্রিকা আপীসে শ্রীশিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কর্তৃক রচিত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের ব্রহ্মখণ্ডের তাৎপর্য্য সূচক পুরাণবোধদ্দীপননামক ভাষা গ্রন্থ ছাপা হয়।

এবং শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায়রচিত নায়ক নায়িকাবিষয়ক দূতী বিলাসনামক গ্রন্থ ছাপা হয়।

এবং মাধবশর্ম্মকর্তৃক রচিত শ্রীভাগবতের দশমস্কন্ধের ভাষা বিবরণ ভাগবতসার নামে গ্রন্থ ছাপা হয়।

এবং বেতালকর্তৃক উক্ত পঞ্চবিংশতি ইতিহাসাত্মক বেতাল পঞ্চবিংশতি নামক গ্রন্থ দ্বিতীয়বার ছাপা হয়।

হরগোবিন্দ দত্তকৃত সাত্বক সভাপ্রদেশ প্রবন্ধ নামে ক্ষুদ্র গ্রন্থ ছাপা হইয়াছে।

মোং আড়পুলি। শ্রীহরচন্দ্র রায়ের প্রেসে।

বিদ্যাবর্ণনার্থ সুন্দর নির্ম্মিত চৌরপঞ্চাশিকা নামে পঞ্চাশ শ্লোকাত্মক গ্রন্থের ভাষায় অর্থ শ্রীকাশীনাথ সার্ব্বভৌমকৃত সংস্কৃত সমেত শ্রীনন্দকুমার দত্ত ছাপা করিয়াছেন।

এবং চাণক্যকৃত হিতোপদেশসূচক ১০৮ শ্লোক শ্রীরামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় তাহা ভাষা করিয়া সংস্কৃত সমেত ছাপাইয়াছেন।

এবং শৃঙ্গারতিলক নামে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ ভাষা করিয়া ঐ রামেশ্বর বন্দোপাধ্যায় ছাপান।

এবং মোহমুদ্গরনামে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ ভাষা করিয়া ঐ ব্যক্তি ছাপান।

এবং ভাষা সমেত দায়ভাগ ঐ ব্যক্তি ছাপান।

মোং বহুবাজার লেবেণ্ডর সাহেবের প্রেসে।

ব্যঙ্কটাধ্বরি নামধেয় মহাকবি প্রণীত বিশ্বরূপাদর্শনামক উত্তম গ্রন্থ তাহাতে নানা দেশের দোষ গুণবিষয়ক বিশ্বাবসু কৃশানু নামকোভয়ের উক্তি প্রত্যুক্তি নাগর অক্ষরে শ্রীরামস্বামী ছাপাইয়াছেন।

এবং সুপ্রীম কোর্টের পণ্ডিত শ্রীযুত রামজয় তর্কলঙ্কার রচিত দায়ভাগ সংগ্রহ ছাপা আরম্ভ হইয়াছে।

এবং জানসেন ডিকসিয়ানারী বাঙ্গালা সমেত ছাপা হইয়াছে।

মোং মৃজাপুর সম্বাদ তিমিরনাশক প্রেসে।

মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডী ভাষা করিয়া শ্রীযুত তারাচাঁদ ভট্টাচার্য্য ছাপা করিয়াছেন।

সাঁথারিটোলার বদন পালিতের প্রেসে।

নারদসম্বাদ ছাপা হইয়াছে।

শোভা বাজারের বিশ্বনাথ দেবের প্রেসে বত্রিশসিংহাসন ছাপা হয়।

মোং ইটালি শ্রীযুত পিয়র্শ সাহেবের ছাপাখানায় নীলের আইন ১ দফা।

মনোরঞ্জন ইতিহাস রিপ্রিণ্ট নাগর অক্ষর।

পাঠশালার রীতি কাশীর আদম সাহেবকৃত হিন্দীভাষা নাগর অক্ষর।

উপদেশ কথা ঐ সাহেবকৃত হিন্দী ভাষা নাগর অক্ষর।

ষ্টুয়ার্ট সাহেবকৃত বর্ণমালা রিপ্রিণ্ট।

তারিণীচরণ মিত্রকৃত গোলাধ্যায় পঞ্চম ভাগ কাএতী নাগরী।

কিট সাহেবকৃত ব্যাকরণ।

সমশুল আখবার প্রেসে।

জহুরি অর্থাৎ দেশের বিবরণ ও বাদশাহী বিবরণ ইত্যাদি।

তৌকিয়াত কিসরা এবং মরফিয়ৎ ও জবা অর্থাৎ জ্ঞানোপদেশের কথা।

দস্তরল্‌এন্‌সা অর্থাৎ পত্রাদি লিখনের ধারা।

এআর মহম্মদ অর্থাৎ শ্লাখৎ।

এই সকল কেতাব প্রাচীন কিন্তু এই বৎসর ছাপা হইয়াছে অতএব ইহাতে যে২ বিষয় তাহা লিখা গেল।

কালেজ প্রেসে।

ব্যাকরণ আরম্ভ হইয়াছে।

শ্রীরামপুরের শ্রীযুত নীলমণি হালদারের ছাপাখানায়।

কবিতারত্নাকর নামে গ্রন্থ ছাপা হয়।

জ্যোতিষ হইতেছে।

শ্রীরামপুরের মিশন ছাপাখানায়।

ভাষা ব্যাকরণ হইতেছে।

ভারতবর্ষের ইতিহাস হইয়াছে।

ভাষা অভিধান হইতেছে।

পারসী ও বাঙ্গালা আইন হইতেছে।

(১১ ফেব্রুয়ারি ১৮২৬। ১ ফাল্গুন ১২৩২)

বিজ্ঞাপন।—সর্ব্ব গুণগ্রাহক মহাশয়েরদিগের প্রতি নিবেদনপূর্ব্বক জ্ঞাত করা যাইতেছে যে বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী সংস্কৃত গ্রন্থ এবং তদনুযায়ি ভাষা বিরচিত পদ্য শ্রীযুত রাধামোহন সেনকৃত কলিকাতার শোভাবাজারের রাজবাটীর শ্রীবিশ্বনাথ দেবের ছাপাখানায় মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে তাহাতে বৈষ্ণব শৈব শাক্ত হরিহরাদ্বৈত বাদী নৈয়ায়িক মীমাংসক বৈদান্তিক পৌরাণিক আলঙ্কারিক সাংখ্য পাতঞ্জলিকপ্রভৃতির সভায় আগমন এবং ব্রহ্ম নিরূপণার্থে তাঁহারদিগের বিচার এবং তাহার মীমাংসা ইত্যাদি আছে যদ্যপি মহাশয়েরদিগের প্রয়োজন হয় তবে ঐ রাজবাটীতে কিম্বা ঐ ছাপাখানায় অথবা সমাচার চন্দ্রিকাযন্ত্রালয়ে লোক প্রেরণ করিলে পাইবেন প্রত্যেক গ্রন্থের মূল্য ২ দুই টাকা নিরূপিত হইয়াছে।—সং চং [সমাচার চন্দ্রিকা]

এই সংস্করণের 'বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী'র এক খণ্ড আমি রাজা রাধাকান্ত দেবের গ্রন্থাগারে দেখিয়াছি। ২২ বৎসর পরে (১২৫৪ সাল ১১ আশ্বিন) ইহা পুনর্মুদ্রিত হয়; তাহারও এক খণ্ড ঐ গ্রন্থাগারে আছে।

১৮৩২ সনের প্রারম্ভে কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর 'বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী'র ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। ইংরেজী অনুবাদ ছাড়া ইহাতে মূল শ্লোকগুলি দেবনাগরী অক্ষরে দেওয়া আছে। ১৮৩৪ সনে এই ইংরেজী অনুবাদের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

পরলোকগত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (১৩৩৭ সন, ৩য় সংখ্যা) বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী-রচয়িতা চিরঞ্জীব শর্ম্মার জীবনী লিখিয়াছেন। পরবর্ত্তী সংখ্যা 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় আমার লিখিত "চিরঞ্জীব শর্ম্মা" নামক আলোচনাও দ্রষ্টব্য।

(১৭ মার্চ্চ ১৮২৭। ৫ চৈত্র ১২৩৩)

বিজ্ঞাপন।—সকলকে জ্ঞাত করাইতেছি যে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতনামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ছাপাইতে প্রবৃত্ত হইতেছি তাহার কারণ এই যে তদ্‌গ্রন্থ পাঠে হরিভক্তি ও দেহশুদ্ধি ও বুদ্ধি নির্ম্মলা হইয়া থাকে এতৎপ্রযুক্ত অনেকে তদ্‌গ্রন্থ গ্রহণে আকাঙ্ক্ষিত আছেন কিন্তু লেখনীদ্বারা লিখিত পুস্তকের অল্পতাহেতুক তদ্‌গ্রন্থ লওনে ইচ্ছুক হইলেও অপ্রাপ্তি নিমিত্তে মানস পূর্ণ হইতে পারে না মুদ্রাঙ্কিত হইলে অপ্রাপ্তি জন্য দুঃখ দূর হইতে পারিবেক অতএব তাহাতে উদ্যোগী হইয়াছি গ্রন্থের পরিমাণ ৮৬৮ পৃষ্ঠা হইবেক একারণ মুদ্রাঙ্কিত করণে ব্যয়াধিক্য ভয়ে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইতে না পারিয়া পূতচিত্ত ব্যক্তিরদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি যাহাতে মুদ্রাঙ্কিত হইতে পারে পুস্তকের মূল্য ১০ দশ টাকা স্থির করিয়াছি যাহারদিগের তৎপুস্তকে প্রয়োজন হইবেক তাহারা কৃপা পূর্ব্বক চন্দ্রিকা যন্ত্রালয়ে কিম্বা কলুটোলায় আমার বাটীতে সংবাদ পাঠাইবেন নাম ও ধাম জ্ঞাত হইলে অনুষ্ঠানপত্র নিকটে পাঠাইব তাহাতে ধাম-সম্বলিত নামাঙ্কিত করিয়া দিবেন গ্রন্থ তুলাত কাগজে উত্তমাক্ষরে ছাপাইব প্রস্তুত হইলে গ্রন্থ প্রেরণ করিয়া ঐ নিরূপিত মূল্য লওয়া যাইবেক ইতি। তারিখ ৩ চৈত্র।—শ্রীবেণীমাধব দত্ত। কলিকাতা আমড়াতলার গলি।

(৮ জুলাই ১৮২৬। ২৫ আষাঢ় ১২৩৩)

গ্রন্থ প্রকাশ।—বাঙ্গাল হরকরানামক প্রসিদ্ধ ইংরাজি সমাচার পত্রদ্বারা অবগত হওয়া গেল যে শ্রীযুত দেওয়ান রামমোহন রায় মহাশয় যিনি আপন নৈপুণ্য ও সৌজন্য-দ্বারা সর্ব্বত্র ধন্যা২ রূপে বিখ্যাত হইয়াছেন তিনি সংপ্রতি বাঙ্গলা ভাষা সুন্দররূপ শিক্ষার কারণ বিস্তর তর্কানুতর্কদ্বারা নির্য্যাস করিয়া ভাষাতে এক ব্যাকরণ রচনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।—সং কৌং [সম্বাদ কৌমুদী]

রামমোহন রায়ের বাংলা গ্রন্থাবলীতে প্রকাশ—"রামমোহন রায় ইউরোপীয়দিগের বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার সাহায্যার্থ ইংরেজী ভাষায় বাঙ্গলার এক ব্যাকরণ প্রস্তুত করেন। ১৮২৬ খৃঃ অব্দে তাহা মুদ্রিত

হয়। পরে তিনি সেই ব্যাকরণের আদর্শে বাঙ্গালা ভাষায় উহার এক ব্যাকরণ [গৌড়ীয় ব্যাকরণ] রচনা করেন। তাহা এক প্রকার উপরোক্ত ইংরাজী ব্যাকরণের অনুবাদ বলিলেও চলে।" (পৃ. ৮১১)

(১২ আগষ্ট ১৮২৬। ২৯ শ্রাবণ ১২৩৩)

প্রাচীন পদ্যাবলি॥—চাতকাষ্টক ও ভ্রমরাষ্টক পঞ্চরত্ন ও নবরত্ন ও বানরাষ্টক ও বানর্য্যষ্টক এই ছয় প্রকার প্রাচীন সংগ্রহ অর্থাৎ প্রথমে অশেষ শ্লেষঘটিত চাতকের উক্তি মেঘের প্রতি এবং দ্বিতীয়ে ভ্রমর ও পদ্মিনী ও কেতুকীপ্রভৃতির উক্তি প্রত্যুক্তি এবং তৃতীয়ে রাজা বিক্রমাদিত্যের সভাসদ বিশারদ পঞ্চরত্নের সারোদ্ধার নীতি শিক্ষা ও চতুর্থে ঐ মহাতেজা রাজার হিতোপদেশ এবং পঞ্চমে ও ষষ্ঠে ঐ রাজসমীপস্থিত দেবরাজ প্রেরিত বানরী ও বানরাক্বত দেবতা বিশেষের প্রশ্নোত্তরচ্ছলে ও বিবিধ কৌশলে রাজনীতি-ইত্যাদির মূল শ্লোক ও তদীয়ার্থ পয়ার ছন্দে সাধু ভাষায় প্রকাশ পূর্ব্বক শ্রীরামপুরে রত্নাকর যন্ত্রালয়ে শ্রীযুত শ্রীরামতর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্যকর্তৃক রচিত ও মুদ্রিত হইয়াছে।

(১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮২৭। ৭ ফাল্গুন ১২৩৩)

শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস মহাশয় বহু বিজ্ঞ পণ্ডিত নিকটে রাখিয়া প্রাণকৃষ্ণ ক্রিয়াম্বুধি ও শব্দাম্বুধি ও প্রাণতোষণী ও ভস্মকৌমুদীনামক গ্রন্থচতুষ্টয় ক্রমে স্বব্যয়ে মুদ্রাঙ্কিত করিয়া পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছিলেন সংপ্রতি বাবুজী মহাশয় যে এক প্রাণকৃষ্ণৌ-ষধাবলীনামক বৈদ্যক গ্রন্থ গৌড়ীয় সাধু ভাষায় রচিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে কিপর্য্যন্ত লোকোপকার হইয়াছে ও হইবেক তাহা সকলেই অনুভূত হইতেছেন ঐ গ্রন্থের পরিমাণ প্রায় ১৫০ এক শত পঞ্চাশ পৃষ্ঠা ঐ গ্রন্থে নানাবিধ মুষ্টিযোগ ও টোটকাপ্রভৃতি অনেক বিষয় লিখিত হইয়াছে আর ঐ গ্রন্থ বিনা মূল্যে বিতরণ করিতেছেন......।—সং চং

(১৫ আগষ্ট ১৮২৯। ৩২ শ্রাবণ ১২৩৬)

সদ্গুণ ও বীর্য্যের ইতিহাস।—গত ১ আগস্ত তারিখে সদ্গুণ ও বীর্য্যের ইতিহাসের প্রথম ভাগ শ্রীরামপুরে প্রকাশ হইয়াছে সেই পুস্তকের এক পৃষ্ঠে আসল ইঙ্গরেজী এবং তাহার সম্মুখ পৃষ্ঠে বাঙ্গলা তর্জমা আছে। তাহা চারি ভাগে সমাপ্ত হইবে প্রত্যেক ভাগের মূল্য ১ টাকা।

(১৫ আগষ্ট ১৮২৯। ৩২ শ্রাবণ ১২৩৬)

বিজ্ঞাপন।—চোরবাগাননিবাসি শ্রীযুত মথুরামোহন মিত্রকে প্রকাশ পত্রের দ্বারা আমরা সম্বাদ দিতেছি যে ১২৩৬ সালের গত ২৪ শ্রাবণ তারিখের তিমিরনাশকনামক সমাচারপত্রের দ্বারা অবগত হইলাম যে তিনি চন্দ্রকান্তনামক পুস্তক কোন ব্যক্তির

অনুমত্যনুসারে মুদ্রাঙ্কিত করিতে উদ্যোগ করিতেছেন অতএব তাঁহাকে জ্ঞাত করাইতেছি যে ঐ পুস্তক আমারদিগের দ্বারা রচনা হইয়া এবং অর্থব্যয়ের দ্বারা বিক্রয়ার্থে ছাপা হইয়াছে এক্ষণে তাহার ৯০০ নয় শত পুস্তক আমারদিগের নিকট প্রস্তুত আছে তাহা বিক্রয় হয় নাই যদ্যপি তিনি ঐ চন্দ্রকান্ত পুস্তক পুনর্ব্বার ছাপা করেন তবে আমারদিগের ঐ প্রস্তুত পুস্তকের বিক্রয়ের ক্ষতির নিশা তাঁহাকে করিতে হইবে এবং একের রচিত গ্রন্থ অন্য ব্যক্তি তাহার অনভিমতে ছাপা করিলে তদ্বিষয়ের যে আইন নিরূপণ আছে তদনুসারে উচিত ফলপ্রাপ্ত হইবেন জ্ঞাপনমিতি তারিখ ২৬ শ্রাবণ ১২৩৬ সাল। শ্রীদেবীচরণ পরামাণিক।

(২২ আগষ্ট ১৮২৯। ৭ ভাদ্র ১২৩৬)

বিজ্ঞাপন।—পাঠক মহাশয়েরা জ্ঞাত থাকিবেন এবং জ্ঞাত কারণ লিখিতেছি যে ৪০৬ সংখ্যার চন্দ্রিকাতে যাহা প্রকাশ হয়। চন্দ্রকান্তনামক গ্রন্থ তৃতীয়বার হইবার অস্তে কোন ব্যক্তি উত্তম কাগজ দিয়া নূতন হরপে উত্তম করিয়া ছাপাইতে উদ্যোগ করিয়াছেন তাহা কোন ব্যক্তির শৈর্য্যেদ্বারা অধৈর্য্য হইয়া আইন দর্শাইয়া স্বগুণপ্রকাশ করিয়াছেন যখন তিনি রিপ্রীন্ট বহীর অর্থাৎ তৃতীয় বারে আপনি ছাপিয়াছেন তখন তাঁহার আইন দরিয়াপ্ত গুপ্ত ছিল সে যাহা হউক এক্ষণে জ্ঞাত হইয়াছেন কিন্তু যে ব্যক্তির অনুমতিঅনুসারে ছাপিতে আরম্ভ করিতেছি তিনি ঐ আইন বিশেষরূপে জ্ঞাত আছেন এবং আছি পশ্চাৎ নিবারণোদ্যোগপত্র পাঠমাত্র চমৎকৃত হইলাম।···তিং নাং [সম্বাদ তিমিরনাশক]

(১২ সেপ্টেম্বর ১৮২৯। ২৮ ভাদ্র ১২৩৬)

সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা এবং ব্যবহার দর্পণনামক এক ক্ষুদ্র নূতন গ্রন্থ গত শ্রাবণ মাসে প্রকাশ পাইয়াছে ঐ গ্রন্থের পরিমাণ ২৪ পত্র তাহার প্রকাশকের নাম ব্যক্ত হয় নাই যাঁহার স্থানে পাওয়া যায় তাঁহার নাম ধাম ঐ গ্রন্থোপরি লিখিত আছে মাত্র যাহা হউক ক্রমে প্রকাশকও প্রকাশ হইবেন ঐ গ্রন্থ আমরা গত দিবস পাইয়াছি যদ্যপিও তাহার পূর্ব্বাপর পাঠ করিয়া বিবেচনা করিতে সাবকাশ কাল পাই নাই তথাপি তাহার অনুষ্ঠান ও ভূমিকাপাঠে আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি যেহেতুক অনুষ্ঠানপত্রের প্রথম কএক পংক্তি লেখেন যৎকালীন লোকের সভ্যতা ও ভব্যতার বৃদ্ধি হয় তৎকালীন সকলেই প্রায় বিদ্যাধ্যয়ন করিতে বাঞ্ছিত হয় তজ্জন্যার্থে নূতন পুস্তকাদির আবশ্যক হয়। ইংগ্লণ্ড ও ফ্রেঞ্চ এবং আর২ সর্ব্ব উপদ্বীপে নানাপ্রকার পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত হইয়া তত্তদ্দেশীয় লোকের বিবিধরূপে বিদ্যার এবং জ্ঞানের প্রাচূর্য্য হইয়াছে ইত্যাদি অনেক লিখেন তাহা আমরা ক্রমে২ চন্দ্রিকায় প্রকাশ করিতে বাঞ্ছা করিয়াছি এবং তদ্বিষয়ে আমারদিগের যাহা বক্তব্য তাহাও তাহার নিম্ন ভাগে লিখিব। সংপ্রতি ঐ অনুষ্ঠানপত্রের কএক পংক্তিতে বোধ হইল যে এতদ্দেশীয় লোক অসভ্য অভব্য ছিলেন এক্ষণে সভ্যতা ও ভব্যতার বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষী হইয়াছেন কিন্তু পুস্তকাভাবে হইতেছেন

না তজ্জন্য ঐ মহাশয় এই অভিনব পুস্তক প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং ইহার প্রথম খণ্ড প্রকাশ করিয়াছেন পরে আর২ হইবেক তাহাতে লোকের জ্ঞান জন্মিবেক এবং সর্ব্বজ্ঞ হইবেন। যাহা হউক সর্ব্বতত্ত্বদীপিকাপ্রকাশক মহাশয় ধন্য যেহেতুক এমত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন যাহা পূর্ব্বকালীন মহামুনি ঋষিবর এবং নানা কাব্যালঙ্কারাদি শাস্ত্রবক্তারা যাহাতে অক্ষম হইয়াছেন অর্থাৎ জ্ঞানী ও সর্ব্বজ্ঞ কোন ব্যক্তিকেই করিতে পারেন নাই তাহা যদ্যপি হইত তবে তাঁহারদিগের রচিত গ্রন্থ অনেক আছে এবং অনেকে পাঠ করিয়াছেন সে সকল লোকের সভ্যতা ও ভব্যতা দীপিকাপ্রকাশক দেখিতে না পাইয়া মহাদুঃখিত হইয়া ইংগ্লণ্ডাদি দেশের ব্যবহার ও রীতিপ্রভৃতি দর্শাইয়া এ দেশের লোককে জ্ঞানি করিবেন অতএব ইহার পর আত্মীয় উপকারক বিজ্ঞ গুণজ্ঞ আর কে আছেন। যদ্যপিও অন্য২ ব্যক্তিরা সংস্কৃত ভাষাহইতে ভাষা করিয়া নানাপ্রকার গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন এবং কএকটা সমাচারপত্র এতদ্দেশীয় ভাষায় আছে তাহা পাঠে কাহারও উপকার নাই কেননা তাঁহারা কেবল আপন লভ্যের নিমিত্তে করিতেছেন জ্ঞান জন্মে এমত কথা তাহাতে থাকে না ইনি এই গ্রন্থ কেবল এক টাকা মূল্যে দিবেন ইহাতে ইহার লাভের অংশ কিছুই দেখি না যেহেতুক ঐ ২৪ পত্র পুস্তকের মূল্য ২৪ টাকার ন্যূন নহে তাহা ১ টাকায় দিবেন কোন প্রকারে লোকের জ্ঞান জন্মে অতএব এক্ষণে এতদ্দেশের উপকারক যত আছেন বা ছিলেন সর্ব্বাপেক্ষা এই মহাশয় শ্রেষ্ঠ।

(২৬ সেপ্টেম্বর ১৮২৯। ১১ আশ্বিন ১২৩৬)

সর্ব্বতত্ত্বদীপিকার ভূমিকা।—আমারদিগের মধ্যে এইক্ষণে ভাষায় এমত কোন গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই যে তাহাতে নানাবিধ বৃত্তান্ত ও ভিন্ন২ দেশীয় লোকের ব্যবহার ও চরিত্রাদি অবগত হইতে পারা যায়। সংস্কৃতে যাহা আছে তাহা পড়িতে এবং তদর্থ বুঝিতে আমরা সমর্থ নহি যেহেতুক বিষয়ি লোকের মধ্যে সংস্কৃতজ্ঞ বড় দুই এক ব্যক্তি পাওয়া যায় এবং সংস্কৃতানভিজ্ঞবিষয়ি লোকেরদের কারণ ভাষাতে চণ্ডী ও গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী এবং বিদ্যাসুন্দরপ্রভৃতি গ্রন্থ যে আছে তাহাতেও আমারদের মনোগত বিষয় অর্থাৎ জ্ঞানোদয়ের নিমিত্তে কোন সদুপায় নাই এই নিমিত্তে অনেকেই আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

দীপিকাপ্রকাশক বুঝি এতদ্দেশীয় লোক না হইবেন কেননা আপনিই দক্ষিণ হস্তে করিয়া লিখিয়াছেন যে আমারদিগের মধ্যে ভাষায় কোন গ্রন্থ নাই এতদ্দেশীয় লোক হইলে অবশ্যই জ্ঞাত থাকিতেন যে মহাভারতের ১৮ পর্ব্ব ভাষায় কাশীদাসকৃত। রামায়ণ কৃত্তিবাস-কৃত। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের ভাষা দ্বিজমাধবরচিত। অপর কৃষ্ণমঙ্গল কালিকামঙ্গল চৈতন্যমঙ্গল জগন্নাথমঙ্গল মনসামঙ্গল অন্নদামঙ্গল যাহাতে দেশের সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল হয় এমত অনেক২ মঙ্গল আছে। অপর গোস্বামিরদিগের কৃত চৈতন্যভাগবত এবং চৈতন্য-চরিতামৃতপ্রভৃতি ভাষায় রচিত কতই গ্রন্থ আছে তাহার তাবৎ নাম ও স্থূল বিবরণ লিখিতে

হইলে সর্ব্বতত্ত্বদীপিকামতে এক শত গ্রন্থের অধিক হইতে পারে। অপর লেখেন সংস্কৃতে যাহা আছে তাহা বিষয়ি লোক বুঝিতে ও পড়িতে অক্ষম। উত্তর। এই নিমিত্ত ইদানীং এদেশের পরমোপকারক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহাশয়েরা শ্রীভগবদ্গীতা হিতোপদেশ যোগবাশিষ্ঠ আনন্দলহরী মার্কণ্ডেয়পুরাণ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণাদি নানা গ্রন্থ সংস্কৃত মূল রাখিয়া তদীয়ার্থ ভাষা করিয়া কত গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন তাহা আমরা সকল অদ্যাপি জ্ঞাত হইতে পারি নাই অধিকন্তু কেবল ভাষা আদিরস ও ভক্তিরসঘটিত এবং দিগ্‌দর্শনাদি কতপ্রকার গ্রন্থ ছাপা হইয়াছে তাহা কি সর্ব্বতত্ত্বদীপিকাপ্রকাশক দেখেন নাই কিম্বা দেখিয়া ও পাঠ করিয়া বুঝিলেন যে উক্ত গ্রন্থসকলে জ্ঞানোপযোগী কোন কথা নাই। এইহেতুক সে সকল গ্রন্থের নাম উল্লেখ না করিয়া কেবল চণ্ডী গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী বিদ্যাসুন্দরপ্রভৃতি গ্রন্থ যে আছে তাহাতে মনোগত বিষয় অর্থাৎ জ্ঞানোদয় নিমিত্ত কোন সদুপায় নাই লিখিয়াছেন। উত্তর। তিনি যদ্যপি ঐ গ্রন্থসকল পাঠ করিয়া থাকেন এবং তাহার অর্থসকল বোধ হইয়া থাকে এমত জানিতে পারি তবে তাহাতে আমারদিগের যাহা জিজ্ঞাস্য তাহা পশ্চাৎ ব্যক্ত করিব।···সং চং [সমাচার চন্দ্রিকা]

(৩ অক্টোবর ১৮২৯। ১৮ আশ্বিন ১২৩৬)

···অপর ৩০ ভাদ্রের চন্দ্রিকায় পুনরায় লিখেন যে দীপিকাকার লিখিয়াছেন যে আমারদের মধ্যে এক্ষণে ভাষাতে এমত কোন গ্রন্থ প্রকাশিত নাই যে তাহাতে নানাবিধ বৃত্তান্ত ও ভিন্ন২ দেশীয় লোকের ব্যবহার ও চরিত্রাদি অবগত হওয়া যায় এই রূপ লিখিয়া পরে লিখেন যে সংস্কৃতানভিজ্ঞ বিষয়ি লোকেরদের কারণ ভাষাতে চণ্ডী ও গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী এবং বিদ্যাসুন্দরপ্রভৃতি গ্রন্থ যে২ আছে তাহাতে জ্ঞানোদয়ের নিমিত্তে কোন সদুপায় নাই পূর্ব্বোক্ত কামনায় কোন কথা না কহিয়া অথবা তদর্থ প্রকৃতরূপে না বুঝিয়া শেষ কথার বিপরীতার্থে প্রমাণ দিয়া মনসামঙ্গলপ্রভৃতি অনেক গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু লাউসেনের পালা ও দূতীবিলাস ও নববাবুবিলাস এই কয়েকখানি গ্রন্থের নাম কেন লিখিতে বিস্মৃত হইয়াছেন হায়২ সোণা ফেলে অঞ্চলে গিরে এ বড় খেদের বিষয় যেহেতুক তাহাতে অনেক জ্ঞানোদয়ের সদুপায় ছিল চন্দ্রিকাকার যে২ জ্ঞানোদয় নিমিত্তে ভাষা পুস্তকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে ভিন্ন দেশীয় লোকেরদের চরিত্রাদি কোন কথা নাই ইহা চন্দ্রিকাকার বুঝি না দেখিয়া থাকিবেন দৃষ্টি করিলে এমত অসম্ভব কথা কেন লিখিবেন যদ্যপি কিঞ্চিৎ দ্বেষশূন্য হইয়া দীপিকা পাঠ করিতেন তবে তাহার এরূপ দোষ উল্লেখ করায় প্রয়োজন থাকিত না অলমিতিবিস্তরেণ। তিমিরনাশক পাঠকস্য।

ব্রিটিশ মিউজিয়মে 'সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা এবং ব্যবহারদর্পণ' পুস্তকের "১ম খণ্ড, মাহ শ্রাবণ ১২৩৬ সাল" ও "২ সংখ্যা—পৌষ ১২৩৬ সাল" আছে।

(৭ নভেম্বর ১৮২৯। ২৩ কার্ত্তিক ১২৩৬)

মহাভারত।—চন্দ্রিকাযন্ত্রালয়ে সংপ্রতি সংস্কৃত মহাভারত ছাপাকরণের আরম্ভ হইয়াছে প্রকাশক তাহার মূল্য ৬৪ টাকা স্থির করিয়াছেন এবং পুস্তকের বাহুল্যদৃষ্টে মূল্য অধিক বোধ হয় না তথাপি তাহা লওনে অনেকে অক্ষম হইবেন। সংস্কৃত পুস্তক যে প্রকারে লেখা যায় তদনুরূপে তাহা তুলাত কাগজের উপরে ছাপা হইবে সেই প্রকারকরণ শাস্ত্রসিদ্ধ বটে কিন্তু ব্যবহারানুপযোগী। কলিকাতায় অন্য এক যন্ত্রালয়ে ঐ মহাভারত দেবনাগর অক্ষরে হিন্দি ভাষায় শ্রীযুত কাশীর রাজার খরচে ছাপা হইতেছে।

(২১ নভেম্বর ১৮২৯। ৭ অগ্রহায়ণ ১২৩৬)

নূতন পুস্তক।—সংপ্রতি কলিকাতানগরে দক্ষিণ দেশজাত কাবেলি বেঙ্কাটরাম স্বামিনামক এক জনকর্তৃক ইঙ্গরেজী ভাষায় রচিত এক পুস্তক প্রকাশ হইয়াছে। তাহাতে দক্ষিণ দেশের কবিরদের তাবৎ বিবরণ লিখিত আছে। তাহাতে ১৭০ পৃষ্ঠা আছে এবং প্রত্যেক কেতাব দশ টাকা করিয়া বিক্রীত হইতেছে। সেই পুস্তক অদ্যাবধি আমারদের নিকটে আইসে নাই অতএব তাহার দোষাদোষ বিবেচনা করিতে পারি নাই।

পুস্তকের লিখিত কথার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য এই কথা প্রকাশ পাইয়াছে যে পূর্ব্বকালে স্ত্রী লোকেরা কেবল পাঠকরণে সুশিক্ষিত হইত তাহা নয় কিন্তু তাহারা সংস্কৃত ভাষায় এমত পুস্তক লিখিয়া গিয়াছে যে অদ্যাপিও বিজ্ঞ লোকেরদের মধ্যে তাহার প্রশংসা আছে। ঐ গ্রন্থকর্ত্তা বিশেষরূপে চারি ভগিনীর বিবরণ লিখিয়াছেন তাহারদের নাম অভয়া ও উপাগা ও মরিগা ও বাল্লী। উপাগা রজকীর গৃহে প্রতিপালিতা হয় তথাপি নীলীপাপাতাল নামে এক পুস্তক লিখিয়া গিয়াছে। মরিগা তাড়িবিক্রয়িণীর স্থানে বাল্যকালে শিক্ষা পাইয়া নানাবিধ বিষয়ে স্বকৃত কাব্যপ্রকাশ করিয়া গিয়াছে। অভয়া জ্যোতির্ব্বিদ্যা ও চিকিৎসাবিদ্যা ও ভূগোল বিদ্যার নানা গ্রন্থ প্রস্তুত করিল এই বিবরণের দ্বারা বোধ হয় যে স্ত্রীলোকেরদের সকল প্রকার বিদ্যা শিক্ষানিবারণের যে রীতি তাহা আধুনিক। বঙ্গভূমিস্থ সকলেই সুজ্ঞাত আছেন যে ইংগ্লণ্ডীয়েরা স্ত্রীলোকেরদিগের নিমিত্তে পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন কেহ২ এই হেতুতে তাহার আপত্তি করেন যে স্ত্রীলোকেরদিগকে শিক্ষাদেওন দেশের চলিত ব্যবহারের বিপরীত। কিন্তু পুস্তকে দৃষ্ট হইল যে পূর্ব্বকালে স্ত্রীলোকেরা সংস্কৃত ভাষা অভ্যাস করিতেন এবং তাঁহারা সেই ভাষায় অতিনিপুণা হইতেন অতএব আমারদের ভরসা এই যে স্ত্রীলোকেরদিগকে শিক্ষাদেওনের বিষয়ে যে ওজর হইয়াছে তাহা লুপ্ত হইবে এবং অল্প কালের মধ্যে এ দেশের লোকেরা যেমন আপন পুত্রেরদিগকে শিক্ষা দেওনে সুচেষ্টিত তেমন আপনার কন্যারদিগকে সুশিক্ষা দেওনের বিষয়ে সুযত্ন হইবেন। আমারদের স্থানে প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যের সংগ্রহের পুস্তকে বার জন স্ত্রীলোকের লেখনের চুম্বক আছে ইহার ন্যূন হইবে না। পুনশ্চ এক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে গবর্ণমেণ্টের

এক পুরাতন আইনে হুকুম আছে যে পিতৃহীন কন্যারদের সংসারাধ্যক্ষ তাহারদিগকে বিদ্যা শিক্ষা করাইবার নিমিত্তে উপযুক্ত গুরু রাখিবেন।

(১৯ ডিসেম্বর ১৮২৯। ৬ পৌষ ১২৩৬)

ভূপালকদম্ব।—সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে যুগান্তরে পৃথিবীস্থ প্রায় যাবদীয় রাজার বংশাবলী ও চরিত্র পুরাণ ইতিহাস বর্ণনদ্বারা প্রকাশ আছে কিন্তু ইদানীন্তন কলিযুগজাত বিশেষতঃ দিল্লীর সিংহাসনস্থ নানা জাতীয় রাজা যাঁহারা প্রায় সাগরান্ত রাজ্যে সাম্রাজ্য করিয়া নানাবিধ কীর্ত্তি করিয়াছেন সে সকল রাজার বংশাবলী বর্ণনপূর্ব্বক গৌড়ীয় ভাষায় পয়ারপ্রভৃতি নানাবিধছন্দে বিজ্ঞতম পরম পণ্ডিত অভয়াচরণ তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয় কর্ত্তৃক রচিত ভূপালকদম্বনামক এক গ্রন্থ প্রস্তুত আছে সেই গ্রন্থের স্থূল বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়া গুণিজন সমাজে প্রেরণ করিতেছি ইহাতেই বুঝিতে পারিবেন যে এ গ্রন্থ প্রকাশে কিপর্য্যন্ত উপকার হইতে পারে প্রথমতঃ ভূগোল শাস্ত্রোক্ত ঈশ্বরের আদ্য সৃষ্টি পত্তন কল্কিদেবের জন্ম ও তপস্যাদি বর্ণনপূর্ব্বক জম্বুদ্বীপের বিভাগ বিশেষতঃ ভারতবর্ষের দেশ ও পর্ব্বত নদীপ্রভৃতি তন্মধ্যে যে যে বংশে দিল্লীর সাম্রাজ্য হইয়াছিল তাহার বিশেষ২ নাম ও রাজ্যভোগের বৎসর সংখ্যা যুধিষ্ঠির রাজাদির জন্ম ও পরিক্ষিতের বংশের শেষপর্য্যন্ত সংখ্যা তথা গৌতমের বুদ্ধমতাবলম্বী হওয়া তদনন্তর দিল্লীতে যাবদীয় রাজা সম্রাট হন তাহার সংক্ষেপ নিরূপণ ও ইন্দ্রশাপে তৎপুত্র গন্ধর্ব্ব সেনের পৃথিবীতে আগমন ও তাঁহার ধাররাজার কন্যার সহিত বিবাহ এবং তদৌরসে ভর্ত্তৃহরি ও বিক্রমাদিত্যের জন্ম এবং মালবা দেশে রাজা ভর্ত্তৃহরির রাজ্যভোগানন্তর বৈরাগ্যপ্রাপ্তি পরে বিক্রমাদিত্যের রাজত্ব তাঁহার সাম্রাজ্য বিধান জন্য নানা দিগ্‌দেশীয় রাজার সঙ্গে যুদ্ধপ্রসঙ্গে কোচবেহারের রাজার চরিত্র ও তদ্দেশের বিস্তার ও তাঁহার সহিত বিক্রমাদিত্যের যুদ্ধে বিক্রমাদিত্যের জয় এবং বিক্রমাদিত্যের নাশে সমুদ্রপাল যোগী বিক্রমাদিত্যের পুত্র বিক্রমসেনের প্রাণহরণ করিয়া রাজা হন তদবধি তাঁহার চেলা গোবিন্দপাল সম্রাট হইলেন ও তাঁহার বংশ বিস্তার পরে আদিশূর বল্লালপ্রভৃতি পরে রাজপুত জাতি জীবন সিংহ ও পৃথুরাজার চরিত্র বিস্তার বর্ণন অনন্তর জবন জাতীয় সুলতান শাহাবুদ্দীন কোতবুদ্দীনপ্রভৃতি বাদশাহের বর্ণন পরে ইঙ্গরেজের এতদ্দেশে আমলকারণ যুদ্ধাদি তদধিকার বর্ণন এই স্থূল বৃত্তান্তের বাহুল্যরূপে রচনায় রচিত ঐ পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ বঙ্গদূত যন্ত্রালয়ে ছাপা হইতেছে মূল্য ৪ চারি তঙ্কামাত্র যে কেহ গ্রহণেচ্ছুক হন কলিকাতায় ঐ যন্ত্রালয়ে পত্র পাঠাইলে গ্রন্থ প্রস্তুত হইলে পাইতে পারিবেন। ইং ১৮২৯ সাল ১২ দিসেম্বর। শ্রীরাজনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়স্য।

(১৯ ডিসেম্বর ১৮২৯। ৬ পৌষ ১২৩৬)

ভর্ত্তৃহরি ত্রিশতক।—শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ নিখিল রাজনীতি রীতিবিৎ বিচক্ষণ ভূমণ্ডলস্থ মণ্ডলেশ্বর নিকরকরগ্রাহক বেতালাদি অষ্টসিদ্ধ যে রাজা বিক্রমাদিত্য তাঁহার বৈমাত্রেয়

বিখ্যাত বিক্রান্ত শান্ত দান্ত তেজস্বী যশস্বী দূরদর্শী মনস্বী সকল মনুষ্যেশ্বরাগ্রগণ্য শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ রাজা ভর্তৃহরি যিনি দিল্লীর সিংহাসনস্থ চক্রেশ্বর হইয়া পৃথিবীস্থ যাবদীয় ভূপাল শাসনপূর্ব্বক প্রজাবর্গের প্রতিপালন করিয়াছিলেন এবং সুরপতিপুত্র গন্ধর্ব্বসেনের ঔরসজাত পুত্র বিখ্যাত যিনি বয়োবসানে রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক তপোবন আশ্রয় করিয়া ঈশ্বরধ্যানে সমাধিপ্রাপ্ত তাঁহার স্বনাম খ্যাত স্বপ্রণীত নীতিশতক বৈরাগ্যশতক ও শৃঙ্গারশতক এতত্রিখণ্ডে শতত্রয় শ্লোকের গৌড়ীয় সাধু ভাষায় পয়ারছন্দে অর্থ সঙ্কলনপূর্ব্বক সংস্কৃত মূল সমভিব্যাহারে এক গ্রন্থ বঙ্গদূত যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত করা যাইতেছে ছাপার ব্যয়ের আনুকূল্যার্থে ২ দুই তঙ্কা মূল্য নিরূপিত হইয়াছে যে কেহ গ্রাহক হন বঙ্গদূত যন্ত্রালয়ে পত্র পাঠাইলে গ্রন্থ প্রস্তুত হইলে পাইতে পারিবেন। ইং ১৮২৯ সাল ১২ দিসেম্বর। শ্রীরামদাস ন্যায়পঞ্চাননস্য।

(২৬ ডিসেম্বর ১৮২৯। ১৩ পৌষ ১২৩৬)

শুড়োলিথোগ্রেফিক প্রেব। অর্থাৎ শুড়ায় পাতুরিয়া ছাপাখানা।—এই পাষাণযন্ত্রের অধ্যক্ষ তাহাতে নানাবিবিধ গ্রন্থ ও নানাপ্রকার প্রতিমূর্ত্তি অর্থাৎ ছবি ছাপা করিবেন সংপ্রতি তিন কর্ম্মারম্ভ হইয়াছে…।

অপূর্ব্ব এক যন্ত্র স্থির করিয়া লিখিয়াছেন যাহাতে ইঙ্গরেজী ১৬০০ সালঅবধি ১৯৯৯ সনপর্য্যন্ত ৩৯৯ বৎসরের দিবস স্থিরহইতে পারিবেক এই অপূর্ব্ব এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য ২ দুই টাকা মাত্র স্থির করিয়াছেন।

অপর চিত্রবিদ্যাবিষয়ক যাহা সর্ব্বজনগ্রাহ্য বিশেষতঃ এতদ্দেশে শ্রীশ্রী ৺প্রতিমার প্রতিমূর্ত্তি চিত্র করিতে ও গৃহে রাখিতে সকলেরি অভিলাষ হয় কিন্তু চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করিবার কোন উপায় এদেশে না থাকাতে অনেকের তাহাতে মনোযোগ নাই এবং পটুয়াআদি যাহারা জানে তাহারাও উত্তমরূপে পারে না এপ্রযুক্ত চিত্রবিদ্যা সর্ব্বজন শিক্ষার নিমিত্ত ইঙ্গরেজী উত্তম চিত্রাভিজ্ঞ সকলের মত গৌড়ীয় ভাষায় সঙ্কলন করিয়া ও চিত্র আদর্শ নিমিত্ত মনুষ্য ও পশ্বাদির ছবি ১৫ খান পরিমাণ বিশেষ করিয়া এক গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছে ঐ গ্রন্থ শুড়া পাষাণযন্ত্রে মুদ্রিত হইবেক তাহার মূল্য ৪ চারি টাকা স্থির করিয়াছেন।

এ দেশে অক্ষর লিখিবার তাহার কোন গ্রন্থ নাই এজন্য শুড়া পাষাণযন্ত্রাধ্যক্ষ অতিসুন্দর বড় অক্ষরে স্বর ও ব্যঞ্জন এবং যুক্তাক্ষর এবং বর্ণসকলের উচ্চারণের স্থান বিশেষ করিয়া অক্ষর লেখা শিক্ষাকরণোপযোগী এক গ্রন্থ পাষাণযন্ত্রে মুদ্রিত করিতে মনস্থ করিয়াছেন… ।—সং চং

(৩০ জানুয়ারি ১৮৩০। ১৮ মাঘ ১২৩৬)

গত বৎসরের প্রকাশিত পুস্তক।—আমরা অতিশয় সন্তোষপূর্ব্বক গতবৎসরে

কলিকাতার মধ্যে এতদ্দেশীয় ছাপাখানাতে যে সকল পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে তাহার যেপর্য্যন্ত সংখ্যা করিতে পারিয়াছি তাহা পাঠকবর্গের নিকট জ্ঞাপনার্থ প্রস্তাব করিতেছি।

এতদ্দেশীয় লোকের মধ্যে বিক্রয়ার্থে বাঙ্গালা পুস্তক মুদ্রিতকরণের প্রথমোদ্যোগ কেবল ১৬ বৎসরাবধি হইতেছে ইহা দেখিয়া আমারদের আশ্চর্য্য বোধ হয় যে এত অল্পকালের মধ্যে এতদ্দেশীয় লোকেরদের ছাপার কর্ম্মের এমত উন্নতি হইয়াছে। প্রথম যে পুস্তক মুদ্রিত হয় তাহার নাম অন্নদামঙ্গল শ্রীরামপুরের ছাপাখানার এক জন কর্ম্মকারক শ্রীযুত গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য তাহা বিক্রয়ার্থে প্রকাশ করেন। যে পুস্তকের ফর্দ্দ এক্ষণে আমরা প্রকাশ করিলাম সেই ফর্দ্দে দৃষ্ট হয় যে গতবৎসরে বাঙ্গলা ভাষায় ছোট বড় ৩৭ খান পুস্তক হয়। ইহার মধ্যে কএক খান পামৃপ্লেট অর্থাৎ অতি ক্ষুদ্র বটে তথাপি হিন্দুরদের মধ্যে পুস্তক গ্রহণকরণে যে এমত লালসা হইয়াছে যে তাহাতে বিক্রয়ার্থে এইরূপ পুস্তক মুদ্রিত করণে লোকেরদের সাহস জন্মিয়াছে এ অতিশয় আহ্লাদের বিষয়। ঐ২ পুস্তকের অধিকাংশ হিন্দুরদের ধর্ম্মসংক্রান্ত কিন্তু যদনুসারে এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিদ্যার চর্চ্চা হয় তদনুসারে বুঝি যে অন্য২ নানাবিধ বিদ্যাসম্পর্কীয় মুদ্রিত পুস্তকসকল আরো বিদ্যার্থি লোককর্ত্তৃক গৃহীত হইবেক এবং হিন্দু লোকেরদের মধ্যে অনেকেই বাঙ্গলা ভাষায় তরজমা করিয়া তাদৃশ পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করিতে উদ্যত হইবে ইহা অসম্ভব নহে।

আমরা ইতস্ততো নিরীক্ষণ করিয়া অবগত হইলাম যে পূর্ব্বাপেক্ষা এতদ্দেশীয় সম্বাদ কাগজের গ্রাহক গত বৎসরের মধ্যে দ্বিগুণ হইয়াছে। এবং তৎকাগজ প্রকাশক মহাশয়েরাও পূর্ব্বাপেক্ষা ক্রমশঃ দূর দূরদেশীয় সম্বাদ ঐ পত্রে প্রকাশ করিতেছেন ইহার কারণ আমরা এই বোধ করি যে লোকেরদের পূর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানের অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে ইহার পূর্ব্বে বারো বৎসরে যখন প্রথম সম্বাদ পত্র প্রকাশ হয় তখন আমারদের এই দর্পণগ্রাহকের মধ্যে অনেকেই তিরস্কার পূর্ব্বক আমারদিগকে লিখিতেন যে যে২ দেশের নামপর্য্যন্তও কখন আমারদের কর্ণগোচর হয় নাই তত্তদ্দেশীয় সম্বাদ তোমরা কি নিমিত্তে পত্রে প্রকাশ কর। কিন্তু এক্ষণে আমরা অতিআহ্লাদপূর্ব্বক দেখিতেছি যে কলিকাতানগরে এতদ্দেশীয় লোককর্ত্তৃক যে কাগজ মুদ্রিত হয় তাহাতে পৃথিবীর নানা দেশীয় সম্বাদ প্রকাশিত হইতেছে। ভিন্নদেশের যে সকল নানা ঘটনা বিশেষতঃ ইংগ্লণ্ডদেশে যে সকল ব্যাপার চলিতেছে তাহাতে এতদ্দেশীয় লোকেরদের অত্যন্ত শুশ্রূষা হইয়াছে। ইহার এক বিশেষ আশ্চর্য্য প্রমাণ অল্পকাল হইল আমারদের প্রত্যক্ষ হইয়াছে। বিশেষতঃ কলিকাতায় প্রকাশিত এক সম্বাদ পত্রের অনুষ্ঠানে ব্যক্ত হইল যে তৎপত্র সম্পাদক পৃথিবীর নানাদেশীয় সম্বাদ প্রকাশ করিবেন এবং তত্তদ্দেশের নাম বিশেষ করিয়া তৎকর্ত্তৃক লিখিত ছিল কিঞ্চিৎ কালানন্তর আমারদের সম্বাদ পত্র মফঃসলনিবাসি কোন গ্রাহকের এক লিপি পাওয়া গেল তাহাতে ইহা লিখিত ছিল যে পূর্ব্বোক্ত সম্বাদপত্রে যত দূরদেশীয় সম্বাদ ব্যক্ত থাকে তত্তদ্দেশীয় তত সম্বাদ দর্পণে অর্পণ না করিলে আমি দর্পণ ত্যাগ করিব।

শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যন্ত্রালয়ে
নীচে লিখিত পুস্তক প্রকাশ হইয়াছে।—

শঙ্করীগীতা। বায়ুব্রহ্ম। আসাম বুরঞ্জি। ভাগবতের একাংশ ছাপা হইতেছে।

শ্রীযুত রামকৃষ্ণ মল্লিকের যন্ত্রালয়ে মোং চোরবাগান

আদিপর্ব্ব। সভাপর্ব্ব। বিদ্যাসুন্দর। নিত্যকর্ম্ম। রসমঞ্জরী। পদাঙ্কদূত। মানসিংহোপাখ্যান। পঞ্জিকা।

শ্রীযুত মথুরানাথ মিত্রের যন্ত্রালয়ে।

সংসারসার। গঙ্গাভক্তি। বিষ্ণুর সহস্র নাম। অভয়ামঙ্গল। চন্দ্রকান্ত। রতিমঞ্জরী। ভাগবত। আদিরস। ভগবদ্গীতা। চাণক্য। নিত্যকর্ম্ম। বিদ্যাসুন্দর।

পীতাম্বর সেনের যন্ত্রালয়

ব্যবস্থার্ণব। নলদময়ন্তী। বিদ্যাসুন্দর। অন্নদামঙ্গল। চাণক্য। মহিম্ন। কর্ম্মবিপাক। নিত্যকর্ম্ম। বেতাল। চন্দ্রবংশ। পঞ্জিকা।

মহিন্দিলাল যন্ত্রালয়।

ইংরেজী ভাষায়

মরে সাহেবকৃত ইঙ্গরেজী স্পেলিং বুক। ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গলাতে সেল্ফগাইড। বকেবিলরী ও হিতোপদেশ সংগৃহীত। বাঙ্গলা ও ইঙ্গরেজী বকেবিলরি। মনোভি প্রভৃতি। পীর ও ডাক্তার। বিক্রয় পুস্তকের বিবরণ বহী। নূতন বাজারের কেতাবের বিবরণ বহী। লার্ড লিবরপুলের যৌবনকালের বিবরণ। ঐরলণ্ডীয়েরদের ইংগ্লণ্ডদেশে আগমন। মিমায়ের অফ মিস ফেনউইক্। কালিডসকোপ মাগজিন নং ১৫ পর্য্যন্ত। কাটিকিজম। চার্চ কাটিকিজম।

(২০ মার্চ ১৮৩০। ৮ চৈত্র ১২৩৬)

এক্ষণে প্রকাশ হইয়াছে।—বাঙ্গলা ভাষার কাব্য অর্থাৎ রামায়ণের আদ্যকাণ্ড কৃত্তিবাসপণ্ডিতকর্তৃক বাঙ্গলা ভাষায় তরজমা করা এবং উত্তম পণ্ডিতকর্তৃক সংশোধিত। মূল্য ৩ টাকা।

সাময়িক পত্র

(২৬ সেপ্টেম্বর ১৮১৮। ১১ আশ্বিন ১২২৫)

কলিকাতার নূতন খবরের কাগজ।—এই সপ্তাহের মধ্যে মোং কলিকাতায় এক নূতন খবরের কাগজ উপস্থিত হইয়াছে সে প্রতিসপ্তাহে দুইবার ছাপা হইবেক এবং যাহারা বরোবর ঐ কাগজ লইবেন তাহারা মাস২ ছয় টাকা করিয়া দিবেন এবং যাহারা বরোবর না লইবেন তাঁহারা যে মাসে লইবেন সে মাসের কারণ আট টাকা লাগিবেক।

এখানে জেম্‌স্‌ সিল্ক বাকিংহাম-সম্পাদিত 'ক্যালকাটা জর্ণাল' পত্রের কথা বলা হইয়াছে। এই ইংরেজী কাগজখানির অনুষ্ঠানপত্র (prospectus) ১৮১৮ সনের সেপ্টেম্বর মাসে, এবং প্রথম সংখ্যা ২রা অক্টোবর প্রকাশিত হয়। 'ক্যালকাটা জর্ণাল' প্রথমে দ্বিসপ্তাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়া অল্পদিন পরে বারত্রয়িক এবং শেষে প্রাত্যহিক পত্রে পরিণত হয়।

(২২ ডিসেম্বর ১৮২১। ৯ পৌষ ১২২৮)

সম্বাদ কৌমুদী।—এই মাসে সম্বাদ কৌমুদী নামে এক বাঙ্গালি সমাচার পত্র মোং কলিকাতাতে প্রকাশ হইয়াছে এবং তাহার তিন সংখ্যা পর্য্যন্ত ছাপা হইয়াছে…।

(২৩ মার্চ ১৮২২। ১১ চৈত্র ১২২৮)

ইস্তাহার।—কলিকাতার কলুটোলা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সকল বিজ্ঞ সদ্বিবেচক মহাশয়েরদিগকে বিজ্ঞাপন করিতেছেন যে তিনি সম্বাদ কৌমুদী নামক সমাচার পত্র ১ প্রথমাবধি ১৩ সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশ করিয়াছেন সম্প্রতি সমাচার চন্দ্রিকানামক এক পত্র প্রকাশ করিতেছেন তাহাতে নানাদিদেশীয় বিবিধ সমাচার অনায়াসে জানা যায়। প্রথম পত্র ২৩ ফালগুণ মঙ্গলবার প্রকাশ করিয়াছেন ২ দ্বিতীয় পত্র সোমবার প্রকাশিত হইয়াছে এবং পরেও প্রতিসোমবারে প্রকাশিত হইবে। এই পত্রগ্রাহক মহাশয়েরদিগের প্রতিমাসে ১ টাকা মূল্য দিতে হইবে।

(১৪ জুন ১৮২৩। ১ আষাঢ় ১২৩০)

নবীন সম্বাদপত্র।—শুনা গেল যে কলিকাতার চোরবাগাননিবাসি শ্রীযুত মথুরা-মোহন মিত্র পার্শী ও উর্দু ভাষাতে এক সম্বাদের পত্র সৃষ্টি করিয়াছেন সে পত্রের নাম সমসুল আখবার ঐ পত্র প্রতিসপ্তাহে প্রকাশ হইবেক। তাহার ১ প্রথম সংখ্যা ১৮ জৈষ্ঠ শুক্রবার প্রকাশ হইয়াছে…।

(২৯ নভেম্বর ১৮২৩। ১৫ অগ্রহায়ণ ১২৩০)

সুসম্বাদ।—একনবতিসংখ্যক চন্দ্রিকালোকে আলোকিত হইল যে সম্বাদ তিমিরনাশক নামে এক অভিনব সম্বাদপত্র প্রকাশ হইয়াছে…।

(১৩ ডিসেম্বর ১৮২৩। ২৯ অগ্রহায়ণ ১২৩০)

ওরিএন্টেল মেরকিউরি নামে এক ইংরেজী সমাচার পত্র প্রকাশ হইতেছে সে কাগজ ১৮ সংখ্যাপর্য্যন্ত প্রকাশ হইয়াছে…।

(৬ মে ১৮২৬। ২৫ বৈশাখ ১২৩৩)

ইশ্‌তেহার।…গবর্নর জেনরল বাহাদুর সর্ব্বলোক হিতার্থে পারসি ভাষাতে এই সমাচার দর্পণের তর্জমা করিয়া প্রকাশ করিতে অনুজ্ঞা করিয়াছেন। এবং আমরা অদ্যাবধি

আখবারে শ্রীরামপুর নামে পারসী কাগজ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলাম।...ইহার মূল্য দর্পণের মূল্যানুসারে মাসে এক টাকা ও ডাকমাশুলের চতুর্থাংশ লওয়া যাইবেক।...

(১৭ জুন ১৮২৬। ৪ আষাঢ় ১২৩৩)

নাগরির সমাচার পত্র।—সংপ্রতি এই কলিকাতা নগরের মধ্যে উদন্তমার্ত্তণ্ডনামক এক নাগরির নূতন সমাচার পত্র প্রকাশিত হইয়াছে...।

(১৫ ডিসেম্বর ১৮২৭। ১ পৌষ ১২৩৪)

উদন্ত মার্ত্তণ্ড।—আমরা অবগত হইলাম যে এই অত্যুত্তম সমাচারপত্র গ্রাহকের অপ্রতুলেতে কালপ্রাপ্ত হইয়াছে।

ছাপার হরফে ইহাই প্রথম হিন্দী সংবাদপত্র।

(৫ জুলাই ১৮২৮। ২৩ আষাঢ় ১২৩৫)

মরণ।—আমরা অতিশয় খেদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে ১৪ আষাঢ় বৃহস্পতিবার রাত্রি চারি ঘণ্টার সময় আমারদের আফীসের এক জন পণ্ডিত তারিণীচরণ শিরোমণি ক্ষয়রোগে পরলোকগত হইয়াছেন। তাঁহার বয়ঃক্রম অনুমান ৩২ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার মরণে অনেকেই শোকার্ণবে নিমগ্ন হইয়াছেন যেহেতুক তিনি এমত মিষ্টভাষী ও সম্বক্তা ছিলেন যে তাঁহার সহিত কোন অপরিচিত লোক সাক্ষাৎ করিতে আগমন করিলে তাঁহার বাক্যেতে অমৃতাভিষিক্ত হইয়া গমন করিত এবং তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সাহিত্যাদি শাস্ত্রে অতিশয় ব্যুৎপন্ন এবং ইঙ্গরেজী ও হিন্দী ও বাঙ্গলা ও নানাদেশীয় ভাষা ও লিপিতে বিদ্বান ছিলেন। এবং তাঁহার পরোপকারিতা সুশীলতা গুণ অতিশয় ছিল। গত চারি বৎসরের মধ্যে আমারদের সমাচার দর্পণ কি ছাপাখানার অন্য২ পুস্তকে যে সকল শব্দ বিন্যাসের রীতি ও ব্যঙ্গোক্তি দ্বারা লিখনের পারিপাট্য তাহা কেবল তৎকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। বিশেষতঃ বালককালাবধি এই কর্ম্মে নিযুক্ত হওয়াতে তর্জমাকরণে শীঘ্রকারী এবং ছাপাখানার অন্য২ কর্ম্মে অত্যন্ত পারক হইয়াছিলেন।

(২৩ মে ১৮২৯। ১১ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৬)

নূতন সমাচার প্রকাশ।—মোং বাঁশতলার গলির মধ্যে হিন্দু হরল্ড অর্থাৎ বঙ্গদূত প্রেস নামক এক নূতন ইংরেজী বাঙ্গলা ও পারসী এবং নাগরী সমাচার গত রবিবারাবধি প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে ইহার সম্পাদক শ্রীযুত আর এম মার্টিন সাহেব ও শ্রীযুত দেওয়ান রামমোহন রায় ও শ্রীযুত দেওয়ান দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত দেওয়ান প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ সিংহ ও শ্রীযুত বাবু রাধানাথ মিত্র এই কএকজনে একত্র হইয়াছেন এই কাগজ প্রতিরবিবারে প্রকাশ হইতেছে...।

এই যুগের বাংলা সাময়িক পত্রের বিস্তৃত ইতিহাস সম্বন্ধে 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় (১৩৩৮ সন, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা) প্রকাশিত আমার লিখিত "দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

(৭ জুলাই ১৮২৭। ২৪ আষাঢ় ১২৩৪)

নূতন সমাচার পত্র।—গত ৪ জুলাই অবধি অরিএনটেল রিকার্ডরনামক এক নূতন সম্বাদপত্র প্রকাশ হইতেছে কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে দুই বার প্রকাশিত হইবে ইহার মাসিক মূল্য গ্রাহকেরদিগের নিমিত্ত এক টাকা স্থির হইয়াছে।—সং কৌং [সম্বাদ কৌমুদী]

(২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০। ১০ ফাল্গুন ১২৩৬)

নূতন সম্বাদপত্র।—সংপ্রতি প্রার্থিননামক ইঙ্গরেজী ভাষায় রচিত এক নূতন সম্বাদপত্র ইণ্ডিয়া গেজেট যন্ত্রালয় হইতে প্রকাশ হইয়াছে তাহা সময়ে২ মুদ্রিত হইবে অনুমান প্রতি সপ্তাহে একবার। তৎ সম্পাদক ও লেখক সকলি হিন্দুলোক। তাহার প্রথম সংখ্যার কাগজে যে কএক প্রকরণ লিখিত আছে তাহা অতিসদ্ভাবযুক্ত রচিত এবং তাহাতে তল্লেখকের ইঙ্গরেজী পুস্তকের অতিশয় চর্চ্চার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দৃষ্ট হইতেছে।

(৬ মার্চ্চ ১৮৩০। ২৪ ফাল্গুন ১২৩৬)

পার্থিনন।—যে পার্থিনন সম্বাদ কাগজ ইংগ্লণ্ডীয় ভাষায় এতদ্দেশীয় কএক জন অতিবিজ্ঞ বিচক্ষণ যুবা মহাশয়েরদেরকর্ত্তৃক আরব্ধ হইয়াছিল তাহা এইক্ষণে স্থগিত হইয়াছে ইহা শুনিয়া আমরা অত্যন্ত খেদিত হইলাম।

(১৩ মার্চ্চ ১৮৩০। ১ চৈত্র ১২৩৬)

প্রার্থিননামক সমাচারপত্রের উত্থান ও পতন।—প্রার্থননামক ইঙ্গরেজী ভাষায় এক সমাচারপত্র সংপ্রতি প্রকাশ হইয়াছিল তাহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশ হইলে পাঠকবর্গের গোচরার্থ গত ১২ ফালগুণ চন্দ্রিকায় আলোক করা গিয়াছে ঐ কাগজে তৎপ্রকাশকের নাম প্রকাশ হয় নাই কিন্তু কএক জন হিন্দু বালক যাঁহারা উত্তমরূপে ইঙ্গরেজী বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়াছেন তাঁহারদিগের দ্বারা প্রস্তুত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে এমত জ্ঞাত হওয়া গিয়াছিল অপর সেই কাগজে এতদ্দেশীয়দিগের আরাধনা আচার বিচার ব্যবহারাদি বিষয়ে দোষোল্লাসকরণে তৎ প্রকাশকদিগের অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়া ছিল কিন্তু ধর্ম্মের প্রভাবে বালকের বালকত্ব প্রকাশ হইতে পারিল না কেননা বালকেরা প্রায় সর্ব্বদাই কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় পিতা পিতামহাদি প্রতিপালক বা শিক্ষকের বিজ্ঞাপ্তি হইলে অবশ্যই তৎ কর্ম্মে নিবারিত ও তাড়িত হয় প্রার্থননপত্রের বিষয়ে তাহাই হইয়াছে অর্থাৎ আমরা শুনিলাম ধর্ম্মসভাজনিত ভয়ে ভীত হইয়া বালকেরা ঐ কাগজ করিতে নিরস্ত হইয়াছে ইহাতে প্রার্থননের যেমন উত্থান অমনি পতন হইল।—সং চং [সমাচার চন্দ্রিকা]

সমাজ

নৈতিক অবস্থা

(১২ ডিসেম্বর ১৮১৮ । ২৮ অগ্রহায়ণ ১২২৫)

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়।— ...উলানিবাসী মুক্তারাম মুখোপাধ্যায় নামে এক মহাকুলীন সদ্বক্তা ছিলেন তাহার সহিত মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় সর্ব্বদা বয়স্যতা করিতেন ও তাহাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিতেন। এক দিন ঐ মুখোপাধ্যায় মহারাজকে ভোজন করিতে আপন বাটীতে নিমন্ত্রণ করিলেন ও চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয়রূপ চতুর্ব্বিধ ভোজনীয় সামগ্রী প্রস্তুত করিলেন। মহারাজ ভোজনার্থে বসিয়াছেন মুখোপাধ্যায় সম্মুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া আছেন মহারাজ অনেক ব্যঞ্জন দেখিয়া কৌতুক করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে হে মুখোপাধ্যায় কোন ব্যঞ্জন অগ্রে খাইলে ভাল হয়। মুখোপাধ্যায় উত্তর করিলেন যে মহারাজ বেগুণ পোড়া অগ্রে খাইলে পোড়া মুখে যাহা খাইবেন তাহাই ভাল লাগিবেক। এই কটু অথচ সদুত্তর শুনিয়া মহারাজ সন্তুষ্ট হইলেন। এই রূপ অনেক২ কথা আছে।

(২৬ মে ১৮২১ । ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১২২৮)

চৈতন্য মঙ্গল গান শ্রবণের ফল অতিসুমধুর কথা।—কোন স্থানে চৈতন্যমঙ্গল গান হইতেছিল সেই স্থানে নিমন্ত্রিত হইয়া অনেক লোক শ্রবণ করিতে গিয়াছিল বিশেষতঃ স্ত্রী লোক অধিক। ইতোমধ্যে গায়ক আপন গুণ প্রকাশ অনেক করিতে লাগিল এবং অঙ্গভঙ্গী ও কটাক্ষ নৃত্য অনেক দেখাইল। তাহাতে কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির স্ত্রী অতিগুণগ্রাহিকা ও গুণবতী ঐ সকল দেখিয়া মুগ্ধা হইয়া আপন পুত্রের হস্তে গায়ককে পেলা দিবার নিমিত্ত আটটা টাকা দিলেন। সে বিশ বৎসরের বালক বাবু গায়ককে পেলা দিলে গায়ক আপন নায়ককর্ত্তৃক যে পুষ্পমালা প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা বাবুর গলে দোলায়মান করিলেক এবং কানে২ কি কহিয়া দিলেক। পরে ঐ শিশু প্রামাণিক বাবু ঐ মালা গলে দিয়া তাহার জননীর নিকটে যাইবামাত্র গুণবতী ঐ মালা সন্তানের গলহইতে আপন গলে দোলায়মান করত রূপ ঐশ্বর্য্য মাৎসর্য্য প্রকাশ করিতে লাগিল। পরে কোন সুরসিকা বিধবা স্ত্রী তিনিও মহাধনাঢ্য লোকের স্ত্রী তিনি বিবেচনা করিলেন যে আমি সদ্বে এই মালার পাত্রী অন্য কেহ নহে ইহাতে ঐ গুণবতীকে কহিলেক যে আমাকে মালা দেহ। গুণবতী উত্তর করিলেক যে কারণ কি। সুরসিকা কহিতে লাগিল যে বিবেচনা কর যদি ধনের সংখ্যা করিস তবে ধনাঢ্য বলিয়া আমার স্বামির নাম খ্যাত ছিল রাঢ়ে বঙ্গে কে না জানে যদি সৌন্দর্য্য বিবেচনা করিস তবে আমার রূপ দেখ এবং এই সভার স্ত্রী পুরুষ সকলে

দেখিতেছে আর ঐ গায়ককেও জিজ্ঞাসা কর যদি ভাবিস যে তুই সধবা অনেক অলঙ্কার গায়ে দিয়াছিস্ আমার গলে যে মুক্তার মালা ও হস্তে যে হীরার আঙ্গুঠী আছে তোর সকল অলঙ্কারের মূল্য ইহার একের তুল্য হইবেক না যদি বয়সের গরিমা করিস তবে দেখ তোর বয়স পঁয়ত্রিশ বৎসরের অধিক নহে আমার বয়স চল্লিশ বৎসর হইয়াছে যদি সন্তানের অভিমান করিস তোর চারি পুত্র বিনা নহে আমার পাঁচ পুত্র ও পৌত্র ও দৌহিত্র হইয়াছে। পরে গুণবতী কহিলেক যে গায়ক ঠাকুর এ মালা আমাকে দিয়াছেন আমার পুত্রের কানে২ কহিয়াছেন এবং আট টাকা পেলা দিয়াছি চক্ষুখাগী তাহা কি দেখিস নাই। পরে সুরসিকা কহিলেক তুই আট টাকা পেলা বই দিস নাই আমি বিলাতি ধুতি ঢাকাই একলাই চেলির জোড় সোনার হার বাজু দিয়াছি আর আমার সঙ্গে অনেক কালের জানা শুনা। এই প্রকার কথোপকথনদ্বারা বড় গোল হইলে গানভঙ্গ হইল শেষে দুই জনে মারামারি করিয়া ঐ মালা ছিঁড়িয়া ফেলিলেক। সে উভয়ের সোনার অঙ্গে হায় কত নখাঘাতে ক্ষত হইয়া অঙ্গ ভঙ্গ শরীর চূর্ণ ও রক্তপাত হইল যত লোক বাহিরে ছিল ঐ রাক্ষসীরদের মায়া দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিল। শেষে দুই জনে প্রতিজ্ঞা করিলেক যে ভাল দেখা যাইবেক গায়ককে কে কত টাকা দিতে পারে আর গায়ক ঠাকুরকে আপন বাটীতে লইয়া যাইতে পারে।

ইহাতে লেখক কহে উচিত হয় বলা সকলের মুখে ছাই দিয়া কে বাঞ্ছা পুরাইতে পারে—দেখ সমাচার দর্পণ কর্ত্তা মহাশয় চৈতন্যমঙ্গল গায়কের ফল আর শ্রোতার ফল বিবেচনা করিবেন এবং প্রকাশ হইলে অনেক মহাশয় বিবেচনা করিতে পারেন। অতএব—শুনিয়া দরিদ্র দ্বিজ গান শিখ ত্বরা করি। সোনায় মণ্ডিবে ভুজ পাবে সুখসিন্ধু তরি।

কোনহ বিচক্ষণ ব্যক্তি এই কথা সমাচার দর্পণে বিন্যাস করিতে প্রচ্ছন্নরূপে পাঠাইয়াছেন অতএব তাহা করা গেল।

(১৫ সেপ্টেম্বর ১৮২১। ১ আশ্বিন ১২২৮)

প্রেরিত পত্র।—নীচের লিখিত কএক ধারা এ প্রদেশীয় কতকগুলি লোকের আছে ইহাতে তাঁহারদিগের মন্দ হইতেছে এবং অনেক দীন দুঃখী ও বড় মানুষের বালকেরাও শিখিতেছে। আমি মনে করি যে আপনি নিজ দর্পণে অর্পণ করিলে কুপথহইতে সুপথে গমন করিবেক।

এ প্রদেশীয় কতকগুলি বিশিষ্টাহশিষ্ট সন্তানেরদের অন্তঃকরণে সর্ব্বদাই অভিমান আছে যে আমি কিম্বা আমরা বিশিষ্ট লোক অমুক ইতর লোক এই অভিমানে সর্ব্বদাই মুগ্ধ থাকেন কিন্তু ব্যবহারে এবং বাক্যে কিছুই ইতর বিশেষ হয় না মনে করি তাঁহারা বুঝি ইতর ও বিশিষ্টের অর্থ বুঝেন না জাতি বিবেচনা করেন কিন্তু তাঁহারদের উচিত হয় যে ব্যবহার

ও বাক্য ও বিদ্যা বিবেচনা করেন যদি জাত্যংশে বড় হও তাহার পূর্ব্বের রীতি মনে কর আর যদি না জান কাহাকেও জিজ্ঞাসা কর বড় জাতি ও বড় কুলীন ও গোষ্ঠীপতি কি নিমিত্ত হইয়াছিল সে সকল কেবল রাজদত্ত মর্য্যাদা কেবল ব্যবহার দেখিয়া রাজা দিয়াছিলেন অতএব এক্ষণকার ব্যবহার কি প্রকার তাহা একবার মনে কর না শুধু অভিমান। আমি কতক ব্যবস্থার স্মরণ করাই।

১॥ বিশিষ্ট লোকের সন্তান বটেন পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে পিতা পিতামহপর্য্যন্ত নাম বলিতে পারেন পরে পিতৃ পক্ষ মাতৃ পক্ষের বংশাবলি আর কিছুই আইসে না তাহাতে অপ্রতিভ না হইয়া জিজ্ঞাসকের উপরে রাগাশক্ত হইয়া কহেন আমি কি ঘটক।

২॥ সুপুরুষ হইতে মহাসাধ মনে ভাবেন বড় মানুষের ঘরে জন্মিয়াছি যদি সৌন্দর্য্য না দেখাই তবে লোকে ছোট লোক কহিবেক ইহাতে করিয়া স্বর্ণ মুক্তা হীরা প্রভৃতির অভরণ অর্থাৎ দোনরি তেনরি পাঁচনরি হার বাজুবন্দ উপলক্ষে ইষ্ট কবচ গোট চাবির শিকলি ইত্যাদি গহনা। ও কালাপেড়ে রাঙ্গাপেড়ো শালপেড়ো কাঁকড়াপেড়ো লিখক কহে ইচ্ছা হয় ছাই পেড়ো ধুতি পরিধান করেন এ সকল স্ত্রী লোকে ব্যবহার করিয়া থাকে ইহাতে তোমাকে সুন্দর কোন প্রকারে দেখা যায় না ও বড় লোক কহা যায় না বরং ছোট লোক বিলক্ষণ সাবুদ হয় আর ঐ নটবর বেশ বিন্যাস দেখিলে বোধ হয় না যে কোন সভায় কিম্বা সাহেব লোকের দরবার যাইতেছেন স্পষ্ট বুঝা যায় যে বেশ্যালয়ে গমন হইতেছে।

৩॥ বাক্য বিন্যাস যেখানে বলিতে হইবেক অমুক বড় কৌতুক করিয়াছে সেখানে কহেন বা কি হদ্দ মজা করিয়াছে নিয়ে যাও তাহার স্থানে লিএজা চুচুঁড়া চুঁড়া ফারাশডাঙ্গা ফড্ডাঙ্গা কামড়িয়াছে কেমড়েছে টাকার নাম ট্যাকা মুখের নাম ব্যাৎ করো নাম কড়ো। পরিহাস বাক্য আইস শাশুড়ে বৌও ইত্যাদি বাক্য যিনি অনেক কহিতে পারেন তিনি সুবক্তা যাহাকে ঐ পরিহাস করে তাহারি বা কত মনোবিনোদ হয় তিনি তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া সর্ব্বত্র কহেন অমুকের পুত্র বড় সুজন বক্তা সকলকে লইয়া আমোদ করেন।

৪। বিদ্যা গোটা কতক বিলাতী অক্ষর লিখিতে শিখেন আর ইংরেজী কথা প্রায় দুই তিন শত শিখেন নোটের নাম লোট বডিগার্ডের নাম বেনিগারদ লৌরি সাহেবকে বলেন নৌরি সাহেব এই প্রকার ইংরেজী শিখিয়া সর্ব্বদাই হুট গোটেহেল ডোনকের ইত্যাদি বাক্য ব্যবহার করা আছে আর বাঙ্গলাভাষা প্রায় বলেন না এবং বাঙ্গালি পত্রও লিখেন না সকলকেই ইংরেজী চিঠি লিখেন তাহার অর্থ তাঁহারাই বুঝেন কোন বিদ্বান্ বাঙ্গালি কিম্বা সাহেব লোকের সাধ্য নহে যে সে চিঠী বুঝিতে পারেন। সে সকল চিঠীর নকল আগামিতে পাঠাইব তাহা দেখিলে বিদ্যার বিষয় আমাকে বড় পরিচয় দিতে হইবেক না।

অতএব বলি অভিমান ত্যাগ করিয়া বিদ্যোপার্জ্জন কর তাহাতেই ভাল ব্যবহার হইবেক ও ভাল বাক্য কহিতে পারিবা তখন লোকের নিকট আমি বিশিষ্ট লোক আমি বড় লোকের সন্তান বলিতে হইবেক না অনায়াসে লোকে বুঝিতে পারিবেক।

(১৬ মার্চ ১৮২২ । ৪ চৈত্র ১২২৮)

প্রেরিত পত্র ॥—সমচার দর্পণ প্রকাশক মহাশয়ের প্রতি নিবেদন আমি যে পত্র পাঠাইতেছি যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক দর্পণে অর্পণ করেন তবে অনেক বিশিষ্ট সন্তানেরদের উপকার হয় ইহাতে যে ব্যত্যয় থাকে তাহা সারিয়া দিবেন।

এই কলিকাতা মহানগরে অনেক২ ভাগ্যবান লোকেরা পুরুষানুক্রমে পুণ্য কর্ম্মানুষ্ঠান বিদ্যাভ্যাস দেবতা ব্রাহ্মণ সেবা ইষ্টপূজা প্রভৃতি সৎকর্ম্মে নিয়ত কালক্ষেপণ করিতেছেন। কিন্তু এঁহারদিগের কাহারো২ যুবা সন্তানেরা কুজন সহবাসে পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মে প্রায় বিরত হইয়া নিন্দিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছেন যেহেতুক কুশীল লোকেরা বিদ্যা ও ধন রহিত আপন ক্ষমতায় উদর পালন হয় না ইহাতে বয়ঃক্রীড়া কিরূপে চলে কেবল অনায়াসসাধ্য চুল কাটা পইতা মোটা লম্বা কাছা উড়ে কোঁচা করিয়া লম্পটাভিমানী হয় তাহারা ইষ্টসিদ্ধির কারণ এক২ বাবুর সহিত বয়স্যতার আলাপদ্বারা সর্ব্বদা সহবাস করিয়া প্রীতি জন্মায় সুতরাং আহারাদি চিন্তা দূর হয়। বাবুরাও ঐ অসদালাপদ্বারা ক্রমে২ ঐ পথবর্ত্তী হন। যেহেতুক সংসর্গজাদোষগুণাভবন্তি ইত্যাদি।

যে২ বাবু এই পথবর্ত্তী হন তাঁহারা ঐ সকল লোকেরদের মধ্যে অতিশয় সুখ্যাত হন। যে বাবু আপন পূর্ব্ব পুরুষের ধারা পালন করেন তাঁহার অখ্যাতির সীমা নাই। কহে যে অদ্যাপি চুলকাটা পইতা মোটা লম্বা কাছা উড়েকোঁচা হইল না অমুক বাবু কোন কালে মনুষ্য হইবেন। অতএব শিষ্ট সন্তানেরা এরূপ চলনে শিষ্ট মধ্যে গণনীয় না হইয়া নিন্দনীয় মধ্যে গণিত হন এ বড় দুঃখের বিষয়। ভাগ্যবান লোকেরদিগর উচিত যে আপন২ বালকের-দিগকে শাসিত করেন যে কুসংসর্গ ত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গ সদালাপ করেন।

(৩ আগষ্ট ১৮২২ । ২০ শ্রাবণ ১২২৯)

প্রেরিত পত্র ।—সমাচার দর্পণপ্রকাশক মহাশয়েষু।

আপনকার সমাচার দর্পণ অনেক ভাগ্যবান লোকে পাঠ করিয়া থাকেন ও নানা দেশে গিয়া থাকে অতএব এতদ্দেশের এক ব্যবহার দেখিয়া প্রকাশ করিতেছি আপনার দর্পণে অনুগ্রহপূর্ব্বক অর্পণ করিলে আমি পরমোপকৃত হই। এতদ্দেশীয় ভাগ্যবান হিন্দু ও মুসলমান লোকেরা পাকা বাটী করিতে আরম্ভ করেন কিন্তু তাহার শেষ করেন না অর্থাৎ কোন২ স্থানে চুনকাম হয় না কোন স্থানে বা কতক প্রস্তুত হইয়াছে ও কতক অপ্রস্তুত ও ভগ্ন হইয়া যাইতেছে ও কোন স্থান কেবল ভিতরে বালির কর্ম্ম করে ও বাহিরে তাহাও হয় না এবং কোন২ স্থানে বাটী প্রস্তুত হইয়াছে কিন্তু বাহিরে ভারার বাঁস দেওয়ালের গায়ে অমনি লাগান আছে। ইহাতে বাটীর অসৌন্দর্য্য ও দর্শনে মন্দ ও দর্শকেরদের অসন্তোষ ও গৃহকর্ত্তার ক্ষতি হয়। অতএব ইহার কারণ কিছু বুঝিতে না পারাতে প্রশ্ন করিতেছি যদি কেহ ইহার কারণ লিখিয়া পাঠান তবে বাধিত হইব ইতি।

(২৪ আগষ্ট ১৮২২। ৯ ভাদ্র ১২২৯)

আশ্চর্য্য বিবাহ॥—জেলা নদীয়ার মোতালক নাঁকোমথনপুর গ্রামে শ্রীরামরাম চক্রবর্ত্তী নামে এক ব্রাহ্মণ থাকেন তাঁহারা দুই সহোদর জ্যেষ্ঠের বয়ঃক্রম ৪৫ কনিষ্ঠের ৪০ বৎসর এতাবৎ কাল কেবল কার্ত্তিক ব্রতে যাপন করেন কিন্তু বিব্রতপ্রযুক্ত ঐ ব্রত উদ্যাপন করিতে পারেন না তাহাতে সর্ব্বদা মনোদুঃখী ও সর্ব্বত্র যাতায়াত করেন কোন ক্রমে কোথাও বিবাহ সঙ্গতি হয় না তাহারা নিজে বংশজ তাহারদের সংসারে ১২।১৪ বর্ষীয় দুইটী ভাগিনেয় মাত্র আছে। এবং অনির্বৃতি ব্যতিরিক্ত অন্য কন্যা না থাকাতে পরিবর্ত্তও সম্ভবে না। পরে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কোন মহাপ্রতারকের মন্ত্রণা প্রাপ্ত হইয়া মোকাম শ্যামনগরের এক ব্রাহ্মণের সহিত পরিবর্ত্ত সম্বন্ধ স্থির করিয়া সেখানে প্রকৃত কন্যা দেখিয়া তুষ্ট হইলেন কিন্তু যখন শ্যামনগরের বরকর্ত্তা এখানকার কন্যা দেখিতে আইলেন তখন রামরাম চক্রবর্ত্তী প্রতিবাসীর এক বিবাহিতা কন্যা দেখাইলেন। অনন্তর লগ্ন স্থির হইল এবং ঐ লগ্নানুসারে উভয় পক্ষ পরস্পর কন্যাকর্ত্তার বাটীতে বিবাহার্থে উপস্থিত হইয়া রামরাম চক্রবর্ত্তী যথার্থরূপে বিবাহ করিলেন। কিন্তু চক্রবর্ত্তীর বাটীতে তাহার এক ভাগিনেয়কে কল্পিত কন্যা বেশ করিয়া রাখিয়াছিল শ্যামনগরের বর আসিয়া কন্যাকর্ত্তার বাটীর ছাদনাতলায় উপস্থিত হইলে ঐ কন্যাকে সভাতে আনিল। বরযাত্রেরা ঐ পুরুষকন্যা দেখিয়া পরস্পর কানাকানি করিতে লাগিল যে ভাই বিবাহ করিবে তো এমনি বিবাহ করিবেক দিব্য কন্যা উপযুক্তা বটে যা হউক অমুকের ভাগ্য ভাল। বরও কোনক্রমে ঐ কন্যা দর্শন করিয়া কত মনোরাজ্য ভোগ করিতে লাগিলেন কিন্তু সংপ্রদানের পরে বাসর ঘরে সহবাসে সে সকল বিপরীত হইল। আর কি করিবেক অতি প্রত্যূষে তাবৎ বরযাত্র শ্যামনগরে গিয়া ঐ চক্রবর্ত্তিকে নানাপ্রকার প্রহার করিয়া কেবল প্রাণাবশেষ করিল এবং যে কন্যা তাহাকে বিবাহ দিয়াছিল তাহাকে পাঠাইয়া দিল না।

(২২ জানুয়ারি ১৮২৫। ১১ মাঘ ১২৩১)

বালকের ইংরাজী পোষাক।—শ্রীযুত চন্দ্রিকাকর মহাশয়! আমি প্রতি দিন প্রাতঃস্নানে গিয়া থাকি গঙ্গাতীরের নূতন রাস্তায় প্রত্যহ দেখিতে পাই যে কতকগুলিন বালক রাস্তায় বেড়ায় কেহ২ ছোট২ ঘোটকারোহণ কএক জন শকটারোহণ কএক জন অপূর্ব্ব উষ্ণীষধারি পদাতিক সঙ্গে থাকে। ইহা দেখিয়া আমি মনে করিলাম যে এই বালকগুলিন কোন২ বড় মানুষ ইংরাজের হইবেক ইহাই নিশ্চিত করিয়াছিলাম।

এক দিবস দেখিলাম যে ঐ বালকেরা বাঙ্গালি টোলার দিগে যাইতেছে। আমি মনে করিলাম ইহারা কোথা যায় এটা আমাকে জানা উচিত। তাহাতে আমি নিকটে গিয়া ঐ পদাতিকেরদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে ইহারা কোন সাহেবের সন্তান পদাতিক আমার কথাতে হাস্য করত কহিলেক "কাঁহাকা ভেরুয়া ব্রাহ্মণ কুচ নাহি সমজতা—বাবুকা

লড়কা" ইহা আমার বিশ্বাস হইল না যেহেতুক ঐ বালকেরদিগের কুর্ত্তি এবং টুপি ও মোজা ও দাস্তানাপ্রভৃতি ইংরাজী বেশের কোন বৈলক্ষণ্য নাই কেবল কিঞ্চিৎ বর্ণের বিবর্ণতা আছে তাহাও হইয়া থাকে।

শুনিয়াছি এতদ্দেশজাত অথবা যাহার পিতা গোরা ও মাতা কালা তাহারদিগের সন্তানেরাও ইংরাজ হয় কিন্তু কিছু মলিন বর্ণ হয় ইহাও বুঝি তাহাই হইবেক পদাতিকের কথায় প্রত্যয় না করিয়া বালকেরদিগের নিকটে গিয়া আমি কহিলাম বাবু তোমার নাম কি একটা বালক কহিল আমার নাম শ্রীআধাঅমন বাবু। তোমার বাপের নাম কি শ্রী— ইহাতে নিশ্চয় জানিলাম যে বাঙ্গালি বালক বটে। ইংরাজী পোশাক পরিধান করিবার কারণ কি কিছু বুঝিতে পারি না যদি বল উত্তম পোশাক এই নিমিত্তে বালককে দিয়াছেন। আমি মনে করি হিন্দুস্থানি পোশাকাপেক্ষা ইংরাজী পোশাক বাঙ্গালির নিমিত্ত উত্তম কোন মতে নহে। সে যাহা হউক যদি এ পোশাক বাল্যাবধি পরিধান করিতে লাগিল তবে তাহাকে সে পোশাক চিরকাল ভাল ও সুখজনক বোধ হইবেক তবে সে বরাবরি পরিবেক। যখন মস্ত যোয়ান হইয়া ঐ পোশাক পরিয়া বাটীর মধ্যে যাইবেক তখন তাহাকে দেখিয়া যদি পরিবারেরা ভয়যুক্ত না হউক কেননা ঘরের নকল সাহেব জানেন যদি ভিন্ন লোক দেখে তবে অন্য লোকের সাক্ষাৎ কহিবেক যে অমুকেরদিগের বাটীর ভিতর এক জন সাহেবকে যাইতে দেখিলাম ইত্যাদি কলঙ্ক হইতে পারে।

অতএব বলি ইঙ্গরাজী পোশাক পরাইয়া বালকেরদিগের অভ্যাস করণের ফল কি দোষ ভিন্ন কিছুই দেখিতে পাই না যদি তাঁহারদিগের মতে কিছু গুণ থাকে তাহা লিখিয়া আমার থোথা মুখ ভোথা করিয়া দিবেন।

(২১ মে ১৮২৫। ৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৩২)

বর যাত্রিকের অবস্থা।—শুনা গেল যে সংপ্রতি জেলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতি হরিপুর গ্রামনিবাসি রামমোহন বসু নামক এক কায়স্থের পুত্রের বিবাহ আতড়িথড়শী গ্রামের মিত্রেরদের কন্যার সহিত হইয়াছিল তাহাতে যে সকল বিশিষ্ট সন্তান বরযাত্র গিয়াছিলেন তাহারদিগের সহিত পরিহাসের কারণ কন্যা যাত্রিকেরা কএক হাঁড়ির মধ্যে হেলে ঢোঁড়া ও ঢেমা এই তিন প্রকার সর্প পরিপূর্ণ করিয়া এক গৃহমধ্যে রাখিয়া সেই গৃহে বরযাত্রিরদিগকে বাসা দিয়া দ্বার রুদ্ধপূর্ব্বক কৌশলক্রমে ঐ সকল হাঁড়ি ভগ্ন করিল তাহাতে এককালে সর্প বাহির হইয়া হিলিবিলি করিয়া ইতস্ততঃ পলায়নের পথ না পাইয়া ফোঁস ফাঁস করত বরযাত্রিকেরদের গাত্রে উঠিতে লাগিল তাহাতে বরযাত্রিকেরা ঐ সকল বীভৎসাকার সর্পভয়ে ভীত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বাপরে মলেমরে ওরে সাপে খেলেরে তোমরা এগোওরে বলিয়া মহাব্যস্ত সমস্ত হওয়াতে গ্রামের চৌকিদার প্রভৃতি ডাকাইত পড়িয়াছে বলিয়া ধাবমানে আসিয়া পরিহাস শুনিয়া হাসিয়া দ্বার খুলিয়া দেওয়াতে

সকলে বাহির হইয়া একপ্রকার রক্ষা পাইল এবং সর্প সকলও ক্রমে২ প্রস্থান করিল যাহা হউক এতদ্বিষয় আমারদিগের প্রকাশের তাৎপর্য্য এই যে এতৎ প্রদেশীয় অনেক২ বৈবাহিক বরযাত্রিকেরদের মধ্যে বিবিধ রহস্য ও অবস্থা শ্রুত দৃষ্ট হইয়াছে কিন্তু এমত অদ্ভুত রহস্য কেহ কুত্রাপি দেখেন নাই এবং শুনেনও নাই।—সং কৌং [সম্বাদ কৌমুদী]

(১৫ মার্চ্চ ১৮২৮। ৪ চৈত্র ১২৩৪)

বৃদ্ধাবস্থায় বিবাহ করিতে গমন।—বলীপলিত কলেবর ধবলিত কুন্তল শেখর আসন্ন সময়াসঙ্গ কম্পিত সর্ব্বাঙ্গ বিগলিত দশনাবলীক প্রাচীন গৃহশূন্য জন্য মতিচ্ছন্নাবসন্ন কোন শিল্পবিদ্যাপন্ন ব্যক্তি পুনর্ব্বার বিবাহ বাসনা নিতান্ত বিভ্রান্ত বুদ্ধিপ্রযুক্ত তদ্বিষয়াসক্তচিত্ত হইয়া অন্তরঙ্গ নিকটে কোন প্রসঙ্গ না করিয়া তলে২ ঘটক সহায়তাবলে কলে কৌশলে বার্দ্ধক্যকালে কুতুহলে কলিকাতার কলুটোলার কোন এক নিজ কুটুম্বের সপ্তমবর্ষীয়া কন্যার ভাবি যৌবন জনপদাধিকার করণে বাঞ্ছিত হইয়া লাঞ্ছনা ভয়ে লুকাইয়া নির্লজ্জ সুসজ্জ মাধুর্য্য বেশ ধারণ করিয়া বাসরাবসরে সন্ধ্যোত্তরে আনন্দভরে কন্যাকর্ত্তার ঘরে গমন করিতেছিলেন ইতোমধ্যে ঐ বৃদ্ধের এই সম্বাদ তাহার অন্তরঙ্গ ও প্রতিবাসী বাবুবর্গেরা পাইয়া আদৌ কএকটি অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট উৎকৃষ্ট বেটুয়া অশ্ব ও তদুপরি নানাপ্রকার নিশান এবং কতকগুলিন বৈরাগী খোল করতাল ও রণ শিঙ্গাদির বাদ্যের দ্বারা গঙ্গাযাত্রার মর্ম্মান্তিক আয়োজন পুরঃসর গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্মইত্যাদি নাম উচ্চারণ উচ্চৈঃস্বরে তাহার সমভিব্যাহারে অনেক ক্ষমদর্শক চিকিৎসক সহকারে অযাত্রা বরপাত্রের সহিত পথিমধ্যে মিলিয়া মুহুর্মুহুঃ বরের নাড়ী পরীক্ষা করত সঙ্কীর্ত্তন ও তৃণগুচ্ছের চামর ব্যজন করিতে২ কন্যার বাটীতে উপস্থিত হইয়া দীপাদি নির্ব্বাণ করিয়া কোলাহল করিতে লাগিলেন বিবাহ কার্য্য সুন্দররূপে লগ্নভ্রষ্ট হইয়া নির্ব্বাহ পাইল ইহাতে বরপাত্রের রূপ লাবণ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত ও তৎসমভিব্যাহারে বাবুদিগের উৎপাতে কন্যার পিতা সীতার বনবাস স্মরণ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং প্রসূতিপ্রভৃতি স্বজাতি স্ত্রীলোকেরা শিরে করাঘাত করিয়া খেদে (তালসাশ কাটিম বসের বাটিম আমারদের ঝিঃ তোমার কপালে বুড়া বর আমরা করিব কিঃ) মেয়ালি শ্লোক স্মরণ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন যে হে বিধাতা এ কেমন বুড়া বর বুঝি ইহার কুন্তল দর্শনে স্বীয় মাস্যাবলোকনে অভিমানে কালিমার গহিনা মন আপন বর্ণ পরিমোচন করে এমত স্বর্ণলতিকা সুলোচনা সুনাসিকা মেয়্যাটিকে একেবারে বিসর্জ্জন করা গেল তাহাতে ঐ গুণনিধি বর রসিকতাপূর্ব্বক কহিলেন বিসর্জ্জনের বিষয় কি মেয়্যাটি কালক্রমে বিলক্ষণ উপার্জ্জন করিবেন ইহাতে সকলেই নীরব থাকিলেন।—তিং নাং

(৩১ মে ১৮২৮। ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৫)

এক নবীন যোগির উপাখ্যান।—কোন এক নগরনিবাসি নবীন যোগী আপন শৈশবাবস্থায় অতিশয়শ্রদ্ধাপুরঃসর দেবস্থানে তদ্দর্শনে যোগারাধনা করিত কিয়ৎ কালানন্তর

যৌবনসম্পত্তি বিপত্তির মূল হইয়া নানা সুখাভিলাষে মত্ত কুরঙ্গের মত যৌবনতরঙ্গে বিবিধ রঙ্গভঙ্গে অনঙ্গসঙ্গে আপন সচঞ্চল মনকে নিক্ষেপ করিল। যোগবল নির্ব্বল হইল তদ্দৃষ্টে স্বগণ সজল নয়নে আক্ষেপ করিতে লাগিল ভিন্নগণ পরমাহ্লাদে গদগদ হইল নবীন যোগী সুহৃদগণের হিতবাক্য সদর্থ বোধ না করিয়া নিরর্থ জানিত। এক দিবস দেবযাত্রায় তদুপলক্ষে কোনস্থানে নিশিযোগে বহুতর নাটক ও গায়কের সমারোহ হইয়াছিল নবীন যোগী তথায় গমনপূর্ব্বক নানা কেলি কৌতুক নৃত্যগীতাদি শ্রবণাবলোকনে সর্ব্বজন বেষ্টিত প্রফুল্লান্তঃকরণে পুনঃপুন ধন্যবাদ করিল। এতৎসময়ে নবীন যোগির এক প্রবীণ পরমার্থদর্শির তথায় তদ্দর্শন মানসে সমাগম হইয়াছিল ইতোমধ্যে গুণনিধি যোগির সদ্ব্যবহার এরূপ মহৎ ব্যাপারে নিরীক্ষণ করাতে কিপর্য্যন্ত সন্তোষ হইল তাহা বর্ণনে বর্ণাভাবপ্রযুক্ত লেখনী অসমর্থা। নবীন যোগির একে নবানুরাগ তাহে কতকগুলিন নব্য সম্প্রদায় নব্য সংস্কার সহকারে তন্মর্ম্মানুসারে যুক্তিসিদ্ধ মুক্তিপ্রদায়ক কর্ম্মে অর্থাৎ সুন্দর নামে এক সুন্দর নাটক নিরীক্ষণে নিগূঢ় সুখাবেশে অবশ হইয়া অতিগোপনে কোন বিরল স্থানে অশেষ বিশেষ যতনে নবীন যোগির যোগাসনে যোগসাধন মননে পূর্ব্বের সিদ্ধ যোগবলে যুগ্ম ভাবে পূর্ণাহুতি দ্বারা যোগকর্ম্ম সুসম্পন্ন হইল সংযোগ কর্ত্তার কঠোর যোগাভ্যাসে এবং নাটকের নাট্যক্রীড়ার নিপুণতাতে প্রাণ বিয়োগ হইল। সংপ্রতি এই বিবরণ শ্রবণে মনে করি যুগধর্ম্ম রক্ষার্থে মনুষ্যদিগের এতাদৃশ যোগমার্গে আশুতোষ প্রবৃত্তির উৎসাহবৃদ্ধি হইতেছে। কস্যচিৎ হিতৈষিণঃ।

(১৪ জুন ১৮২৮। ২ আষাঢ় ১২৩৫)

এক নব্যাভব্য বিবেকির বিবরণ।—সৎ কায়স্থ কুলোদ্ভব এতন্নগরস্থ এক ব্যক্তি আপন শৈশবাবস্থায় বিদ্যা শিক্ষার্থ বহুপরিশ্রম করিয়াছিল কিন্তু ভাগ্যাধীন তাদৃশ গুণযোগ হয় নাই ইহাতে তাহার দোষ নাই যেহেতুক বিদ্যা আর বিভব এবং রূপ হওয়া জন্মান্তরের বিস্তর পুণ্যাপেক্ষা করে কিয়ৎ কালানন্তর ঐ ব্যক্তি যোগারাধন মানসে কোন এক উদ্যানে সর্ব্বত্যাগী ও তান্ত্রিক এবং সাগ্নিক ও সালঙ্কারিক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন তদুপাসনাদ্বারা তৎ কর্তৃক ইষ্টানুষ্ঠান বিষয়ে বিশেষানুসন্ধানাবগত হইতে লাগিল পরে বৈধাবৈধাচার বিবিধ বিধানে সুবিদিতও হইল আর সদসৎ কর্ম্মের এবং ফলাফলের বিশেষ বিলক্ষণ রূপে জানিতে পারিল দৈব বলে মহাকুতূহলে বেদান্ত তন্ত্রাদি শাস্ত্রের মীমাংসা করিতে সহসা উদ্যত হইত ইতিমধ্যে বিবাহদ্বয় করিয়া অদৃষ্টবলে অপত্যের মুখাবলোকনে মহাপুলকিতান্তঃকরণে পরিবারাবৃত হইয়া পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিল। তদনন্তর যৌবনাধীনহেতুক এক প্রবীণা নায়িকার প্রেমে মোহিত হইয়া নানাভোগোপভোগে পারলৌকিক ভোগান্তর যাতনা বিস্মৃতা হইল এই সুখ সময়ে দৈবাধীন অবিদ্যার প্রাণ বিয়োগে বিরহসংযোগে শোকার্ণবে নিমগ্ন হইয়া পূর্ব্বজ্ঞানানুসারে সংসার

অসার এই বোধে শ্মশান বৈরাগ্যাশ্রয়ে বিবেক গ্রহণে সাংসারিক সুখাভিলাষে অনায়াসে পুনশ্চ বিরত হইল। অপর তেষাং এষাণাং শুশ্রূষা পরমং তপ উচ্যতে ইতি প্রমাণাৎ। শূদ্রের নিষিদ্ধা যে পরাকাষ্ঠা তদবলম্বনে মহাহর্ষমনে দিনান্তে অথবা নিশাযোগ যথাকালে একাহারে কালযাপন করিতেছে। এইক্ষণে দূরদৃষ্টবশতঃ ঐ বিবেকী অর্থাকাঙ্ক্ষায় এতন্নগরে সর্ব্ব দ্বারে২ স্থানাস্থান বিবেচনা না করিয়া ভ্রমণ করাতে ভ্রম বোধ করে না এ কি কলিস্বভাব। অপর যে ব্যক্তি সংসারাশ্রমহইতে বিশ্রামপ্রাপ্ত তাহার অনুচিত যে লোকালয়ে থাকিয়া অর্থের নিমিত্ত অনর্থকোপাসনাতে দাসত্ব স্বীকার করে। দেখ বিবেকি ব্যক্তির সর্ব্বতোভাবে তীর্থপর্য্যটন করা উচিত তদন্যথা করিলে তাহার সকল কর্ম্ম বৃথা হয় বরঞ্চ ভণ্ড বিবেকিরূপে জগতে বিখ্যাত হইতে পারে। এইক্ষণে অনাহারে বিবেকি মহাশয়ের অস্থিচর্ম্ম সার হইল অর্থোপার্জ্জন দূরে থাকুক জীবন রক্ষা করা ভার ইতি। কস্যচিৎ গৃহিণো নিবেদনং

(২৫ জুলাই ১৮২৯। ১১ শ্রাবণ ১২৩৬)

আসামদেশেতে জবন জাতি অত্যল্প অনুমান দুই আনার অধিক হইবেক না যে সকল মুসলমান আছে তাহারাও প্রায় হিন্দু ব্যবহারযুক্ত অর্থাৎ নমাজ পড়া না বলিয়া সন্ধ্যা করি এমত কহে এবং পিরমুরসীদপ্রভৃতি না কহিয়া গুরু গোসাঞিইত্যাদি উচ্চারণ করে আসাম রাজার আমলে গোহত্যা করিতে পারিত না তাহারদের নামসকল কলিয়াকালু ইত্যাদিরূপ শরার প্রায় জারী ছিল না গুয়াহাটি ও রংপুর রাজধানীতে যাহারা থাকে তাহারা বরং শরানুসারে চলে মফঃসলে আর বিচিকিৎসা অর্থাৎ হিন্দুর দেবতা বিষহরী পূজা করিত কাজী পূর্ব্বেও ছিল কিন্তু যাপ্যরূপে থাকিত এইক্ষণ শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের আমল হওয়াতে মীরজা তাজবেগকে কাজী মোকরর করিয়া শরানুসারে শিক্ষাকরার আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছিল তাহাতে ঐ কাজি অকদখানিরুখানি ফিতিয়াখানিপ্রভৃতি অনেক রকম করিয়া মুসলমানের স্থানে টাকা লয় তাহা হুজুরে জাহির হওয়াতে বারম্বার তহকীয়ত করাতে কোন মতে সে হস্ত সঙ্কোচ করে না এইক্ষণ এক মোকদ্দমা উপস্থিত হওয়াতে জানা গেল যে এক জবন বালক অনুমান ৭।৮ বর্ষবয়স্ক হইবেক তাহাতে ঐ কাজীর তরফ এক জন মুসলমান গোগমন রূপ মিথ্যাপবাদ দিয়া ৪০ তঙ্কা দণ্ড চাহাতে সে দিতে অসমর্থ হওয়াতে ৪০ তঙ্কাতে এক ব্যক্তির স্থানে আত্মবিক্রয় লেখাইয়া টাকা লইয়াছিল তাহাতে ঐ বালকের জননী জবনী হুজুরে নালিশ করাতে তজবীজের দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইল তাহাতে শ্রীযুত মাজিস্ত্রেটসাহেব তজবীজ করিয়া দেখিলেন যে এ বালক নিতান্ত অসমর্থ সংগ্রামাপটু ইহাতে তাহার উপর···অপবাদ দেওয়া অত্যসম্ভব এতৎকারণে ঐ কাজীকে কজাই কর্ম্মহইতে মাজিস্ত্রেট স্থগিত করিয়া ১০০০ টাকার জমানতে দওরাতে সোপর্দ্দ করিয়াছেন তাহার যেমত দণ্ড হয় প্রকাশ করা যাইবেক।

(২২ আগষ্ট ১৮২৯। ৭ ভাদ্র ১২৩৬)

প্রেরিত পত্র।—গত আষাঢ়মাসে কলিকাতা মহানগরমধ্যে হাটখোলা গ্রামে শ্রীশ্রী৺জগন্নাথদেবের রথযাত্রানন্তর ঐ স্থানে মাণিকচন্দ্র বসুজর বাটীতে অবস্থিতি হইলে তথাকার বিশিষ্টশিষ্টধর্ম্মিষ্ঠ ভাগ্যবন্ত শান্ত দান্ত অধিকন্ত সেবানিতান্ত অন্তঃকরণেচ্ছুক হইয়া কান্যকুব্জনিবাসি সেবাত ব্রাহ্মণদ্বারা সেবা ভোগ রাগ দিয়া ঐ প্রসাদ অন্য২ ভদ্রলোকদিগকে বিতরণ করিয়া অবশিষ্ট যাহা ছিল আপনারা পাইয়াছিলেন তাহাতে তত্রস্থ অন্য দলস্থ কতকগুলিন হিংস্রক নিন্দক বিদূষক ভণ্ডপাষণ্ডষণ্ড কাণ্ডজ্ঞানরহিত ব্যক্তিরা কৃপণতাস্বভাব-প্রযুক্ত বাবুদিগের মতের বিপরীত হইয়া দ্বেষাদ্বেষ উপস্থিত করিতেছেন। কিমাশ্চর্য্যমিদং কলিভবে। এতন্নগর মধ্যে কোলমাংস ভক্ষণ যবনী বারাঙ্গনা গমন অপেয়পান ত্বক্‌ছেদনপ্রভৃতি বিবিধবিধ কুকর্ম্ম করিয়া অগণ্য না হইয়া বরং মান্য হইতেছেন কিন্তু শ্রীশ্রী৺জগদীশ্বরের প্রসাদ সেবনে ঐ স্থানে নিন্দনীয় কুকর্ম্ম ঘটাইয়া কুৎসা জন্মাইতেছেন কিমধিকমিতি। কস্যচিৎ যথার্থবাদিনঃ।—সং চং

(২১ নবেম্বর ১৮২৯। ৭ অগ্রহায়ণ ১২৩৬)

নামত্যাগ।—শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।

ইংরেজী শাস্ত্রবেত্তা কলিকাতার কোন২ হিন্দুরা নানা প্রকার পরিচ্ছদ আচার ব্যবহার ও রীতির পরিবর্ত্ত করিয়াছেন ও করিতেছেন পূর্ব্ব রীতি ত্যাগ যথার্থ কর্ত্তব্য ও শুভদায়ক কি না তাহার ফল বর্ত্তমান যাহা দর্শাইতেছেন তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন ভাবি যাহা তাহাও আশু ভাবিকালে ব্যক্ত হইবেক। স্বজাতীয় অক্ষর ও ভাষা ত্যাগ করিয়া ইংরেজী চলন হইল এই এক আশ্চর্য্যের বিষয় কেননা অনেক ইংরেজ লোক পারসী বাঙ্গলা আরবী জানেন কিন্তু স্বজাতীয়কে চিঠী লিখিতে হইলে স্বজাতীয় ভাষাতেই লেখেন এই রীতি অন্য২ জাতিরও বটে সংপ্রতি এক অভিনব মত স্থাপন হইবার উদ্যোগ দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিয়াছি তাহার স্থূল লিখি যদি ইহাতে কি অভিপ্রায় ও বর্ত্তমান সুবিধা কি তোমার অসংখ্যক পাঠকের মধ্যে কেহ লিখিয়া ব্যক্ত করিলে উপকৃত হইব ইহারা আপন নামের কেবল প্রথমাক্ষর লইয়া পদ্ধতি লেখেন যথা রামগোপাল রায় ইহা R. Roy ব্যবহার করেন এ কি সঙ্কেত বুঝিতে পারি না ইংরেজী ভাষায় কৃত নাম ও গোত্র ও উপাধি দুই প্রকার হইয়া থাকে যথা J. J. Bird অক্ষরে John, James, Joseph ইত্যাদি কতিপয় আখ্যা আছে ও এই প্রকার এক নামমালাও আছে আর Bird. গোষ্ঠির উপাধি ইহার স্ত্রীর নামও ঐ আখ্যাতে প্রতিপাদ্য হয় যথা Mrs. Bird ; কিন্তু *R.* লিখিলেই রামগোপাল হয় কিসে জানিব কারণ এই অক্ষরে রামকানাই রামনাথ ইত্যাদি নানাবিধ নাম আছে আর যদি ঐ R. Roy.র স্ত্রীর নাম কৃষ্ণপ্রিয়া হয় তবে এই অভিনব মতে তাঁহার নাম কি প্রকারে লিখা যাইবেক। আরো এক রীতি আছে যাহার নাম কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তেঁহ

K. Banerjee, ক্ব বানরজী লিখেন বানরজীর বা অর্থ কি। কস্যচিৎ স্বজাতীয়াক্ষরত্যাগে বিরক্তস্য।—সং চং

(১৩ মার্চ্চ ১৮৩০। ১ চৈত্র ১২৩৬)

জাবনিক রুটিভক্ষণ।—আবশ্যক সম্বাদের অভাবে যে এক ক্ষুদ্রঘটনাতে চন্দ্রিকাকার ও কৌমুদীকারের মধ্যে বৃহদ্ঘটনাঘটিত দুই কাব্য উত্থিত হইয়াছে তদ্বিষয়ে আমরা কিঞ্চিৎ প্রকাশ করিলাম বিশেষতঃ জ্ঞাত হওয়া গেল যে হিন্দুকালেজের এক জন ছাত্র মুসলমান রুটিওয়ালার দোকানের নিকট দিয়া গমনকরত ঐ দোকান ঘরে প্রবেশপূর্ব্বক এক বিস্কুট ক্রয় করিয়া ভক্ষণ করেন। চন্দ্রিকাসম্পাদক মহাশয় প্রথমে এই বিষয় সকল লোকের কর্ণের অতিথি করান এবং কৌমুদীপ্রকাশক মহাশয় সুতরাং তদ্বিষয়ের বিরুদ্ধ কল্পাবলম্বী হইলেন যে কাব্যরত্ন ঐ রত্নাকর হইতে উত্থিত হইয়াছে তাহার অনুবাদ করণ ফলাবহ নহে। কিন্তু ঐ অভাগ্য বালকের সপক্ষে কৌমুদীতে যাহা প্রকাশ হইয়াছে এবং চন্দ্রিকার এক প্রেরিত পত্রের একাংশে তদ্বিষয়ে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা আমরা জ্ঞাপনার্থ প্রকাশ করিলাম।

আমোদ-প্রমোদ

(১৬ অক্টোবর ১৮১৯। ১ কার্ত্তিক ১২২৬)

নর্ত্তকী।—শহর কলিকাতায় নিকী নামে এক প্রধান নর্ত্তকী ছিল কোন ভাগ্যবান লোক তাহার গান শুনিয়া ও নৃত্য দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া এক হাজার টাকা মাসে বেতন দিয়া তাহাকে চাকর রাখিয়াছেন।

১৮২৩, ১৫ই মার্চ রাত্রে মতিলাল মল্লিকের শুঁড়োর বাগান-বাড়িতে নাচগানের এক বিরাট মজলিস হয়। 'ইণ্ডিয়া গেজেটে' প্রকাশিত এই মজলিসের বিবরণ হইতে বিলাতের 'এশিয়াটিক জর্ণাল' (অক্টোবর ১৮২৩, পৃ ৩৮৮-৮৯) পত্রে পুনর্মুদ্রিত হয়। ইহা পাঠে আমরা সেকালের আরও দুই জন নামজাদা মুসলমান নর্ত্তকীর নাম জানিতে পারি; তাঁহারা—বেগম জান্ ও হিঙ্গুল। ইহা ছাড়া সে-যুগের সংবাদপত্রে আরও কয়েক জন মুসলমান নর্ত্তকীর নাম পাওয়া যায়;—আশরুন, জিনৎ, ফৈজ বক্শ, নান্নিজান্ ও সুপন্‌জান্।

(২২ নভেম্বর ১৮২৩। ৮ অগ্রহায়ণ ১২৩০)

নাচ।—গত সোমবার ৩ আগ্রহায়ণ শ্রীযুত বাবু রূপলাল মল্লিকের বাটীতে রাস লীলা সময়ে নাচ হইয়াছিল তাহার বিবরণ। দিনেক দুই দিন পূর্ব্বে সাহেব লোকেরদিগের নিকটে টিকীট অর্থাৎ নিমন্ত্রণ পত্র পাঠান গিয়াছিল তাহাতে নিমন্ত্রিত সাহেবেরা তদ্দিনে নয় ঘণ্টার কালে আসিতে আরম্ভ করিয়া এগার ঘণ্টাপর্য্যন্ত সকলের আগমনেতে নাচঘর পরিপূর্ণ হইল এবং নাচঘরের সৌন্দর্য্য যে করিয়াছিলেন সে অনির্ব্বচনীয়।

অনন্তর কএক তায়ফা নর্ত্তকীরা সেই সভাতে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক নৃত্য করিতে লাগিল ইহাতে তদ্বিষয়ে রসিকেরা অত্যন্ত তুষ্টি প্রকাশ করিলেন। এবং তাহার নীচের তালাতে চারি মেজ সাজাইয়া নানাবিধ খাদ্য সামিগ্রী প্রস্তুত করিয়া মেজ পরিপূর্ণ করিয়াছিল তাহাতে সাহেবেরা তৃপ্ত হইলেন ও মদিরা পানদ্বারা সকলেই আমোদিত হইলেন এবং বাদশাহী পল্টনের বাদ্যকরেরা অনুরাগে নানা রাগে বাদ্য করিল তাহাতে কোন শ্রোতা ব্যক্তির মনোহরণ না হইল। সকলে কহে যে এমত নাচ বাবুরদের ঘরে আর কোথাও হয় নাই।

(১৭ অক্টোবর ১৮২৯। ২ কার্ত্তিক ১২৩৬)

শারদীয় পূজা।—এই দুর্গোৎসব এখন সমাপ্ত হইয়াছে এবং সমস্ত দেশে পুনর্ব্বার কর্ম্মকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। সকলেই কহেন যে ইহার পূর্ব্বে এই দুর্গোৎসবে যেরূপ সমারোহপূর্ব্বক নৃত্যগীতইত্যাদি হইত এক্ষণে বৎসর২ ক্রমে ঐ সমারোহ ইত্যাদির হ্রাস হইয়া আসিতেছে। এই বৎসরে এই দুর্গোৎসবে নৃত্যগীতাদিতে যে প্রকার সমারোহ হইয়াছে ইহার পূর্ব্বে ইহার পাঁচ গুণ ঘটা হইত এমত আমারদের স্মরণে আইসে। কলিকাতাস্থ ইঙ্গরেজী সমাচারপত্রে ইহার নানা কারণ দর্শান গিয়াছে বিশেষতঃ জানবুল সমাচারপত্রে প্রকাশ হয় যে কলিকাতাস্থ এতদ্দেশীয় ভাগ্যবান লোকেরা আপনারাই কহেন যে এক্ষণে সাহেবলোকেরা বড় তামাসার বিষয়ে আমোদ করেন না। এপ্রযুক্ত যে হ্রাস হইয়াছে ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ঐ পত্রপ্রকাশক আরো লেখেন হইতে পারে যে এতদ্দেশীয় ভাগ্যবান লোকেরদের আপনারদের টাকা এইরূপে সমারোহেতে মিথ্যা নষ্টকরা অনুচিত হইত পারে যে কাহারো২ তাদৃক্‌ ধন এখন নাই। গত কত্তক বৎসর হইল নাচের বিষয়ে যে অখ্যাতি হইয়াছে ইহা সকলেই স্বীকার করেন ঐ নাচের সময়ে কএক বৎসরাবধি অতিশয় লজ্জাকর ব্যাপার হইত এবং যে ইংগ্লণ্ডীয়েরা সেস্থানে একত্রিত হইতেন তাঁহারা সাধারণ এবং মদ্যপানকরণে আপনারদের ইন্দ্রিয়দমনে অক্ষম।

অতএব এই উৎসবের যে শোভা হইত তাহা রাহুগ্রস্ত হইয়াছে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহার অনেক কারণ দর্শান যায়। কলিকাতাস্থ অনেক বড়২ ঘর এখন দরিদ্র হইয়া গিয়াছে যাঁহারা ইহার পূর্ব্বে মহাবাবু এবং সকল লোকের মধ্যে অতিশয় প্রসিদ্ধ ছিলেন তাঁহারদের মধ্যে অনেকেরি এখন সেই নামমাত্র আছে। কেহ সুপ্রিমকোর্টে মোকদ্দমাকরণেতে নিঃস্ব হইয়াছেন কেহ২ আপনারদের অপরিমিত ব্যয়ে দরিদ্র হইয়াছেন কেহবা অধিকারের যে অংশকরণেতে বাঙ্গালিরা ক্রমে২ হ্রাসপ্রাপ্ত হন তাহাকরণে নির্ধন হইয়া গিয়াছেন। এতদ্দেশে পূজা ও বিবাহ ও শ্রাদ্ধ এই তিন ব্যাপার টাকা ব্যয়ের প্রধান কারণ এবং ইহাতে অনেকে দরিদ্র হইয়া যান বিশেষতঃ এই তিন ব্যাপারে সুখ্যাতি প্রাপণার্থে এমত অপরিমিতরূপে ব্যয় করেন যে তাহাতে

ঋণেতে একেবারে ডুবিয়া গিয়া পুনর্ব্বার ঐ সকল ব্যাপারকরণে অক্ষম হন। উৎসবের হ্রাসহওনের আরো এক কারণ এই যে জ্ঞানবৃদ্ধি। হিন্দুশাস্ত্রে লেখে যে যাঁহারা জ্ঞান-কাণ্ডে আসক্ত তাঁহারা কর্ম্মকাণ্ডে অনাসক্ত কলিকাতাস্থ মান্য লোকেরদের মধ্যে এখন বিদ্যার অতিশয় অনুশীলন হইতেছে এই প্রযুক্ত বহুব্যয়সাধ্য যে কর্ম্মেতে মানসিক সন্তোষ অল্প এবং বহুসম্পত্তির নাশ এমত কর্ম্মেতে লোকেরা প্রবৃত্ত হন না।

সমারোহপূর্ব্বক এই উৎসবকরণ অল্প কাল হইয়াছে এবং তাহা প্রায় কেবল বঙ্গ দেশেই হইয়া থাকে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় প্রথমতঃ এই উৎসবে বড় জাঁকজমক করেন এবং তাঁহার ঐ ব্যাপার দেখিয়া ক্রমে২ ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের আমলে যাঁহারা ধনশালী হইলেন তাঁহারা আপনারদের দেশাধিপতির সমক্ষে ধন সম্পত্তি দর্শাইতে পূর্ব্বমত ভীত না হওয়াতে তদ্দৃষ্টে এই সকল ব্যাপারে অধিক টাকা ব্যয় করিতেছেন।

১৮১৫ সনের শারদীয় পূজায় নাচ-গানের কিরূপ মজলিস হইয়াছিল তাহার বিবরণ এ-দেশের সংবাদপত্র হইতে বিলাতের 'এশিয়াটিক জর্ণালে' উদ্ধৃত হইয়াছিল। তাহার অংশ-বিশেষ এইরূপ :—

...The festival of the Doorga Pooja is now celebrating with all the usual concomitants of clamour, tinsel, and glare. The houses of the wealthier Bengalees are thrown open for the reception of every class of the inhabitants of this great city ; and the hospitality so generally displayed, is worthy of every praise which it is in our power to bestow. We had no opportunity on Monday evening of discovering in what particular house the attraction of any novelty may be found, but from a cursory view we fear that the chief singers Nik-hee and Ashroom, who are engaged by Neel Munnee Mullik and Raja Ram Chunder, are still without rivals in melody and grace. A woman, named Zeenut, who belongs to Benares, performs at the house of Budr Nath Baboo, in Joro Sanko.

Report speaks highly of a young damsel, named Fyz Boksh, who performs at the house of Goroo Persad Bhos.

The following are the names of the principal natives at whose dwellings the usual entertainments are held, Raja Raj Kisht, Raja Ram Chundr, Baboo Neel Munee Mullik, Gopee Mohun Thakoor, Gopee Mohun Deb, Budr Nath Baboo, Mudhoo Sood Sandul, and Rup Chund Baboo. (*Asiatic Journal*, August 1816, 'Asiatic Intelligence—Calcutta.' pp. 205-06.)

(১৪ এপ্রিল ১৮২১ । ৩ বৈশাখ ১২২৮)

চুঁচুড়ার সং।—গত সপ্তাহে মোকাম চুঁচুড়াতে অনেক২ আশ্চর্য্য সং করিয়াছিল। তাহার মধ্যে শ্রীশ্রীরামজীকে রাজা করিয়াছিল ও শ্রীমতী রাধাকে রাজা করিয়াছিল এবং সুন্দর নৌকাতে নৌকাখণ্ড যাত্রা হইয়াছিল এবং শরৎকালীন দশভুজা মূর্ত্তি এবং শুম্ভ

নিশুম্ভের যুদ্ধ এইং রূপ অনেক প্রকার সং হইয়াছিল ইহার অধ্যক্ষ চুঁচুড়া শহরবাসী সকল ও কলিকাতাস্থ অনেক কিন্তু দুই ভাগে দুই কর্ম্মকর্ত্তা এক জনের নাম খোঁড়া নবু দ্বিতীয় চোরা নবু। এবৎসর এ সংগে খোঁড়া নবুর জয় হইয়াছে। গত বৎসর সং হইয়াছিল না এ বৎসর উত্তম রূপ হইয়াছে ইহাতে অনুমান হয় প্রতিবৎসর হইতে পারে।

(২০ ডিসেম্বর ১৮২৩। ৬ পৌষ ১২৩০)

নূতনগৃহ সঞ্চার॥—মোং কলিকাতা ১১ ডিসেম্বর ২৭ অগ্রহায়ণ বৃহস্পতি বার সন্ধ্যার পরে শ্রীযুত বাবু দ্বারিকানাথ ঠাকুর স্বীয় নবীনবাটীতে অনেক২ ভাগ্যবান্ সাহেব ও বিবীরদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়া চতুর্ব্বিধ ভোজনীয় দ্রব্য ভোজন করাইয়া পরিতৃপ্ত করিয়াছেন এবং ভোজনাবসানে ঐ ভবনে উত্তম গানে ও ইংগ্লণ্ডীয় বাদ্য শ্রবণে ও নৃত্য দর্শনে সাহেবগণে অত্যন্ত আমোদ করিয়াছিলেন। পরে ভাঁড়েরা নানা সং করিয়াছিল কিন্তু তাহার মধ্যে এক জন গো বেশ ধারণপূর্ব্বক ঘাস চর্ব্বণাদি করিল।

(৫ ফেব্রুয়ারি ১৮২৫। ২৫ মাঘ ১২৩১)

সং করার ফল॥—শুনা গেল যে ধোপাপাড়ানিবাসি রূপনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীকাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় শ্রীশ্রীসরস্বতী প্রতিমার বিসর্জ্জনের দিবসে প্রতিমা সমভিব্যাহারে এক সং বাহির করিয়াছিলেন তাহার ভাব এই একটা সাধারণ কথা আছে যে পথে হাগে আর চক্ষু রাঙ্গায়। এই ভাবে একটা মনুষ্যাকার পুত্তলিকা নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাকে বিবস্ত্র করিয়া সম্মুখে একটা জলপাত্র রাখিয়াছিলেন ইত্যাদি তাহার ভাবশুদ্ধ করিয়াছিলেন ইহাতে সংসৃষ্ট চট্টোপাধ্যায় পুলিসে ধৃত হইয়াছিলেন পরে বিচার কর্ত্তা সাহেব তাঁহাকে কহিলেন যে তুমি তোমারদিগের দেবতার সম্মুখে এপ্রকার কদর্য্যাকার সং করিয়াছ এ অতি মন্দ কর্ম্ম ইত্যাদি কথায় অনেক তম্বি করিয়া শেষ ৫০ পঞ্চাশ টাকা দণ্ড করিয়াছেন।

(২৪ জানুয়ারি ১৮২৯। ১৩ মাঘ ১২৩৫)

হাজি সাহেবের সং। গত শনিবার রাত্রিতে শ্রীযুত বাবু গুরুচরণ মল্লিকের বাটীতে আখড়া গানের দুই দলে যুদ্ধ হইয়াছিল তৎশ্রবণাবলোকনে ঐ ভবনে এতন্নগরস্থ বহুতর বাবুগণ ও অন্যান্য অনেক জনের আগমন হওয়াতে চমৎকার সভা হইয়াছিল সে সভায় এক ব্যক্তি হাজি সাহেবের সং সাজিয়া আইল তাহার বেশ ও আকার প্রকার ব্যবহার দৃষ্টিমাত্র সকলেই য়িহুদী জাতি জ্ঞান করিয়া হুকা উঠাইতে আজ্ঞা দিলেন কিন্তু তাহাকে বড় লোক জ্ঞানহওয়াতে সভামধ্যে আসিতে বারণ করিতে-

কাহার মন হইল না পরে সে সভায় প্রবেশানন্তর সভ্যতা প্রকাশ করিল অর্থাৎ সেলাম করত সকলকেই সম্বোধন করিয়া উপবেশনানন্তর এক কেতাব দেখিতে লাগিল তৎপরে অনেকে সংজ্ঞান করিলেন কিন্তু এ ব্যক্তি কে তাহা নিশ্চয় হইল না শেষে পরিচয় দেওয়াতে জানা গেল নন্দকুমার সেট যিনি হিন্দু থিয়েটর করিতে প্রাবর্ত্তক হইয়াছেন যাহা হউক ইহা হইতে ঐ কর্ম্ম সম্পন্ন হইতে পারে এমত বোধ হইতেছে কেননা যদ্যপি ইনি ইহার পূর্ব্বে অনেক প্রকার যাত্রার সং করিয়াছেন তাহা সকলের দৃষ্টিগোচর নহে কিন্তু হাজি সাহেবে র সং দেখিয়া অনেকের বিশ্বাস হইয়াছে।

(১৬ জুন ১৮২১। ৪ আষাঢ় ১২২৮)

বিদ্যাসুন্দর যাত্রা।—ভারতচন্দ্র রায়কৃত অন্নদামঙ্গল ভাষা গ্রন্থের অন্তঃপাতি বিদ্যাসুন্দরবিষয়ক এক প্রকরণের ধারানুসারে এক যাত্রা সৃষ্টি হইয়াছে।

(২৬ জানুয়ারি ১৮২২। ১৪ মাঘ ১২২৮)

নূতন যাত্রা॥—এই ক্ষণে শ্রুত হইল যে কলিকাতাতে নূতন এক যাত্রা প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে অনেক২ প্রকার ছদ্ম বেশধারী আরোপিত বিবিধ গুণগণ বর্ণনাকারী মনোহর ব্যবহারী অর্থাৎ সং হইয়া থাকে তাহার বিবরণ প্রথমতো বৈষ্ণব বেশধারী ২ সং আইসে দ্বিতীয়তঃ ১ সং কলিরাজা তৃতীয়তঃ ১ সং রাজার পাত্র চতুর্থ ১ সং দেশান্তরীয় বেশধারী বিবিধ উপদেশকারী পঞ্চম ২ সং চট্টগ্রামহইতে আগত পরিষ্কৃত বেশান্বিত এক সাহেব আর এক বিবী ষষ্ঠ ২ সং ঐ সাহেবের দাস দাসী এ সকল সং ক্রমে আগত একত্র মিলিত হইয়া বিবিধ বেশবিন্যাস বিলাস হাস্য রহস্য সম্বলিত অঙ্গ ভঙ্গ পুরঃসর নর্ত্তন কোকিলাদি স্বর স্মকৃত মধুর স্বরে গান নানাবিধ বাদ্য যন্ত্র বাদন আশ্চর্য্য২ প্রশ্নোত্তর ক্রমে পরস্পর মৃদু মধুর বাক্যালাপ কৌশলাদির দ্বারা নানাদিগ্দেশীয় বিজ্ঞাবিজ্ঞ সাধারণ সর্ব্বজন মনোমোহন প্রভৃতি করেন এই অপূর্ব্ব যাত্রা প্রকাশে অনেক২ বিজ্ঞ লোক উৎসুক এবং সহকারী আছেন অতএব বুঝি ক্রমে২ ঐ যাত্রার অনেক প্রকার পরিপাটী হইতে পারে।

(২৩ মার্চ্চ ১৮২২। ১১ চৈত্র ১২২৮)

নূতন যাত্রা॥—নেপ্তেনন্ত উইলেম ফ্রেঙ্কলিন সাহেব কামরূপা নামে যে গ্রন্থ ইংরেজী ভাষাতে মুদ্রিত করিয়াছিলেন সেই গ্রন্থ মোকাম ভবানীপুরের শ্রীযুত জগন্মোহন বসুজ বাঙ্গালা ভাষাতে তর্জমা করিয়া তাহাহইতে কামরূপ নামে যাত্রা প্রকাশ করিয়াছেন। গত ৪ চৈত্র শনিবারে ঐ ভবানীপুরের শ্রীশ্যামসুন্দর সরকারের বাটীতে ঐ যাত্রা প্রকাশ হইয়াছে।

(৪ মে ১৮২২ । ২৩ বৈশাখ ১২২৯)

নূতন যাত্রা।—মহাভারতপ্রসিদ্ধ নলদময়ন্তীর উপাখ্যান যে আছে সে অতি সুশ্রাব্য ও মনোরম এবং নব রসসম্পূর্ণ প্রসঙ্গ অতএব শ্রীহর্ষপ্রভৃতি কবিরা স্বীয়২ শক্ত্যনুসারে তাহা বর্ণনা করিয়া নৈষধাদি গ্রন্থ রচনা করাতে মহা কবিত্বে খ্যাত ও মান্ত হইয়াছেন। সংপ্রতি কলিকাতার অন্তঃপাতি ভবানীপুরের ভাগ্যবান লোকেরা একত্র হইয়া সেই প্রসঙ্গের এক যাত্রা সৃষ্টি করিতেছেন তাঁহারা আপনারদিগের মধ্যহইতে বিভবানুসারে কেহ পঁচিশ কেহ পঞ্চাশ কেহ শত টাকা ইত্যাদি ক্রমে যে ধন সঞ্চয় করিয়াছেন তাহাতে ঐ যাত্রা বহু কাল চলিতে পারে এমত সংস্থান হইয়াছে এবং সেই ধন দ্বারা যাত্রার ইতিকর্ত্তব্যতা বেশ ভূষা বস্ত্র বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুত হইতেছে।

(১৩ জুলাই ১৮২২। ৩০ আষাঢ় ১২২৯)

নূতন যাত্রা॥—কলিকাতার দক্ষিণ ভবানীপুর গ্রামের অনেক ভাগ্যবান বিচক্ষণ লোক একত্র হইয়া নলদময়ন্তী যাত্রার সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার বিশেষ লিখিলে বাহুল্য হয় এ প্রযুক্ত সংক্ষেপে সর্ব্বত্র জ্ঞাত করিতেছি ঐ যাত্রাতে নল রাজার সং ও দময়ন্তীর সং ও হংসদূতের সং ইত্যাদি নানাবিধ সং আইসে এবং নানাপ্রকার রাগ রাগিণী সংযুক্ত গান হয় ও বাদ্য নৃত্য এবং গ্রন্থ মত পরস্পর কথোপকথন এ অতিচমৎকার ব্যাপার সৃষ্টি হওয়াতে বিস্তর টাকা চাঁদা করিয়া ঐ সুরসিক ব্যক্তিরা ব্যয় করিয়াছেন ঐ যাত্রা প্রথমে ঐ ভবানীপুরে গঙ্গারাম মুখোপাধ্যায়ের দং বাটীতে গত ২৩ আষাঢ় শনিবার রাত্রিতে প্রকাশ হইয়াছে।

(১৯ আগষ্ট ১৮২৬। ৪ ভাদ্র ১২৩৩)

মণিপুরের যাত্রার সম্প্রদায়।—পাঠকবর্গের জ্ঞাপনার্থে নূতন কোন সংবাদ দৃষ্টিগোচর বা শ্রুতি গোচর হইলে প্রকাশ করিতে হয় এপ্রযুক্ত লিখিতেছি মণিপুরের এক সম্প্রদায় যাত্রাওয়ালা সংপ্রতি আসিয়াছে ইহারা এই কলিকাতার মধ্যে কোন২ স্থানে যাত্রা করিয়াছে কেহ২ দেখিয়া থাকিবেন সংপ্রতি ২৯ শ্রাবণ শনিবার রাত্রিতে কলুটোলানিবাসি শ্রীযুত বাবু মতিলাল শীলের বৈঠকখানায় ঐ যাত্রা হইয়াছিল তাহারদিগের নৃত্যগীতাদি আরম্ভ ও শেষপর্য্যন্ত দর্শন ও শ্রবণ করিয়া তদ্বিবরণ স্থূল লিখিতেছি।

আশ্চর্য্য সম্প্রদায় এই স্ত্রীলোকের দল। স্ত্রীলোকেতে কৃষ্ণ সাজি করয়ে কৌশল। ললিত বিশাখা চিত্রা আর রঙ্গদেবী। সুদেবী চম্পকলতা তং বিদ্যাদেবী। ইন্দুরেখা সাজি সবে রাসলীলা করে। পুরুষে বাজায় বাদ্য নারী তাল ধরে। কৃষ্ণের সহিত রঙ্গ করয়ে রসিকা। রসিকার রূপ শুন নাহিক নাসিকা। গুণবতীদিগের গুণ অতি উচ্চস্বরা। শুনিলে সে মিষ্টস্বর না যায় পাসরা। বাদ্যতালে নৃত্য বটে কিন্তু লম্ফঝম্ফ। গান করে জয়দেব মুদ্রা তার কম্প।

(৫ মে ১৮২৭। ২৩ বৈশাখ ১২৩৪)

রাজা বিক্রমাদিত্যের যাত্রা।—গত ২ বৈশাখ শনিবার রাত্রিতে শ্রীযুত বাবু জগন্মোহন মল্লিকের কালু ঘোষের দরুণ বাগানবাটীতে রাজা বিক্রমাদিত্যের যাত্রা হইয়াছিল এ যাত্রার সম্প্রদায় সংপ্রতি প্রস্তুত হইয়াছে শুনা গিয়াছে যে জোড়াসাঁকো নিবাসি কতকগুলিন রসিক গুণী এবং ভদ্রলোকের সন্তান একত্র হইয়া সোয়াক করিয়া ঐ ব্যাপার করিয়াছেন চারি পাচ স্থানে ইহার আমোদপ্রমোদ হইয়াছিল কিন্তু তাহাতে শ্রবণ জন্য সর্ব্বত্র নিমন্ত্রণ না হওয়াতে প্রচররূপে রাষ্ট্র হয় নাই তৎপ্রযুক্ত তাহার বিশেষ কিঞ্চিল্লিখনাবশ্যক হইল।

রাজা বিক্রমাদিত্যের অষ্টসিদ্ধির প্রকরণ যাহার সংস্কৃত ও বাঙ্গলা ভাষায় পুস্তক প্রকাশ আছে সেই পদ্ধতিমত রাজা অমাত্য লইয়া সভায় আছেন এমত কালে একটা রাক্ষস তিনটা শবের মস্তক হস্তে করিয়া রাজসভায় উপনীত হওত জিজ্ঞাসা করে ইহার মধ্যে উত্তম মধ্যমাধম কহিয়া দেও রাজা পণ্ডিতবর্গকে তাহার উত্তর করিতে অনুমতি দেন ইত্যাদি ইহাতে নানাপ্রকার সং অতি সুসজ্জিত হইয়া আইসে এবং ব্যক্তি বিশেষের সং আসিয়া প্রথমতো নানা রাগরাগিণীযুক্ত স্বস্বরে গান করে এই সকল দর্শন শ্রবণ করিয়া তাবৎ লোক হায়২ ধ্বনি করিয়াছিলেন।

১৮১৪ সনে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত যাত্রা কবি প্রভৃতির কথা সাময়িকপত্র-পাঠে জানা যায়।— "...The Jatras of this season were chiefly dramatic representations of the loves of Krishna and the Gopees, performed by boys of the Kutuck tribe, of the Brahmin cast, and appeared to us to possess a great resemblance to the ancient chorus of the Greeks."—*Asiatic Journal*, July 1816. Asiatic Intelligence—Calcutta, pp. 35-36.

(২১ আগষ্ট ১৮২৪। ৭ ভাদ্র ১২৩১)

২৩ শ্রাবণ [৬ আগষ্ট] শুক্রবার শহর কলিকাতায় সিমুল্যানিবাসি হরুঠাকুর পরলোকগামী হইয়াছেন। এঁহার মৃত্যুতে এতদ্দেশীয় অনেকে খেদিত হইয়াছেন যেহেতুক ইনি অতিসুরসিক মানুষ ছিলেন এবং বাঙ্গালা কবিতাতে ও গানেতে অতিখ্যাত ও গায়কের অগ্রগণ্য ছিলেন।

ডক্টর শ্রীসুশীলকুমার দে তাঁহার *Hist. of Bengali Literature in the 19th Century* গ্রন্থের ৩০৮ পৃষ্ঠায় হরু ঠাকুরের মৃত্যুকাল ১৮১২ সন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা ঠিক নহে।

(৫ ফেব্রুয়ারি ১৮২৫। ২৫ মাঘ ১২৩১)

সকের কবিতার বৃত্তান্ত।—পটলডাঙ্গানিবাসি শ্রীযুত বাবু রূপনারায়ণ ঘোষাল মহাশয়ের বাটীতে শ্রীশ্রীবাগ্দেবী পূজোপলক্ষে কলিকাতা মহানগরীয় অনেক বর্দ্ধিষ্ণু

সন্তানেরা ঐ স্থানে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক সকের কবিতা পরস্পর গাহনা করিয়াছেন তাহাতে আড়পুলি ও বাগবাজারের উভয় দলের সজ্জা এবং নৃত্য সন্দর্শনে বহ্নিক্ষু মহাশয়েরা যথেষ্ট তুষ্ট হইয়া নিশাবসানে স্ব২ ভবনে গমনকালীন আড়পুলির দলাধ্যক্ষকে সন্তোষপূর্ব্বক ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

(১৯ নভেম্বর ১৮২৫। ৫ অগ্রহায়ণ ১২৩২)

শুনা গেল যে গত ২৬ কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার শিমুল্যানিবাসি নীলুঠাকুর অর্থাৎ নীলু রামপ্রসাদ দুইভাই কবিওয়ালা খ্যাত লোক তাহার মধ্যে নীলঠাকুরের ঐ দিবস ওলাউঠা রোগে মৃত্যু হইয়াছে এই ব্যক্তির মৃত্যু সংবাদে অনেকের মহাদুঃখ বোধ হইয়াছে যেহেতুক নীলু রামপ্রসাদ কবিওয়ালার মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন ইহারা কবিতা গানদ্বারা এপ্রদেশস্থ লোকেরদিগকে অতিশয় সুখী করিতেন ইঁহারদিগের দুই ভ্রাতার মধ্যে রামপ্রসাদ সংপ্রতি গান করা ত্যাগ করিয়াছিলেন তথাচ নীলুঠাকুর সেই দল বল করিয়া ঐ গান করিতেন এক্ষণে ইহার কাল হওয়াতে সে সুখের ব্যাঘাত হইল সুতরাং অনেকের দুঃখ বোধ হইতে পারে।—তিং নাং [তিমিরনাশক]

(২৬ নভেম্বর ১৮২৫। ১২ অগ্রহায়ণ ১২৩২)

গত সপ্তাহে আমরা নীলু ঠাকুর কবিতাওয়ালার মৃত্যু সম্বাদ প্রকাশ করিয়াছি সংপ্রতি শুনা গেল যে লক্ষ্মীকান্ত কবিতাওয়ালার পুত্র নীলমণি কবিতাওয়ালাও ৩০ কার্ত্তিক সোমবার জ্বরবিকার রোগে পঞ্চত্ব পাইয়াছে।

(২২ নভেম্বর ১৮২৮। ৮ অগ্রহায়ণ ১২৩৫)

সকের কবিবিষয়ক।—মহামহিম শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয়েষু নিবেদন মিদং কতক দিবস গত হইল শুনিয়াছি আপনকার চন্দ্রিকায় প্রকাশ হইয়াছিল যে বিলাতি সূতার আমদানি হইয়া এতদ্দেশীয় দুঃখি বিধবা স্ত্রী লোকদিগের অন্ন গিয়াছে এবং বাষ্পের নৌকা হইয়া দাঁড়ি মাজি অনেকের অন্ন পাওয়া দুষ্কর হইয়াছে এবং মৎস্য ধরার এক কারখানা স্থাপিত হইবার উদ্যোগ হইতেছে তাহাতেও অনেক মেছুয়ার অন্ন যাইবেক অতএব এইরূপ কত২ নূতন ব্যাপার হইয়া কত লোক অন্ন বিগর ছন্ন হইয়াছে কিন্তু সংপ্রতি আমারদিগের অন্ন কতকগুলিন বিশিষ্ট সন্তানেরা মারিয়াছেন যেহেতুক ইঁহারা সকের কবির দল করিয়া বিনামূল্যে অন্যের বাটীতে বেতনভুক্ত কবির দলহইতে অধিক পরিশ্রম করিয়া নৃত্য গীতাদি করেন সুতরাং আমারদিগকে লোকেরা আর ডাকে না আমারদিগের উপরে এইরূপ দৌরাত্ম্য আর একবার নেড়ী বৈষ্ণবীরা করিয়াছিল অর্থাৎ তাহারা প্রায় সকল পরবে লোকের বাটীতে নাচিয়া কবি গাহিত কিন্তু তাহা সদরে কোন উপায় করিয়া নেড়ীর দায়হইতে প্রায় রক্ষা

পাইয়াছি কিন্তু চন্দ্রিকাকর মহাশয় এক্ষণে এই সৌকিন নেড়ায়দিগের দায়হইতে কিসে রক্ষা পাই তাহার কোন উপায় থাকেতো আমারদিগকে কহিয়া দিবেন নতুবা পেটের দায়ে মারা যাই অধিক দুঃখ আর কি জানাইব।—ভব ঘুরে মুচে ডোম কবিওয়ালা।

(২৪ জানুয়ারি ১৮২৯। ১৩ মাঘ ১২৩৫)

কবিতা সঙ্গীত সংগ্রাম।—এই নগর মধ্যে শ্রীযুত বাবু গুরুচরণ মল্লিকের দয়েহাটার বাটীতে গত ৬ মাঘ শনিবার রাত্রিতে বাগবাজারনিবাসি ও যোড়াসাঁকোনিবাসিদিগের দুই দলে কবিতা সংগীতের ঘোরতর সমর হইয়াছিল তদ্বিশেষ এই বাগবাজারবাসি নানাকাব্যাভিলাষি রসিক রসজ্ঞ গান বাদ্যাদি বিদ্যায় বিজ্ঞবিশিষ্ট সন্তান কএক জন এক সম্প্রদায় তন্মধ্যে শ্রীযুত বাবু হরচন্দ্র বসু অগ্রগণ্য অর্থাৎ দলপতি। আর যোড়াসাঁকোস্থ ব্রাহ্মণ কায়স্থ তন্তুবায়প্রভৃতি কএক ব্যক্তির এক দল এ দল বড় সবল যেহেতুক শ্রীযুত বৃন্দাবন ঘোষাল ও শ্রীযুত রামলোচন বসাক ইহারদিগের দুই জনের দুই দল ছিল এই উভয় দল মিলিত হইবায় সবল বলা যায় দুই দলপতি অতিবিলম্বে অর্থাৎ দুই প্রহর রাত্রির পর প্রায় এক ঘণ্টার সময় স্বজনগণ সমভিব্যাহারে আসরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন প্রথমতঃ বাগবাজারবাসিরা গানারম্ভ করিবেন তদুদ্যোগ যে সাজ বাজান কারণ যন্ত্রের মিলনকরণে অধিক যন্ত্রণা মন্ত্রণাপূর্ব্বক সভাস্থ প্রায় সকলকেই দিলেন ফলতঃ বিস্তর বিলম্ব হওয়াতে প্রায় তাবতে তিক্তবিরক্ত হইলেন এমত সময়ে একেবারে যন্ত্রিবরে ঢোলক তাম্বুরা মোচঙ্গ মন্দিরা পরিপাটী সিটি বাদ্যোদ্যম করিলেন তাহা শ্রবণে বহুজনে ধন্যবাদ করিলেন অনন্তর গানারম্ভ প্রথমতঃ ভবানীবিষয় পরে সখীসম্বাদ পরে খেঁউড় ইহাতে উভয় দলে কবিতা কৌশলে তান মান বাণস্বরূপ হইয়া ঘোরতর সমর হইয়াছিল সে রণে রসিক বিচক্ষণসমূহের মনোরঞ্জন হইয়াছিল যেহেতুক গায়কগণের মৃদু মধুর মনোহর সুস্বর তালমান কবিতা রচনা বিবেচনা করত কে না সুখী হইয়াছিলেন কবিতাযুক্ত যুদ্ধ এই দেখা গেল এমত নহে ইহার পূর্ব্বে অপূর্ব্ব২ গীত শুনা গিয়াছে কিন্তু সম্প্রতি এমত বোধ হইয়াছে যে কবিতা সংগ্রাম এ অবধি বিশ্রাম বা হয় বুঝি এমত আর হবে না এই প্রকার গানে রাত্রি অবসানের পর দিন দিনমানে ৮ ঘণ্টা বেলাপর্য্যন্ত হইয়াছিল উভয় পক্ষের জয় পরাজয়-হেতুক শ্রীযুত বাবু বীরনৃসিংহ মল্লিক বিবেচক স্থির হইয়াছিলেন তিনি তাবতের সাক্ষাৎকার বাগবাজারবাসিদিগের জয় কহিয়া দিবায় তাঁহারা জয়পতাকা উড্ডীয়মান করত অর্থাৎ জয়ঢাকস্বরূপ জয়ঢোল বাজিয়া রাজপথে পথিক লোককে সন্তুষ্ট করত স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

এই প্রসঙ্গে রাজেন্দ্রলাল মিত্র তৎসম্পাদিত 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ' নামক মাসিক পত্রে (মাঘ, ১৭৮০ শক) লিখিয়াছিলেন :—

"বঙ্গদেশীয়েরা যবনদিগের প্রথম আধিপত্য-সময়ে কি প্রকারে মনোবিনোদ করিতেন তাহার কোন

বিবরণ আমরা জ্ঞাত নহি। বোধ হয় তৎকালে পূর্ব্বপ্রসিদ্ধ নাটকের কথঞ্চিৎ অপভ্রংশ প্রচলিত ছিল। তদনন্তর ক্রমশঃ এতদ্দেশীয়েরা যবনদিগের দৌরাত্ম্যে ঐহিক সুখে একান্ত হতাশ হইলে তাঁহাদের মনে পারলৌকিক সুখের লালসা প্রবল হয়। সেই লালসা-বর্দ্ধনে নিযুক্ত হইয়া মহাপ্রভু সঙ্কীর্ত্তনের সৃষ্টি করেন; এবং তাহাই দেশীয়দিগের মনোরঞ্জনের প্রধান উপায় বলিয়া প্রসিদ্ধ থাকে। যাহারা বিষ্ণুভক্ত ছিল না তাহাদের পক্ষে সঙ্কীর্ত্তন সমাদরণীয় হইতে পারে না; সুতরাং তাহারা চণ্ডীর গান প্রভৃতি সঙ্কীর্ত্তনের অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়। এই প্রকারে দুই শত বৎসর অতিবাহিত হইলে সাধারণের মন অজ্ঞান, দৌর্ব্বল্য ও পরাধীনতায় নিমগ্ন হইলে তাহাদের কৌতুক কলাপের পরিবর্ত্তন হয়। সেই পরিবর্ত্তনের আদিকারণ নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র রায়। তিনি সুচতুর ও সুপণ্ডিত ছিলেন, ও তাঁহার নিকট গুণিগণের প্রচুর সমাদর ছিল; কিন্তু লাম্পট্য-দোষে তাঁহার সে সমুদয় গুণগরিমা কলুষিত হইয়াছিল। বঙ্গভাষার শ্রেষ্ঠকবি ভারতচন্দ্র তাঁহার প্রসাদে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন; এবং তাঁহারই কুপ্রবৃত্তির প্রভাবে বিদ্যাসুন্দরে অশ্লীলতার আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণচন্দ্র বিদগ্ধতা-গুণের সমাদরার্থে গোপাল ভাঁড়কে নিকটে রাখিয়াছিলেন, এবং বোধ হয়, তাঁহার সহবাসে সেই সুচতুর মর্ম্মবেদী প্রভুর সম্বোদনার্থে আপন উদ্ভট বাক্যে সর্ব্বদা অশ্লীলতার প্রয়োগ করিত। সে যাহা হউক তাঁহারই উৎসাহে খেঁউড়ের বাহুল্য হয় সন্দেহ নাই। ভারতচন্দ্র বারমাস-বর্ণনে তাহার সম্যক্ প্রমাণ দিয়াছেন। ঐ খেঁউড় ও কবি যে কি পর্য্যন্ত জঘন্য ছিল, তাহা সভ্যতার রক্ষা করিয়া বর্ণন করাও দুষ্কর; যাঁহারা তাহাতে প্রমোদিত হন তাঁহাদিগের মনের অবস্থা অনুধ্যান করিতে হইলে সহৃদয়দিগের মনে যে প্রবল আক্ষেপের উদয় হয় সন্দেহ নাই। কথিত আছে, এই কবির রচনায় চুঁচড়া-নিবাসী ল্যালুনন্দ লাল বিখ্যাত ছিল। তাহার পর হুগলীনিবাসী রামজী ও কলিকাতা-নিবাসী রঘু তাঁতী প্রসিদ্ধ হয়। রঘু তাঁতীর শিষ্য হরুঠাকুর, এবং তাহার সমকালে কএক ব্যক্তি উত্তম কবি-গায়ক বলিয়া বিখ্যাত হয়।

ইহা অনায়াসেই অনুভূত হইতে পারে যে কবি ও খেঁউড়ের সদৃশ অশ্লীল বিনোদ কদাপি বহুকাল ভদ্র-সমাজে সমাদৃত থাকিতে পারে না; কালসহকারে অবশ্যই তাহার হ্রাস হয়। দেশের কোন অত্যন্ত ধনী ও ক্ষমতা-সম্পন্ন ব্যক্তির দৃষ্টান্তে অনেক মন্দ ব্যবহার প্রচলিত হইতে পারে; কিন্তু তাহার খ্যাতি হ্রাস হইলে ও জ্ঞানালোকের কিঞ্চিন্মাত্র ব্যাপ্তি হইলে অবশ্যই সে ব্যবহার দূষ্যবোধে পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের প্রচালিত কবি ও খেঁউড় সে দশা শীঘ্র প্রাপ্ত হয় নাই। কলিকাতার সুবিখ্যাত রাজা নবকৃষ্ণ ও তৎপর কএক জন ধনাঢ্য ব্যক্তি ঐ কদর্য্য বিনোদের উৎসাহী হন। তাঁহাদিগের অপস্মৃতির পর গত বিংশতি বৎসরের মধ্যে কবির হ্রাস হইয়াছে। তাহার ত্রিংশৎ বৎসর পূর্ব্বহইতে যাত্রা বিশেষ প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল। শিশুরাম অধিকারী নামা একব্যক্তি কেঁদেলী-গ্রাম-নিবাসী ব্রাহ্মণ তাহার গৌরব সম্পাদন করে। তৎপূর্ব্ব হইতে বহুকালাবধি নাটকের জঘন্য অপভ্রংশস্বরূপ একপ্রকার যাত্রা এতদ্দেশে বিদিত আছে। সঙ্কীর্ত্তন ও পরে কবির প্রচারের মধ্যে তাহার প্রায়ঃ লোপ হইয়াছিল। শিশুরামহইতে তাহার পুনর্বিকাশ হয়। শিশুরামের পর শ্রীদাম সুবল ও তৎপরে পরমানন্দ প্রভৃতি অনেকে যাত্রার পরিবর্দ্ধনে নিযুক্ত হইয়া অনেকাংশে কৃতকার্য্য হইয়াছে; কিন্তু যে পর্য্যন্ত তাহা আপন আদিম নাটকের অবয়ব ধারণ না করে সে পর্য্যন্ত দেশের বিনোদনব্যাপার পরিশুদ্ধ হইবে না। বিদ্যার উৎসাহে এই অভীপ্সিত ব্যাপারের সূত্রপাত হইয়াছে। গত চারি বৎসরাবধি কলিকাতা-নগরে অনেক স্থানে প্রকৃত নাটকের অভিনয় সম্পন্ন হইতেছে। তদ্দর্শনে ধনী সম্ভ্রান্ত বিদ্যানুরাগী সকলেই একত্র হইয়া থাকেন; ও অভিনয়ের নির্ম্মল-রসে পরিতৃপ্ত হইতেছেন। এই সরস বিনোদে দেশ ব্যাপ্ত হয়—প্রতি গ্রামে ইহার অনুরাগ হয়—ইহার প্রাদুর্ভাবে যাত্রা, কবি, খেঁউড়, প্রভৃতি দূষ্য উৎসবের দূরীকরণ ঘটে—ইহা কর্ত্তৃক বঙ্গদেশে কুনীতির উৎসেদ ও নির্ম্মল ব্যবহারের প্রাদুর্ভাব হয়—ইহাই আমাদিগের নিতান্ত বাঞ্ছনীয়, এবং তদর্থে আমরা দেশহিতৈষিদিগকে একান্তচিত্তে অনুরোধ করিতেছি।